

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪৮

প্রচ্ছদ চিত্র দাস

ফার্ম) লাংগাজোতির পক্ষে ত্রিজ্যোতিভূষণ ঘোষরায় দ্বারা
১২/৯ সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩১ থেকে প্রকাশিত ও
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাস বাণীরূপা প্রেস, ৯এ, মনোমোহন বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

বিক্রয়কেন্দ্র—জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন
. ১৮/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অবতরণিকা

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যসমূহের নাম সকলের জানা থাকিলেও সাধারণ পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সে কাব্যসুধা-রস হইতে বঞ্চিত। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহার কাব্য অপূর্ণ ছন্দে রচিত হইলেও সন্ধি ও সমাসের প্রাধান্তে গঠিত অতি দীর্ঘ শব্দ সমন্বিত তাঁহার সে কাব্যসমূহ ভাল ভাবে পাঠ করাই কঠিন, রস সংগ্রহ তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়তঃ যদিও তাঁহার কাব্যের বেশ কিছু সংখ্যক পঞ্চানুবাদ বা গচ্ছানুবাদ আছে, তথাপি সার্থক বঙ্গানুবাদ একখানাও নাই যাহার দ্বারা পাঠক কালিদাসের মূল কাব্যের ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন। কেন তাহাই বলিতেছি :—

পঞ্চানুবাদগুলি কালিদাসের কাব্যের ছন্দের সম্পূর্ণ পরিপন্থী সাবেকী পয়ার কিংবা ডিমে তেতালা ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং এই জগুই সেই সব পঞ্চানুবাদের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত দুর্বল, যা কিনা মূল কাব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ঐ সব পঞ্চানুবাদ পাঠ করিয়া কালিদাসের কাব্যের ছন্দ, ভাষা অথবা রসের সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়।

আবার গচ্ছানুবাদগুলি পণ্ডিতদের অথবা জ্ঞানান্বেষীদের সহায়ক হইলেও কাব্য-রসিকদের কাছে রসভঙ্গের দ্রোতক। কারণ, কাব্যের ছন্দোন্ময় সুরের কল্পনারাজ্যে ভাসিতে ভাসিতে যদি পাঠক সহসা গচ্ছানুবাদরূপ নিরস বস্তুর সম্মুখীন হন তবে তাঁহার মনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগিবে এবং কাব্যের রসভঙ্গ অনিবাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং ঐ সব গচ্ছানুবাদ পাঠ করিয়া কালিদাসের কাব্যের রসান্বাদনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এখানে আমার সম্পাদিত ও অনূদিত এই পুস্তক খানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই।

প্রথমতঃ—আমি বামদিকের পৃষ্ঠাগুলিতে মূল শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ—পাঠক যাহাতে কালিদাসের মূল কাব্য পাঠ করিয়া তাহার রসান্বাদন করিতে পারেন সেইজগু আমি প্রত্যেক দুই পঙ্ক্তির শ্লোককে চারি পঙ্ক্তিতে বিভক্ত করিয়াছি এবং উচ্চারণের সুবিধার জগু এবং ছন্দের খাতিরে প্রয়োজন অনুসারে বানানের কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটাইয়াও সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদগুলির মাঝে ছোট একটি হাইফেন (-) বসাইয়া আলাদা করিয়া দিয়াছি। ইহার ফলে মূল শ্লোক পাঠ করা যেমন সহজ হইবে তেমনিই ছন্দের একটি মোহময় ধ্বনি পাঠকের কর্ণে ধ্বনিত হইবে।

তৃতীয়তঃ—আমার অনুদিত গ্রন্থের ছন্দ অনেকটা মূলের অনুরূপ এবং শব্দগুলির অধিকাংশই তৎসম বা তদ্ভব হওয়ায় অনেকটা মূলের কাছাকাছি।

চতুর্থতঃ—নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যে রচনার প্রয়োজনে আমি প্রায়শঃই মাইকেলের অনুরূপে নাম ধাতু বা সংক্ষিপ্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করিয়াছি। আশা করি ইহাতে আমার কাব্যানুবাদের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

পঞ্চমতঃ—কবিতার মাধ্যমে হইলেও আমার অনুবাদে মিলের আধিক্য নাই।

পদে পদে মিলের খাতিরে আমার ভাষাকে বিকৃত বা দুর্বল করিতে হয় নাই। পত্নানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাই আমার রচনা গত্যানুবাদের মতই আক্ষরিক, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। আবার ছন্দের বন্ধনে বাঁধা এবং সীমিত থাকার জগ্রে আমার অনুবাদ মূলের সমধর্মী। আশাকরি আমার সম্পাদিত কালিদাসের এই কাব্যখানি ছন্দ-বিচার যুক্ত হওয়ায় পাঠক ইহা সহজেই পাঠ করিতে পারিবেন এবং ইহার ছন্দের মাধুর্য্য মুগ্ধ হইয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে মূলের অনুরূপ ছন্দ এবং ভাষায় বিরচিত আমার পত্নানুবাদ পাঠ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সমাক উপলব্ধি করিয়া অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ভাষায় আমার বিশেষ কোনও ব্যুৎপত্তি নাই। আমি আমার পত্নানুবাদের জন্ত মূলতঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত ও অনুদিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর নিকট গুণী। আমি সেজগৎ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান এবং লেখকের নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

দবশেষে বিশ্বের সর্বকালের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি ষাঁহার কাব্য সুধারস পানে আমি বিমুগ্ধ ও আনন্দিত এবং সকলের মধ্যে আমার সেই আনন্দ বিতরণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক, তাঁহার উদ্দেশ্যে জানাই আমার সপ্তদ্বন্দ্ব প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা—বর্তমান যুগের আর এক মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় :

“তব অন্তর্গামী দাস রাজেন্দ্র সজ্জমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দবশনে।”

বিনীত

কবি রামলাল দাস

প্রকাশকের বক্তব্য

সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী না হয়েও যদি আপনি মহাকবি কালিদাসের মূল কাব্যস্বার্থসম্যক উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করতে চান; যদি জানতে ইচ্ছুক হন কি অপূর্ব ছন্দ ও রসের স্রোত কল্প ধারায় মত্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর রচিত প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে, তাহলে পাঠ করুন ছন্দ বিজ্ঞান যুক্ত মূল সহ মূলের ছন্দ ও ভাষা অনুযায়ী রচিত গণ্ডের গ্রাম্য সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং আক্ষরিক পদ্যানুবাদ সমন্বিত অনূদিত এই পুস্তকখানি।

বিনীত

প্রকাশক

মুখবন্ধ

প্রচলিত কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থে ষোড়শ সর্গ পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ইহার শেষের সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত, কালিদাসের রচিত নহে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাসাগরের মতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসের রচিত আবার অন্ধ্রিয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ মহোদয়ের মতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাসের রচিত। আমাদের মতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসের রচিত, কারণ বিবাহের পরিপূর্ণতা নবনারীর মধুর মিলনে এবং হরগৌরীর এই মিলনের মধ্যেই কুমারের সম্ভাবনা অর্থাৎ জন্মের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সুতরাং অষ্টম সর্গ বাদ দিলে কাব্যের অঙ্গহানি হয়। দ্বিতীয়তঃ অষ্টম সর্গে যে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে তাহা কালিদাসের না হইয়া যায় না। সুতরাং ইহা বাদ দিলে পাঠকদিগকে সেই সৌন্দর্য্য সুধারস হইতে বঞ্চিত করা হয়। আমি তাই অষ্টম সর্গ পর্য্যন্তই আমার পঞ্চাশ্রবাদে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। বাকী সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে কাব্য সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু না থাকায় এবং অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার জন্য বর্জন করিয়াছি।

এই আটটি সর্গের মধ্যেও আবার চতুর্থ সর্গে কামের বিষহে রত্নির বিলাপ এবং ষষ্ঠ সর্গে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সপ্তমিগণের আকাশ পথে হিমালয়ে আগমনের বর্ণনা সন্নিবিষ্ট। এই দুইটি সর্গকে বাদ দিলে কাহিনীর কোনও অঙ্গহানি হয় না, থাকিলেই বরং তাহার পাঠকগণের মন বিষয়ান্তরে লইয়া যায়। সুতরাং আমি আমার সম্পাদিত পুস্তকে এই দুইটি সর্গকেও বাদ দিয়াছি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে যাহাতে পাঠক কালিদাসের কাব্যের রসসুধা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আমার প্রচেষ্টা তাহাই।

কবি রামলাল দাস

কুমারসম্ভব

প্রথমঃ সর্গঃ

অস্ত্যন্ত-রস্তাং দিশি দেবতাস্মা

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ ।

পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহু

স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং

মেরৌ স্থিতে দোন্ধরি দোহদক্ষে ।

ভাষন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ

পৃথুপদিস্টাং দুহুর্ধ্ব-রিত্রীম্ ॥ ২ ॥

অনন্তরত্ব—প্রভবস্ত বশ্ত

হিমং ন সৌভাগ্য-বিলোপি জ্ঞাতম্ ।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে

নিমজ্জতীন্দ্রোঃ ফিরণেশ্বিবাক্তঃ ॥ ৩ ॥

বশ্যাস্তরো-বিভ্রম-মঞ্জনানাং

সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈবি-ভক্তি ।

বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগা-

মকাল-সঙ্ক্যা-মিব ধাতুমন্তাম্ ॥ ৪ ॥

আমেধলং সঙ্করতাং ঘনানাং

ছায়ামধঃ সান্ন-পতাং নিষেব্য ।

উষেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে

শৃঙ্গাণি যস্তা-তপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥

প্রথম সর্গ

উত্তর সীমান্ত জুড়ি দেবতার লীলা ভূমি
শোভিতেছে হিমালয় গিরি-শ্রেষ্ঠতম,
পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সিদ্ধ নীরে অবগাহি
বিরাজিছে পৃথিবীর মানদণ্ড সম । ১ ॥

পৃথ্বী আদেশে মেক যাহাকে করিয়া বৎস
দোহা রূপে পৃথ্বী-ধেহু করিছে দোহন
সকল পর্বত তাই মহী-অভ্যন্তর হ'তে
মণি মুক্তা মহৌষধী করে আহরণ । ২ ॥

বহু রত্নধর গিরি, প্রচণ্ড শৈতোণ্ড যাব
মহিমার কথঞ্চিৎ নাহি অপচয়
বহুগুণে একদোষ সদাই আবৃত রহে
কলঙ্ক সন্তেও যথা চন্দ্র দীপ্তিময় । ৩ ॥

শিখরে সঞ্চিত যত গৈরিক ধাতুর দ্যাতি
জল শূন্য মেঘে সঞ্চিত করে সজ্জাকাল ।
রাত্রি সমাগত ভাবি অঙ্গুরা রমণীদের
দ্রাস্তে বেশ কুঁচা হেতু ঘটে গোলমাল । ৪ ॥

বৃষ্টিভরা গতিশীল জলদের ছায়াভ্রম
লভিবারে আসে নিয়ে সিদ্ধ মুনিগণ
সহসা আসিলে বৃষ্টি পুণঃ উর্দ্ধে উঠে তারা
বৌদ্রোজ্জল শূঁজে করে আশ্রয় গ্রহণ । ৫ ॥

পদং তুষার-স্রুতি-ধৌতরক্তং
 যস্মিন্ন-দৃষ্টোপি হতদ্বিপানাম্ ।
 বিদন্তি মার্গঃ নথ-রক্ত-মুস্তৈব
 মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাভাঃ ॥ ৬ ॥

স্বাস্থ্যক্ষর। ধাতুরসেন যত্র
 ভূর্জস্রুচঃ কুঞ্জব-বিন্দু-শোণাঃ ।
 ত্রজন্তি বিজ্ঞাধর-সুন্দরীণা
 মনস্ফলৈঃ-ক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥

যঃ পূরয়ন্ কাচক-রক্ত-ভাগান্
 দরামুখোথেন সমীরণেন ।
 উদগাস্ততা-মিচ্ছতি কিমরাণাং
 তানপ্রদায়িত্ব-মিবোপগন্তম্ ॥ ৮ ॥

কপোলকণ্ঠঃ করিভির্বিনেতুং
 বিঘটিতানাং সরলক্রমাণাম্
 যত্র! স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
 সানুনি গন্ধঃ স্রবভীকরোতি ॥ ৯ ॥

বনেচরাণাং বনিতা-সথানাং
 দরীগৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ
 ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রক্তশা-
 মতৈল-পূবাঃ স্রবত-প্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥

উদ্বৈজয়ত্যঙ্গুলি-পার্ষ্ণিভাগান্
 মার্গে শিলীভূত-হিমেষপি যত্র ।
 ন দুর্বহ-জ্যোতি-পয়োধারভা
 তিন্দন্তি হন্দাং গতিমবশুখাঃ ॥ ১১ ॥

তুবারে আবৃত পথে হস্তিঘাতী পঙ্কজ
 রক্তাক্ত চরণ কোলে যায় বনান্তরে
 নগর হইতে চ্যুত রক্তধৌত গজমুক্তা
 হেরিয়া, কিরাত তার পিছু তাড়া করে । ৬ ॥

বিবহিনী বিজ্ঞাধরী ভূজপত্র আহরিয়া
 প্রেমপত্র লেখে যাহে প্রিয়েরে সষোধি
 সিন্দুর অথবা রাঙা ধাতুরস হেতু তাহা —
 মাতঙ্গের গাত্রসম শোভে নিরবধি । ৭ ॥

গুহা অভ্যন্তর হ'তে নির্গত বায়ুর স্পর্শে
 কৌট-দংশ্ত্র বাঁশে ওঠে স্তম্ভুর ধনি
 মনে হয় কিম্বরীর সঙ্কীর্ণের তালে তালে
 বাজায় বাঁশরী দেব গিরি চূড়ামণি । ৮ ॥

কণ্ঠজাত যন্ত্রণার উপশম লাগি করি
 ঘর্ষে স্বীয় গণ্ডদেশ দেবদাক্ষ গায়
 রক্ষ হ'তে ঝ'রে পড়ে নির্যাস ক্ষীরের সম
 চারিদিক ব্যাপ্ত করে সুগন্ধ সুধায় । ৯ ॥

ওষধী ও গুল্ম হ'তে বিজলী বাতির সম
 আলো জলে পর্বতের কন্দরের মুখে
 তৈলহীন দীপ ঘেন মূরত মন্দিরে জলে
 কিরাত-কিরাতী সেধা ঘাপে নিশি-সুখে । ১০ ॥

প্রচণ্ড হিমের লাগি বেদনায় জর্জরিত
 কিম্বরীর চরণের কোমল অঙ্গুলি
 না পাবে ছুটিতে তাই পয়োধর জ্যোতী ভাবে
 অশ্মমুখী স্তম্ভরীরা চলে হেলিহুলি । ১১ ॥

দিবাকরা-জঙ্ঘতি যো গুহাহ
 লীনং দিবাভীত-মিবাঙ্ককারম্ ।
 ক্লেহপি নুনং শরণং প্রপন্ন
 মমস্বমুচৈঃ-শিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥

লাজুল-বিক্ষেপ-বিসপি-শোভে
 রিতস্তভশস্ত্র-মরীচি-গৌঠৈঃ ।
 যস্তার্থযুক্তং গিরিরাঙ্গশৰং
 কুর্কস্তু বাল-ব্যজ্ঞৈশ্চমৰ্ঘাঃ ॥ ১৩ ॥

যত্রাংগকাক্ষেপ-বিলম্বিতানাং
 বদর্চ্ছয়। কিম্পুরুষাজনানাম্ ।
 দরীগৃহ্ণার-বিলম্বিবিহা
 ত্তির-স্বরিন্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ভাগীরথী নিব্ব-র-লীকরাপাং
 বোঢ়া মুহুঃ কস্মিন্ত-দেবদারুঃ ।
 হৃদায়-বসিষ্ট-মুঠৈঃ কিরাটৈঃ-
 রাসেব্যাতে ভিন্ন-শিখণ্ডি-বহঃ ॥ ১৫ ॥

সপ্তষি-হস্তাব-চিতাবশেষা-
 গাধো বিবস্বান্ পরিবর্তমানঃ ।
 পদ্মানি যস্তা-গ্রসরোকহাণি
 প্রবোধয়ত্বাৰ্জ-মুখং ময়ুধৈঃ ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞাজ-ধোনিষ-মবেক্ষ্য যস্ত
 সারং ধরিত্রী-ধরণক্ষমক ।
 প্রজাপতিঃ কলিত-যজ্ঞ-ভাগং
 শৈলার্মিপত্যং স্বয়মবতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

দিবসের ভয়ে ভীত অন্ধকার যবে আসি
 আভ্রয় যাচনা করে গিরীশ সদনে
 মহান ভূধর রাজ না বিচারি উচ্চ-নীচ
 আপন বন্ধের মাঝে রাখে সন্জোপনে । ১২ ॥

জ্যোৎস্নার সম শুভ্র লাক্ষ্মী চামরী যুগ
 ধীরে ধীরে হিমাদ্রীকে করিছে বাজন
 শুধুমাত্র নামে নহে মধ্যান্দা ও স্ব-গৌরবে
 গিরিরাজ হিমালয় যথার্থ বাজন । ১৩ ॥

বদ্রাক্ষল-আকর্ষিতা কিম্বদ-রমণী যবে
 গুহামধ্যে পতিসহ প্রেমে নিমগণ
 একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ লঙ্ঘনতা কিম্বদীর
 লঙ্কা ঢাকিবারে গুহা করে আচ্ছাদন । ১৪ ॥

জাহ্নবীর স্পর্শে স্নিগ্ধ সমীরণে ক্রান্তি হরি'
 পুনরায় যায় ব্যাধ যুগয়ার তরে
 দেবদারু পত্র ঝরে স্নগন্ধ ছড়ায় দিয়া
 দোলাইয়া পুচ্ছ ঝুঁটি শিথি নৃত্য করে । ১৫ ॥

অতি উচ্চ শৃঙ্গেশ্বিত অর্দ্ধশৃঙ্গ কমলের
 সিংহভাগ সপ্তর্ষিবা করিলে চয়ণ
 নিম্নের মার্ভগু দেব বিকশে অগ্ন্যস্ত্র ফুল
 উর্দ্ধদিকে বিকীরণ করিয়া কিরণ । ১৬ ॥

ভূ-ভার ধারণ আর সৌমরস সংরক্ষণ
 একমাত্র হিমালয় সমর্থ একান্তে
 ব্রহ্মার আদেশে তাই বজ্রাংশের ভাগী হয়ে
 হিমাদ্রী লঙ্কিতা স্থান দেবতা লম্বায়ে । ১৭ ॥

স মানসীং যেক-সখঃ পিতৃণাং
 কস্তাং কুলস্ত স্থিতয়ে স্থিতিজঃ
 যেনাং মুনীনাংপি মাননীয়া
 মাস্ত্রাহুরূপাং বিধিনোপষেমে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃন্তে
 স্বরূপযোগো হরত প্রসঙ্গে ।
 মনোরমং যৌবন-মুহুরন্ত্যা
 গর্ভোহিববদ্ ভূধররাক্ষপত্ন্যাঃ ॥ ১৯ ॥

অমৃত সা নাগ-বধূপভোগাং
 মৈনাক-মন্তোনিধি-বদ্ধসথাম্ ।
 জুহুত্বপি পক্ষচ্ছিদি বক্ত-শত্রা-
 ববেদনাং কুলিশ-ক্ষতানাম্ ॥ ২০ ॥

অথাব মানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
 দক্ষস্ত কস্তা ভব-পূর্ব-পত্নী ।
 সতী সতী যোগ-বিস্তৃত-দেহা
 তাং জন্মেন-শৈল-বধু° প্রপেদে ॥ ২১ ॥

সা ভূধরাণা-মধিপেন তস্তাং
 সমাধিমত্যা-মুদপাদি ভব্যা ।
 সমাক-প্রয়োগাদ-পরিক্তায়াং
 নীতাবি-বোংসাহ গুণেন সঙ্গ্যং ॥ ২২ ॥

প্রসন্নমিচ্ পাংস্ত-বিবিক্তবাতং
 শম্ম-স্বনানন্তয়-পুল-বৃষ্টিঃ ।
 শরীরিণাং স্বাবর-জ্ঞমানাং
 স্থখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥ ২৩ ॥

অমের গিরির সখা মহাপ্রাজ্ঞ হিমালয়
কূলে-শীলে ভূ-ভারতে গণ্যমান্য জন,
পিতৃদের মানসী ও মূনি-মাননীয়া কন্যা
মেনকায়ে বিধিমতে করিলা গ্রহণ । ॥ ১৮ ॥

যথাযোগ্য মিলনের ফল ভোগ লভিবারে
মগ্ন হল দৌহে যবে দাম্পত্য লীলায়
অচিরে মেনকা রাণী হইল। সন্তানবতী
যৌবন লাবণ্য তার এল সারা গায় । ॥ ১৯ ॥

যথাকালে জন্ম নিয়া মৈনাক লভিল তার
নাগবালা প্রিয়া আর বন্ধু বন্ধাকরে
যবে ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ-জয়ী পর্বতের পক্ষ ছেড়ে
পাশেরে যে বজ্রাঘাত লুকায়ে সাগরে । ॥ ২০ ॥

পুনঃ হলে অন্তঃসত্ত্বা মেনকার গর্ভে পশে
ভব-পূর্ব পত্নী সতী দক্ষরাজ সূতা,
পিতৃ মুখে পতি নিন্দা শুনি বেবা তাজ্জি দেহ
ইচ্ছে পুনঃ পৃথিবীতে হ'তে আবির্ভূতা । ॥ ২১ ॥

উৎসাহ গুণ দ্বারা নীতির সম্যকযোগে
নরকূল হয় শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়পতি
সংঘত শৈলেশ দ্বারা নিষ্ঠাবতী মেনকায়
জন্ম নিলা কন্যারূপে রত্ন সেই সতী । ॥ ২২ ॥

যেদিন ভূমিষ্ঠ হল গিরিবাজ পুত্রী উমা
স্বাবর জন্ম হ'ল আনন্দে মগন,
সুনির্মল সমীরণ পুষ্প বরিষণ আর
শব্দের মজল শব্দে ব্যাপিল ভুবন । ॥ ২৩ ॥

তয়া হৃহিজ্ঞা স্ততয়াং সবিজী
 ক্ষুদ্রং-প্রভামণ্ডলয়া চকাশে ।
 বিদূরভূমিব-নবমেঘ শকা
 হৃস্তিহয়া রক্তশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধ যান।
 লক্কোদয়া চান্দ্রমসৌব লেখা ।
 পুষ্পোষ লাবণ্যময়ান বিশেষান্
 জ্যোৎস্নাস্তরাণীব কলাস্তুরাণি ॥ ২৫ ॥

তাং পার্শ্বতীত্যা-ভিজনেন নান্না
 বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব ।
 উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
 পশ্চাদ্ভ্রমাথ্যাং স্মৃখী জগাম ॥ ২৬ ॥

মহীভূতঃ পুত্রবতোহপি দৃষ্টিঃ
 স্তম্ভিন্নপত্যো ন জগাম তৃপ্তিম্
 অনন্ত-পুষ্পস্ত মধোহি চূতে
 দ্বিরেফ-মালা স-বিশেষ-সজ্জা ॥ ২৭ ॥

প্রভা-মহত্যা শিখয়েব দীপ-
 ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্ত মার্গঃ ।
 সংস্কারবতোব গিরা মনীষী
 তয়া স পুতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥

মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ
 সা কন্দুঠৈঃ কৃত্রিম পুজ্জকৈশ্চ ।
 রেমে মুহূৰ্ মধাগতা সখীনীং
 ক্রীড়ায়সং নির্বিশতীব বাল্যো ॥ ২৯ ॥

নবমেঘ মস্তসহ বস্ত্র শলাকার জ্যোতি
 যেমন ধরণী প্রাপ্ত করে উদ্ভাবণ
 যে রূপ জননী মেনা দুহিতার প্রভা লভি
 অপূর্ব লাভণ্য পুঞ্জ করিলা ধারণ । ২৪ ॥

দিনে দিনে চন্দ্রকলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে যথা
 চৌদিকে ছড়িয়ে দেয় জোছনা অশার
 সেইরূপ দিনে দিনে পার্বতীর কলেবর
 বাড়িলে আসিল যে রূপের জোয়ার । ২৫ ॥

পর্বত-নন্দিনী তাই জন্ম অন্তরে তার
 স্বজন বান্ধব নাম রাখিলা ‘পার্বতী’
 পরে “উ-মা” (যাইও না) তপস্যার নিষেধার্থে
 মা’র এই সঙ্ঘোধনে ‘উমা’ হল সতী । ২৬ ॥

পুত্র রত্ন লভিয়াও নহে তৃপ্ত শৈলেশ্বর
 প্রাণাধিকা দুহিতারে নেহারি নিয়ত
 যদিও কাননে ফোটে সহস্র ফুলের রাশি
 আত্মের মুকুলে লুক্ লম্বর সত্তত । ২৭ ॥

প্রভা হেতু দীপ যথা, গঙ্গা স্রোতে স্বর্গদ্বার
 কিম্বা শুদ্ধালাপে জানী যথা দীপ্যমান
 সেইরূপ গিরিরাজ কন্তা রূপ রত্ন লভি
 হইলা পবিত্র আর গৌরবে মহান । ২৮ ॥

বাল্য ক্রীড়া ইচ্ছি সতী মন্দাকিনী নদী তীরে
 গড়িত বালির বেদী নিয়া লবঙ্গগণ
 কখনো খেলিত তারা বন্দুক লইয়া হাতে
 কিম্বা গড়ি মাটি দ্বারা কৃত্রিম নন্দন । ২৯ ॥

তাং হংসমালাঃ শরদীব গজাং
 মহৌষধিং নস্তমিবান্নভাসঃ ।
 স্থিরপদেশা-মুপদেশ কালে
 প্রপেদিবে প্রাক্তন জয়বিক্রাঃ ॥ ৩০ ॥

অসম্ভূতং মণ্ডন-মঙ্গলেষু
 নাম বাখ্য্যং করণং মদস্ত ।
 কামস্ত পুষ্প-বাতিরিক্ত-মস্ত্রং
 বালাং পরং সাধ বয়ঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥

উন্নীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
 সূধ্যাংস্ত-ভিভিন্ন-মিবাবিন্দম্ ।
 বভূব তস্তা-শচতুরশ্শোভি
 বপুর্ বিভক্তং নব-যৌবনেন ॥ ৩২ ॥

অভ্রাতাঙ্গুষ্ঠ-নথ-প্রভাভির্
 নিক্কেপণাত্রাগ-মিবোদগিরন্তৌ ।
 আজহুতু-স্তচরণৌ পৃথিব্যাং
 স্থলারবিন্দ শ্রিয়ম ব্যবস্থাম্ ॥ ৩৩ ॥

স। রাজহংসৈ-রিব সন্নতানী
 গতেষু লীলাকিত-বিক্রমেষু ।
 বানীয়ত প্রতাপদেশ-লুকৈঃ
 রাদিং স্তভির্-নৃপুং শিঞ্জিতানি ॥ ৩৪ ॥

বৃন্তান্নপূর্বে চ ন চাতিদীর্ঘে
 জ্যেষ্ঠে শুভে স্ফটবতস্তদীয়ে ।
 শেষাক নির্ধান-বিধৌ বিধাতুর্
 লাবণ্য উৎপাত্ত ইবাস যত্নঃ ॥ ৩৫ ॥

শরতে যেমন হংস স্বতঃ গঙ্গা-গামী, আর
মহৌষধী যথা স্বাত্রে স্বতঃ জ্যোতিষতী
পূর্ব জন্মাজ্জিতা বিজ্ঞা বর্ষে স্বতঃক্ষুর্ভ ভাবে
শিক্ষা লাগি যবে রতা হইলা পার্কতী । ৩০ ॥

যৌবন আসিয়া তার রত্ন অলঙ্কার সম
অনায়াস-লব্ধ রূপে ভয়ে কলেবর ।
এই বয়ঃ সঙ্কল্পে হৃদয়ে মত্ততা আনে,
মর্শবিদ্ধ করে যথা অন্তের শর । ৩১ ॥

যৌবনের সমাগমে ত্রিভঙ্গ মাধুর্য্যে তার
বিকশিত হল দেহ অপূর্ব্ব শোভায়
যথা চিত্র করাঙ্কিত তুলিকার চিত্র কিম্বা
পদ্ম যাহা প্রস্ফুটিত স্বেদেয় আভায় । ৩২ ॥

চলিবার কালে তার মুহূ উত্তোলিত রক্ত
চরণের অঙ্গুলির শুভ্র নখ হ'তে
বিচ্ছুরিত হত যেন স্নেহমা মণ্ডিত আভা
সহস্র কমল যেন ফুটিত সে পথে । ৩৩ ॥

নূপুর শিঞ্জিত পদে তালে তালে ধীরে ধীরে
মরাল গমনে যবে চলিত পার্কতী
মনে হত রাজহংসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাশায়
দিত তারে আপনার ছন্দোময় গতি । ৩৪ ॥

সৌন্দর্য্য ভাণ্ডায় সব সম্পূর্ণ উজ্জার করি
বিধি গড়িলেন তার চারু ভজ্যায়
শেষাঙ্গ নির্দ্বন্দ্ব কালে রূপ সংগ্রহের লাগি
সৃষ্টিকর্তা পড়েছিল বিপাকে নিশ্চয় । ৩৫ ॥

নাগেন্দ্র-হস্তাঙ্ঘ্রি কর্কশত্ৰা-
 দেকাস্ত শৈত্যাং কদলী-বিশেষাঃ ।
 লক্কাপি লোকে পরিধাহিরূপং
 জাতাস্তদূর্বো-রূপমান-বাহাঃ ॥ ৩৬ ॥

এতাবতা নহুম্মেষ-শোভি
 কাঞ্চীণ্ডগস্থান-মনিম্দিতায়াঃ ।
 আরোপিতং যদ্ গিরিশেন পশ্চা-
 দনগ্ননারী-কমনীয়মকম্ম ॥ ৩৭ ॥

তস্তাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরঙ্গং
 বরাজ তস্মী নবরোম-রাজিঃ ।
 নীবীমতি ক্রম্য সিতেৎরস্ত
 তন্মৈথলামধ্য-মণেরিবাচ্চিঃ ॥ ৩৮ ॥

মধোন সা বেদি-বিলম্বমধ্যা
 বলিক্রয়ং চারু বভার বালা ।
 আরোহণার্থং নবযৌবনেন
 কামস্ত সোপানমিব প্রযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

অস্ত্রোত্ত-মুংগীড়য়ত্বং-পলাক্ষ্যাঃ
 স্তনদ্বয়ং পাতু তথা প্রবৃদ্ধম্ ।
 মধ্যে যথা শ্রাম-মুখস্ত তস্ত
 মৃণাল-স্বজ্ঞাস্তরম্-প্যালভ্যম্ ॥ ৪০ ॥

শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্যো
 বাহু তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ ।
 পরাজিতেনাপি ক্তৌ হরস্ত
 র্যৌ কর্ণপার্শৌ মকরকর্জেন ॥ ৪১ ॥

করি-শুও সহ কিম্বা কদমী তরুর সাথে
 ‘হৃদয়ীর উরুদয় তুলা’—বলে কেহ,
 কিন্তু শুও অমঙ্গল, রক্তা তরু হৃদীতল
 উমার উরুর সাথে নহে উপমেয় । ৩৬ ॥

কাঞ্চিগুণ স্থান তার তপস্যা অস্তেঙীছিল
 অগ্নাগ্ন নারীর পক্ষে ঈর্ষার কারণ
 এতাদৃশ মনোরম আছিল নিতম্ব যাহা—
 আদরে শঙ্কর অঙ্কে করিত ধারণ । ৩৭ ॥

উমার নাভির মূলে নবোদগত বোমরাঙ্গি
 প্রবেশি স্ফজন করে শোভা মনোহর
 মনে হয় মেখলার মধ্যস্থিত রত্নরাজি
 বিচ্ছুরিত করে জ্যোতি ভেদিয়া অধর । ৩৮ ॥

বেদী-মধ্য ভাগ সম ক্ষীণ তার কটি আর
 তিন অংশে হৃবিভক্ত নিম্ন অংশ স্থান
 মনে হয় কন্দর্পের উর্দ্ধে আরোহণ লাগি—
 সজ্জিয়াছে বিধি যেন তিনটি সোপান । ৩৯ ॥

পাণ্ডুবর্ণ কৃষ্ণবস্ত্র পীনোন্নত পয়োধর
 এমন বস্ত্রিত হল ঠেলি পরস্পরে
 মৃণালের সূত্র এক না পারিত প্রবেশিতে
 মনোরম সেই দুই স্তন অভ্যন্তরে । ৪০ ॥

শিরীর কুসুম জিনি উমার মৃণাল ভূজ
 অধিক কোমল আর নমনীয়তর
 তাইত মদন তার বাহুলতা দিয়া বাঁধে
 শরীরের সর্ব সর্ব অঙ্গের সজ্জালাল ।

কণ্ঠস্ত তস্তাঃ স্তন-বন্ধুৱস্ত

মুক্তাকলাপস্ত চ নিস্তলস্ত ।

অত্রোক্ত-শোভা-জননাদ্ বভূব

সাধারণো ভূষণ-ভূষা-ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

চক্ষুঃ পতা পদ্ম-গুণায় ভূক্তে

পদ্মাস্রিতা চাক্ষুসীমভিখ্যাম্ ।

উদামুখস্ত প্রতিপত্ত লোলা

দ্বিসংশয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৩ ॥

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি

শ্রামুক্তা-ফলং বা স্টুট-বিদ্রুমহম্ ।

ততোহহু কুৰ্যাদ্ বিশদস্ত তস্তা

স্তাত্রোষ্ঠ-পথ্যাস্তরুচঃ স্মিতস্ত ॥ ৪৪ ॥

স্বরেণ তস্তা-মমৃত ক্ষতেব

প্রজলিতায়া-মভিজাতি বাচি ।

অপান্ন-পুষ্ঠা প্রতিকূলশব্দা

শ্রোতু-বিতর্জ্জারিব তাড়্যমানা ॥ ৪৫ ॥

প্রবাত-নীলোৎপল—নির্কিশেষ

মধীর-বিশ্লেষিত-মায়তাক্ষা ।

তয়া, গৃহীতং হু যুগাকনাভা

স্ততো গৃহীতং হু যুগাকনাভা ॥ ৪৬ ॥

তস্তাঃ শলাকাঞ্জন-নিষ্মিতেব

কাস্তির্ অবো-দায়ত লেখয়ৌধা ।

তাং বীক্ষ্য লীলা চতুৰ্য্যামননঃ

অচাপ-সৌন্দর্য্য-মদং মুমোচ ॥ ৪৭ ॥

পীনোন্তনোন্নত তার বন্ধুর কণ্ঠেতে যবে
শোভিত বর্জুলাকার স্থল মুক্তাহার
কণ্ঠের সৌন্দর্য হার কিম্বা তার শোভা কণ্ঠ
সহজ ছিলনা কিন্তু ইহার বিচার । ॥ ৪২ ॥

নিশীথে চন্দের আর দিবসে পদ্মের শোভা
ধারণ করিত অঙ্গে রূপবতী রমা
উমার আনন খানি আশ্রয় করিয়া লভে
একত্রে শশাক আর পদ্মের সুষমা । ॥ ৪৩ ॥

নবপুত্রে পুষ্পরাজি অথবা বিজ্রমে মুক্তা
যেমন বিকীর্ণ করে সৌন্দর্যের রাশি
তেমনি ছড়িয়ে পড়ে উজ্জার আরক্তাধরে
অপরূপ সুধামাখা খেত শুভ্র হাসি । ॥ ৪৪ ॥

কোকিলার কুহুস্বর বাজিত কর্কশ কর্ণে
অসমঞ্জ তারে বীধা বীণা ধ্বনি যথা
মধুর ভাষিনী উমা মধুস্বরা কণ্ঠে যবে
বলিতেন মৃত মৃত মধু মাখা কথা । ॥ ৪৫ ॥

হিল্লোলিত পদ্মসম চকিত চপল দৃষ্টি
কার কাছে লভিলেন পর্কিত-নন্দিনী ।
দিয়াছে কি মুগী তারে চটুল নয়ন কিম্বা
উমার সদনে ইহা লভিলা হরিণী । ॥ ৪৬ ॥

শলাকার দ্বারা যেন অঙ্কিত অঙ্কন সয়—
জুগল ছিল তার আয়ত স্তম্বর
পুষ্পধনু চাপ নহে এত মনোহর তাই
ধনুর সৌন্দর্য গর্ব ত্যাজে পঞ্চসর । ॥ ৪৭ ॥

লজ্জা তিরস্চাং যদি চেতসি—

শ্রাদ্ধসংশয়ং পরিতরাজ-পুত্র্যাঃ ।

তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুযাব্

বাল-প্রিয়ত্বং শিথিলং চমধাঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্বোপমাত্রব্য-সমুচ্চয়েন

যথাপ্রদেশং বিনি বেশিতেন

সা নিম্নিতা বিশ্বসৃজা প্রযজ্ঞা

দেকস্থ-সৌন্দর্য্য-দিদক্ষয়েব । ॥ ৪৯ ॥

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ

কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমাপে ।

সমাদি দৈশৈক-বধুং ভবিত্রীং

প্রেম্ণা শরীরাক্ষি-হরাং হরন্ত ॥ ৫০ ॥

গুরুঃ প্রগলভেহপি বয়স্ত-তোহস্তা

স্থস্থৌ নিবৃত্তান্ত—বরাভিলাষঃ ।

ঋতে কুশার্গোন হি মন্ত্রপুত-

মহন্তি তেজাংস্ত-পরানি হবাম্ ! ॥ ৫১ ॥

অঘাচিতারং নহি দেবদেব-

মদ্রিঃ সূতাং গ্রাহয়িতুং শশাক ।

অভ্যর্থনা ভক্তভয়েন সাধুব্

মাধ্যস্ত্য-মিষ্টেহপ্য-বলম্বতেহর্থৈ ॥ ৫২ ॥

যদৈব পূর্বে জনেন শরীরং

সা দক্ষরোষাং-সুদতী সমজ্জ ।

তন্না প্রভৃত্যেব বিমুক্ত-সঙ্গঃ

পতিঃ পশুণাম-পরিগ্রহোহভূৎ । ॥ ৫৩ ॥

চামরী হরিনী বৃন্দ লুপ্ত দৃষ্টি বোধিবারে
চামর সদৃশ পুচ্ছ রাখে লুকাইত
যতপি থাকিত লজ্জা, হেরিয়া উমার কেশ
চামরের প্রীতি তারা অবশ্য ছাড়িত । ॥ ৪৮ ॥

মনে হয় বিধি যেন এক সঙ্গে একাধারে
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি ইচ্ছা দেখিবারে
জগতের যাবতীয় মনোরম উপাচারে
সাজাইল। পার্বতীর দেহ লতিকারে । ॥ ৪৯ ॥

একদা উমায়ে হেরি পিতৃ পাশে উপবিষ্টা
নারদ সর্ব্বত্রচারী কহিল। গিরিরে
এই কহা আপনার প্রেমের মাহাত্ম্য গুণে
মহেশের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবে অচিরে । ॥ ৫০ ॥

দেববির বাক্য শুনি বঃ ক্রম লভিলেও
না করিল গিরি তার পাত্রের সন্ধান
অধুদেহে মন্তপুতঃ হবিকে বিধেয় নহে
অন্ত কোন তেজোময় বস্তুতে প্রদান । ॥ ৫১ ॥

কিন্তু শৈলেশ্বর নাহি প্রকাশিল। মনোরথ
যাবৎ না পার্বতীয়ে চাহে ত্রিলোচন
পাছে প্রত্যাখ্যাত হয় সেই আশঙ্কায় সদা
মনঃ অভিলাষ গুপ্ত রাখে বিজ্ঞজন । ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্ব জন্মে যেই দিন দক্ষমুখে পতি নিন্দা
শুনি বিসর্জ্জিলা সতী প্রাণ বায়ু তার
সেই দিন হতে শত্ৰু ত্যজিয়া বাসনা সব
নাহি করিলেন দার পরিগ্রহ আর । ॥ ৫৩ ॥

স কৃত্তিবাসা-স্তপসে যতীয়া

গঙ্গা-প্রবাহোক্ষিত-দেবদারু ।

প্রস্থং হিমাতে র-মৃগনাভি-গন্ধ

কিঞ্চিৎ কণৎ-কিন্নর মধুবাস ॥ ৫৪ ॥

গণা নমেক-প্রসবাবতংসা

ভৃঙ্কৃত্যঃ স্পর্শ-বর্তীর্দধানাঃ

মনঃ শিলা-বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ

শৈলেন্নক্লেমু শিলাতলেমু ॥ ৫৫ ॥

তুষার সংঘাত-শিলাঃ খুরাগৈঃ

সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুদ্যান্ ।

দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ গবয়ৈরু-বিবিগৈ

রসোট-সিংহ-ধ্বনি-কল্পনাদ ॥ ৫৬ ॥

তজাগ্রি মাধায় সমিং-সমিদ্ধঃ

অমেব মৃত্যান্তর-মষ্টমৃতিঃ ।

স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং

কনাপি কামেন তপশ্চাচার ॥ ৫৭ ॥

অনঘামঘোণ তমদ্রিনাথঃ

অর্গৌকসা-মর্জিত-মর্চ্ছসিতা ।

আরাধনায়াশ্চ সখীসমেতাং

সমাদিদেশ প্রযতাং তনুজাম্ ॥ ৫৮ ॥

প্রতাখি-ভূতামপি তাং সমাধেঃ

শুশ্রুমণাং গিরিশো-হুম্মেনে ।

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে

যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ ৫৯ ॥

একদা যে কুস্তিবাস তপস্তার লাগি আসে
 স্রবধূনি কল্লোলিত হিমালয় চূড়ে
 যথা দেবদাকু কুঞ্জ কস্তুরী সৌরভে পূর্ণ
 আমোদিত কিরুরের সঙ্গীতের সুরে । ৫৪ ॥

অনুচরণ মেধা পুরাণের অবতংস—
 দোলাইত কর্ণে আর ভূজপত্র পরি
 অথবা স্রগন্ধ চূর্ণে শীতলিয়া দেহ, কাল
 কাটাট শিলাতলে আনন্দে বিচরি । ৫৫ ॥

শিলামম তুমারেতে ক্ষুরাগ্রে আঘাত হবে
 হানিত বৃষভ স্কন্ধ দোলাইয়া তাব
 গো-জাতাগ মুগদ্বারা সভয়ে হইয়া দৃষ্ট
 দূবে সিংহনাদ শুনি ছাড়িত হুঙ্কার । ৫৬ ॥

এইরূপ সান্নিদেশে স্বকীয় জ্যোতির সম
 প্রজ্জ্বলিত করি অগ্নি আপন মদনে
 সকল অভিষ্ট দাতা স্বয়ং বিদাতা শত্ৰু
 কোন বাঞ্ছা দিঙ্কি লাগি নিবিষ্ট সাধনে । ৫৭ ॥

দেব-পূজনীয় দেব আগত নিকটে তাই
 পাত্ত অর্থা দিয়া গিরি পুচ্ছিলেন তারে
 আরাধনা লাগি তার নিয়োজিলা মহীধর
 সখীদ্বয়সহ স্বীয় হৃহিতা উমারে । ৫৮ ॥

নারী নহে তপস্তার অনুকূল জানিয়াও
 আক্সা দিলা শিব তারে সেবা করিবারে
 চিত্ত বিকারের হেতু বোধিতে যে পারে সেই
 জিতেন্দ্রিয় নামে হয় খ্যাত এ সংসারে । ৫৯ ॥

অবচিত্ত বলি পুষ্পা বৈদিসম্মার্গদক্ষা।

নিয়মবিধিজ্ঞানং বর্হিষাক্ষোপনেজী ।

গিরিশমুপচার প্রত্যাহং সা স্নকেশী

নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্র পাদৈঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ

এরূপে স্কন্ধেশী উমা মহেশের পূজা লাগি—
 সাজাইত বেদী,—করি' কুসুম চয়ণ
 অভিষেক করি আর কুশাদি আহয়ি আন্তি
 হরনেত্র সুধা পানে করিত হরণ : ॥ ৬০ ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে
তারকেণ দিবোকসঃ ।
তুয়ানাহং পুরোধায়
ধাম স্বায়ত্ত্বং যযুঃ ॥ ১ ॥

তেষামাবিরভূদ্ ব্রহ্মা
পরিম্বান-মুখ-শ্রিয়াম্
সবসাং স্তম্ভ-পদ্মানাং
প্রাতঃ-দৌধিতি মানিব ॥ ২ ॥

অথ সর্বশ্চ দাতারঃ
তে সর্বো সর্বতোমুপম্ ।
বাগীশঃ বাগ্ভিরর্থ্যাভিঃ
প্রণিপত্যো-পতস্থিরে ॥ ৩ ॥

নমস্তিমূর্তয়ে তুভ্যং
প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাস্মিনে ।
গুণত্রয় বিভাগায়
পশ্চাদ্ ভেদম্-মুপেষুষে ॥ ৪ ॥

যদ মোঘ-মপ্যমস্ত
রুপ্তং বীজমস্ত ! তয়া ।
অতশ্চরাচরং বিশ্বং
প্রভবন্তস্ত গীয়সে ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় গর্গ

সে সময় অস্থর তারক
স্বর্গচ্যুত করে দেবগণে
নিবেদিতে মনোহুঃখ তাই
আসে তারা ব্রহ্মার মদনে । ১ ॥

বিধি যবে প্রফুল্ল বদনে
সূর্যাসম দিলেন দর্শন
সরসীর স্তম্ভ পদ্ম সম
উদ্ভাসিল তাদের আনন । ২ ॥

হেরি সর্কশক্তিমান ধাতা
একত্রিত হয়ে দেবদেব
প্রণমিয়া মাষ্টাঙ্গে বিধিরে
আরম্ভিল নিয়রূপ স্তব । ৩ ॥

নমামি হে ত্রিমূর্তি তোমারে
সৃষ্টি পূর্বে আত্মারূপে ছিলে
গুণত্রয় অমুসারে পিছে
আপনারে প্রকাশ করিলে । ৪ ॥

অজ তুমি কারণ সলিলে
যেই বীজ করিলে ক্লেষণ
মূল তাহা সকল সৃষ্টির—
তোমা হতে বিশ্বের সৃজন । ৫ ॥

তিস্ফিভিস্ব-মবস্থাভিষ্

মহিমান-মুদৌরয়ন্ ।

প্রলয়-স্থিতি-সর্গাণা-

মেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

স্ত্রী-পুংসাবান্ন-ভাগৌ তে

ভিন্নমূর্তেঃ সিস্কৃয়া ।

প্রসূতি ভাঙঃ সর্গস্ত

তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥

স্বকাল-পরিমাণেন

বাস্ত রাত্রিন্ দিবস্ত তে

যৌ তু স্বপ্রাববোধৌ তৌ

ভূতানাং প্রলয়োদয়ো ॥ ৮ ॥

জগদ্ যোনির-যোনিষুঃ

জগদন্তো নিরন্তকঃ ।

জগদাদি-রনাদিষুঃ

জগদীশো নিরীধরঃ ॥ ৯ ॥

আজ্ঞানমাজ্ঞনা বেৎসি

স্বজ্ঞানমাজ্ঞান-মাজ্ঞনা ।

আজ্ঞনা কৃতিনা চ

জ্ঞানান্নোব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥

ঋবঃ সংঘাতকঠিনঃ

স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুহুঃ ।

ব্যক্তো ব্যক্তে তরুচাসি

প্রাকামাং তে বিভূতিষু ॥ ১১ ॥

সৃষ্টি পূর্বে ছিলে তুমি দেব
 একাধারে ত্রিগুণাধিন্বর
 সৃষ্টি স্থিতি অথবা সংহার
 তোমাতেই করিত নির্ভর : ॥ ৬ ॥

প্রকাশিলে তব দেহ হতে
 পুরুষ ও প্রকৃতির সত্তা
 জগতের পিতামাতা তুমি
 তুমি সব সৃষ্টির নিয়ন্তা : ॥ ৭ ॥

ইচ্ছামত সময়ে তোমার
 হয় তব রাজি আর দিন
 জাগরণে সৃষ্টি কর আর—
 স্বপ্নে বিশ্ব প্রলয়ে বিলীন : ॥ ৮ ॥

জগতের আদি অন্ত তুমি—
 সংহারক অথবা রক্ষক
 নিজে তুমি অনাদি অনন্ত
 নিরীশ্বর নাহি নিয়ন্তক : ॥ ৯ ॥

তব সত্তা তোমার-ই জ্ঞাত
 অপরের কাছে তাহা গুপ্ত
 আপনারে স্বজিয়া আপনি
 আপনাতে হও অবলুপ্ত : ॥ ১০ ॥

কঠিন বা তরল তুমি-ই
 সূক্ষ্ম স্থূল তোমাতেই মানি
 লঘু গুরু ব্যক্ত ও অব্যক্ত
 তোমারই বিকৃতি তা জানি : ॥ ১১ ॥

উদঘাতঃ প্রণবো ঘাসাঃ
 ত্রায়ৈত্রিভি-রুদীরণম্ ।
 কর্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গ-
 স্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥

স্বাম্যমনন্তি প্রকৃতিঃ
 পুরুষার্থ-প্রবত্তিনীম্ ।
 তদ্বশিন-মুদানীনঃ
 স্বামেব পুরুষং বিহুঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বং পিতৃণামপি পিতা
 দেবানামপি দেবতা ।
 পরতোঽপি পরশ্চাসি—
 বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥

ত্বমেব হবাং হোতা চ
 ভোজ্যং ভোক্তা চ শাস্ততঃ ।
 বেদন্ত চ বেদিতা চাসি—
 ধাতা ধোয়ঞ্চ যৎ পরম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি তেভাঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা
 স্বার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ ।
 প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ
 প্রত্নাবাচ দিবোকসঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাণস্ত কবেন্তস্ত
 চতুর্মুখ-সমীরিতা ।
 প্রবত্তিরানী-চ্ছানানাঃ
 চরিতার্থা চতুষ্করী ॥ ১৭ ॥

প্রণবে যে বাক্যারম্ভ আর—
 ত্রি নিয়মে হয় উচ্চারিত
 যজ্ঞ যার প্রতিপাত্ত আর
 ফল স্বর্গ, তা তব প্রণীত । ১২ ॥

পুরুষার্থ প্রবর্তিনী তুমি
 সৃষ্টি-ধাত্রী তুমিই প্রকৃতি
 উদাসীন দ্রষ্টা হয়ে পুণঃ
 পুরুষের রূপে কর স্থিতি । ১৩ ॥

পিতা তুমি পিতৃ সকলের—
 পূজনীয় দেবের ঈশ্বর
 স্রষ্টারও সৃষ্টি কর্তা তুমি—
 শ্রেষ্ঠ হতে তুমি শ্রেষ্ঠতর । ১৪ ॥

তুমি হব্য যার তুমি হোতা
 তুমি ভোজ্য, ভোক্তাও তাহার
 তুমি জ্ঞেয়-তুমিই তা জগত
 তুমি ধোয় ধাতাও আবার । ১৫ ॥

শুনি শ্রুতি মনোমুগ্ধকর
 অমরের স্তব স্তুতি গাথা
 স্নেহ পূর্ণ চক্ষু ছুটি মেলি
 দেবগণে কহিলেন ধাতা । ১৬ ॥

বাঙ্করূপী দেবতা যে বাক্য
 চতুর্বিধ অবয়ব ধারী
 আদি কবি সার্থক করিলা—
 তারে চারি মুখেতে উচ্চারি । ১৭ ॥

স্বাগতং স্বানধীকারান্
 প্রভাবৈরবলম্বা বঃ ।
 যুগপদ্ যুগবাহুভাঃ
 প্রাপ্তেভাঃ প্রাজ্ঞাবিক্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

কিমিদং ছান্দিমাস্ত্রীয়াং
 ন বিভ্রতি যথা পুরা ।
 হিমক্লিষ্ট-প্রকাশানি
 জ্যোতীংষীৰ মুখানি বঃ ॥ ১৯ ॥

প্রশমা-দর্চিষামেত
 দগ্ধদগীর্ণ-স্বরাযুধম্ ।
 বরুণশ্চ হস্তঃ কুলিশঃ
 কুণ্ঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

কিঞ্চায়মরি-তুর্ক্যাবঃ
 পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ ।
 মল্লৈগ হতবীৰ্য্যশ্চ
 ফণিনৌ দৈন্ত্যমাত্রিতঃ ॥ ২১ ॥

কুবেরশ্চ মনঃশলাঃ
 শংসতীব পরাভবম্ ।
 অপবিদ্ধ-গদো বাহুর্
 ভগ্নশাখ ইব ক্রমঃ ॥ ২২ ॥

যমোহপি বিলিখন্ ভূমিঃ
 দণ্ডেনাস্ত-মিতত্বিষা ।
 কুরুতেহস্মিন্ন-মোঘেহপি
 নিক্ষাণালাত-লাঘবম্ ॥ ২৩ ॥

স্বাগত হে দেববৃন্দ সবে
 স্বীয় ভূজবলে বলীয়ান
 রক্ষিবারে তোমরা সমর্থ
 আপনাব অধিকার মান । ১৮ ॥

কিস্ত কেন আজি তব মুগ
 নহে দীপ্ত পূর্বের সমান
 কুয়াসায় আচ্ছাদিত যথা
 নক্ষত্রের সম অতি ম্লান । ১৯ ॥

বজ্র-হস্তা শূণ দেবেজের
 বজ্র কেন আজি প্রভাহীন
 অন্ধ তার বজ্র অশানিত
 তেজোরশি হয়েছে বিলীন । ২০ ॥

বক্রণের দীপ্ত দূত পাশ
 যাহা ছিল হৃৎসহ অবিদ
 আজি তাহা মলিন শ্রীহীন
 মস্ত্রে যথা ফণী নম্রশির । ২১ ॥

ভগ্নশাখ বনস্পতিসম
 গদা শূণ্য কুবের ধীমান
 স্পষ্টতঃই পরাভব হেতু
 মন তার সদা স্তিমিত । ২২ ॥

যমদণ্ড যা ছিল অজ্ঞেয়
 নির্দোষিত অজ্ঞাবের যত
 অধোমুখে ধর্ম তার দ্বারা
 ভূমিতলে বিলিখনে রত । ২৩ ॥

ଅମୀ ଚ କଥମାଦିତ୍ୟାଃ

ପ୍ରତାପ-କ୍ଷତି-ଶୀତଳାଃ ।

ଚିତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥା ଈବ ଗତାଃ

ପ୍ରକା-ମାଲୋକନୀୟତାମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ପଥ୍ୟାକୁଳ-ସ୍ଥାନରୂପତାଃ

ବେଗଭଙ୍ଗୋ-ହୁମୁମୀୟତେ

ଅନ୍ତସାମୋଷ-ସଂରୋଧଃ

ପ୍ରତୀପ-ଗମନାଦିବ ॥ ୨୬ ॥

ଆବର୍ଜିତ-ଜଟା-ମୌଳି-

ବିଲମ୍ବି-ଶଶି-କୋଟୟଃ ।

ରୁଦ୍ରାଣାମପି ମୂର୍ଦ୍ଧନାଃ

କ୍ଷତ-ହ୍ରଦ୍ବାର-ଶଂସିନଃ ॥ ୨୭ ॥

ଜରୁପ୍ରତିଷ୍ଠାଃ ପ୍ରଥମଃ

ୟୁୟଂ କିଂ ବଳବନ୍ତଃ ।

ଅପବାଦେ-ବିବୋଧସର୍ଗାଃ

କୃତ-ବ୍ୟାସ୍ତବ୍ୟଃ ପଟ୍ଟଃ ॥ ୨୮ ॥

ତଦ ବ୍ରତ ବଂଶାଃ ! କିମିତଃ

ପ୍ରାର୍ଥଧ୍ବଂ ସମାଗତାଃ ।

ମୟି ଅଞ୍ଜିହି ଲୋକାନାଃ

ବକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ-ବନ୍ଧିତା ॥ ୨୯ ॥

ତତୋ ମଳା ନିଲୋଦ୍ଧୂତ

କମଳାକର-ଶୋଭିନା ।

ଶୁକ୍ରଂ ନେତ୍ରସହସ୍ରେଣ

ନୋଦୟାମାସ ବାସବଃ ॥ ୩୦ ॥

মহাতেজা আদিত্যগণের
 তেজোময় দীপ্তি নাই আর
 শীতলিছে জ্যোতি তাই তারা
 চিত্রবৎ দৃষ্ট সবাকার । ২৪ ॥

বাধা প্রাপ্তে বহে বিপরীত
 সিদ্ধুগামী শ্রোত যেই মত
 সেইরূপ বিপর্যাস্ত বায়ু
 প্রতিবন্ধে ভ্রমে ইতঃস্তত । ২৫ ॥

দোলাইত চন্দ্রকলা সহ
 লয়ে অবিনশ্ত জটাভার
 প্রভাহীন রক্তগগন আজ
 নাহি আর প্রলয় ছকার । ২৬ ॥

এ যাবৎ স্বপনে আসীন
 ছিলে পূর্ণ অধিকার সহ
 কি অমোঘ অনিবাধ্য শক্তি
 অধিকার খর্ব্বেরে তহু কহ । ২৭ ॥

কি প্রার্থনা লয়ে পুত্রগণ
 আসিয়াছ আমার গোচরে
 বিশ্ব সৃষ্টি মম কার্য্য বটে
 সুরক্ষার ভার তব পরে । ২৮ ॥

শুনি ইন্দ্র ইজিতে চাহিল।
 গুরু প্রতি সহস্র নয়নে
 ছিন্নোলিত হল যেন পদ্ম
 মহিম্মন্দ বায়ু পরশনে । ২৯ ॥

স যিনেত্রং হরেশ্চক্ৰঃ

সহস্র-নয়নাধিকম্ ।

বাচস্পতি-রুবাচেনং

প্রাঞ্জলিব-জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥

এবং যদাথ ভগবন্

নাম্রষ্টং নঃ পঠৈঃ পদম্ ।

প্রত্যেকং বিনি-যুক্তান্না

কথং ন জ্ঞাস্তসি প্রভো ॥ ৩১ ॥

ভবল্লক-বরোদীর্ঘ

স্তারকাথো মহাত্মবঃ !

উপপ্রবায় লোকানাং

ধুমকেতু-রিবোধিতঃ ॥ ৩২ ॥

পুরে ভাবন্তমেবাস্ত

তনোতি রবিয়াতপম্ ।

দীক্ষিকা-কমলোন্মেধে:

যাবন্নাত্রেণ সাধাতে ॥ ৩৩ ॥

সর্কষাভিঃ সর্কষা চন্দ্র-

স্ত্রং কলাভি-নিষেবতে ।

নামন্তে কেবলাং লেখাং

হর চুড়ামণী-কৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥

বাবরুজ-গতিকৃত্যানে

কুসুম-স্তেয়-সাধনসাং ।

ন বাতি বায়ুস্তং-পার্শ্বে

তালবস্তা-নিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥

সহস্রাক্ষ হতে দূরদর্শী
 দুই নেত্রযুক্ত বাচস্পতি ।
 নিবেদিল প্রাঞ্জল ভাষায়
 পিতামহে করিয়া প্রণতি । ৩০ ॥

সত্য বটে তোমার বচন
 অধিকার আজি অপহৃত
 সকলের অন্তর্যামী প্রভু
 সে কথা কি তব অবিরচিত । ৩১ ॥

নৈত্যপতি ছরন্ত তারক
 তববরে হয়ে শক্তিদধর
 ধূমকেতু সম আবিভিষা
 আতঙ্কিছে বিশ্ব চরাচর । ৩২ ॥

ভীত সূর্য্য অন্তরের পুরে
 নাহি বধে উত্তপ্ত কিরণ
 প্রস্ফুটিত দিঘাকার পদ্ম
 বিকীরয় যাহা প্রয়োজন । ৩৩ ॥

শঙ্করের শিরঃ কলা বাদে
 পূর্ণরূপ ধরি শশধর
 অন্তরের বিনোদন লাগি
 থাকে তার পুরে নিবস্তর । ৩৪ ॥

পাছে পুষ্প হয় বৃন্তচ্যুত
 তাই ধীরে বহিছে সমীর
 যতটুকু লাগে ভালপড়ে
 অন্তরের জুড়াতে শরীর । ৩৫ ॥

ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ସେବାୟ-ସଂସ୍ତରା

ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡାର-ତଂପରା: ।

ଉଦ୍ଧାନପାଳ-ସାମାନ୍ତ-

ସ୍ୱତବନ୍ତ-ସ୍ୱପାମତେ ॥ ୬୬ ॥

ତତ୍ତ୍ୱୋପାୟନ-ସୋପାୟନ

ବଦ୍ଧାନି ମରିତାଂ ପତି:

କଥମପ୍ୟାସ୍ତମା-ମନ୍ତ୍ରଣ

ନିମ୍ନାନ୍ତେ: ପ୍ରତୀକ୍ଷିତେ ॥ ୭୧ ॥

ଜ୍ଞାନଗଣି ଶିଖାଶ୍ଚେନଂ

ବାହୁକି-ପ୍ରମୁଖା ନିମ୍ନା ।

ସ୍ଥିର ପ୍ରଦୀପ-ତାମେତା

ଭୂତଜ୍ଞା: ପଞ୍ଚାପାମତେ ॥ ୭୮ ॥

ତଂ-କୃତାନ୍ତଗ୍ରହା-ପେକ୍ଷୀ

ତଂ ମୁହୁର୍ବଦ୍ଧ-ହାରିତେ: ।

ଅଭ୍ୟୁଦୟ-ତୌଲ୍ୟୋପି

କରଞ୍ଜୟ-ବିଭୂଷଣେ: ॥ ୭୯ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଧ୍ୟାଧ୍ୟାମାନୋହପି

କ୍ରିମ୍ନାତି ଭୁବନଞ୍ଜୟମ୍ ।

ଶାୟୋଂ ପ୍ରତାପକାରନ

ନୋପକାରେନ ଉର୍ଜନ: ॥ ୮୦ ॥

ତେନାମର-ବଧୁ-ହତେ:

ମନ୍ଦସାନ୍ତନ-ପରବା: ।

ଅଭିଜ୍ଞାଶ୍ଚେନ-ପାତାନାଂ

କ୍ରିୟନ୍ତେ ନନ୍ଦନଞ୍ଜୟା: ॥ ୮୧ ॥

মালাকার বিচিত্র কুসুম
তোষে যথা প্রভুরে তাহার
ছয় ঋতু একত্রে সেকুপ
রচে নানা ফুলের সম্ভার । ৩৬ ॥

বহু রত্ন মধ্যে যে রত্নটি
অম্বরের ধোয়া উপহার
দানবেরে তুষ্কিতে তছারা
প্রতীক্ষায় থাকে পাণ্ডাবার । ৩৭ ॥

বাসুকী ও অম্বসব নাগ
স্ব স্ব কণা রাখি উচ্চ করি
মণি দ্বারা আলোদান করে
দীপ সম সারা রাত্রি ধরি । ৩৮ ॥

কল্লতরু হতে তুলি পুষ্প
অম্বগ্রহ লভিবার তরে
দেববাজ প্রেরণ নিয়ত
দূত হস্তে অম্বরের করে । ৩৯ ॥

কিন্তু এত সেবা করিয়াও
নাহি পাই দানবের মন
ত্রিজগৎ নিপীড়ণে দহে
এতই সে পাষণ্ড দুৰ্জ্জন । ৪০ ॥

মৃদু কসম্পর্শে স্বববধু
বিকচয় তরুণ পল্লব
কিন্তু দৈত্য নন্দন বনের
ভাঙি দেয় শাখা পত্র লব । ৪১ ॥

ବୀଜାତେ ନ ହି ସଂସ୍ପୃତଃ

ନ୍ୟାସ-ନାଧାରଣାନିଳେ:

ଚାମରୈଃ ସ୍ତବନ୍ଦୀନାଂ

ବାମ୍ପ-ଲୀକର-ବର୍ଷିଭିଃ ॥ ୫୨ ॥

ଓଂପାଟ୍ୟ ମେଋଶ୍ମଜାଗି

ନ୍ୟୁନ୍ୟାନି ହରିତାଂ ଥୂରୈଃ ।

ଆକ୍ରୀଡ଼-ପର୍ବତାଶ୍ଚେନ

କଲ୍ପିତାଃ ସ୍ତେଷୁ ବେଶ୍ମାନ୍ତ ॥ ୫୩ ॥

ଯନ୍ଦାକିତ୍ରାଃ ପୟଃ ଶେଷଂ

ନିଦ୍ଧାରଣ-ଯନ୍ଦାବିଳମ୍ ।

ହେମାଞ୍ଚୋକ୍ତ-ଅନ୍ତାନାଂ

ତଦ୍ଦାପ୍ୟୋଧାମ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ॥ ୫୪ ॥

ଭୂବନାଲୋକନଖ୍ରୀତିଃ

ଅଗ୍ନିଭିର-ନାମ୍ନଭୃତେ ।

ଧିଲୀଭୂତେ ବିମାନାନାଂ

ତଦାପାତ-ଭୟାଂ ପଥି ॥ ୫୫ ॥

ସଞ୍ଜାତଃ ସଞ୍ଜାତ ହବାଂ

ବିତତେଷ୍ଠ-ସ୍ଵରେଷୁ ନଃ ।

ଜାତବେଦୋ-ମୁଖାନ୍ୟାୟୀ

ମିଷତା-ଯାଚ୍ଛିନନ୍ତି ନଃ ॥ ୫୬ ॥

ଓଠେକ୍ଠେକ୍ଠେ-ଅବାଶ୍ଚେନ

ହୟବତ୍ସମହାରି ଚ !

ଦେହବଜ୍ର-ମିବେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ

ଚିତ୍ର କାଳାବୁ-ଜିତଂ ବଶଃ ॥ ୫୭ ॥

বন্দিনীরা ঘুমন্ত অস্থরে
 সেবে যবে কোমল বাঞ্ছনে
 গুণ হ'তে অশ্রু নামি হাতে
 ঝ'রে পড়ে চামর দোলনে । ৪২ ॥

অতি উচ্চ মেরু শৃঙ্গ যাহা
 মার্ত্তণ্ডের অশ্ব খুর-স্পৃষ্ট
 দানব তা ভাঙি বাহুবলে
 রমোত্তানে করে সন্নিবিষ্ট । ৪৩ ॥

মন্দাকিনী আবিল সুরায়
 নাহি তাহে স্বর্ণপদ্ম আর
 দৈত্য তাহা সমূলে উপারি
 আরোপিছে সরোবরে তার । ৪৪ ॥

রুদ্ধ আজি আকাশের পথ
 তার ভয়ে চলাচল নাই
 মর্ত্তালোক দর্শনের স্তখে
 প্রবিকিত দেবগণ তাই । ৪৫ ॥

একমাত্র আহায্য মোদের
 যজ্ঞানলে আহত যে হবি
 দেবতার ছদ্মবেশ ধরি
 ছুরাঙ্গা তা কাড়ি লয় সবি । ৪৬ ॥

দেহধারী যশের প্রতীক
 দেবেশ্বের উট্টৈঃশ্রবা হয়
 যে অপূর্ব অশ্বেরে সবলে
 হরিয়াছে দৈত্য দূরাশয় । ৪৭ ॥

তস্মিন্মুপায়াঃ সৰ্ব্বৈ নঃ

ক্ৰূরে প্রতিহত-ক্রিয়াঃ ।

বীৰ্য্যবন্ত্যোধধা-নীৰ

বিকায়ে সান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥

জয়াশা ধত্ব চান্মাকঃ

প্রতিঘাতোখিতাচিষা ।

হরিচক্রেণ তেনাস্ত

কণ্ঠে নিক-মিবাণিতম্ ॥ ৪৯ ॥

তদীয়াস্তোয়-দেষত

পুঙ্করাবর্তকাদিসু ।

অভ্যস্তত্তি তটাসাতঃ

নিভিত্তৈরাবতা গজাঃ ॥ ৫০ ॥

তন্নিচ্ছামো বিভো ! শ্রষ্টুং

সেনাগ্নং তস্ত শাস্তয়ে ।

কৰ্ম্মবদ্ধচ্ছিদং ধৰ্ম্মং

ভবন্তেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥

গোপ্তারং স্বরসৈহান্যঃ

যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিঃ ।

প্রত্যানেহ্যতি শক্রভ্যো

বন্দীমিব জয়প্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥

বচস্ত-বসিতে তস্মিন্

সসৰ্জ গিরমাস্তভূঃ ।

পৰ্জিতানস্তরাং বৃষ্টিং

সৌভাগ্যেন জিগায় স্য ॥ ৫৩ ॥

বহু বস্তু করেছিছ মোরা
 অস্বরকে জ্ঞান করিবারে
 বার্থ হল, ঐষধ যেমন
 বার্থ সান্নিপাতিক বিকারে । ৪৮ ॥

শেষ আশা শ্রীহরির চক্রে
 কষ্ট স্পর্শ করিয়া তাহার
 প্রতিঘাতে অগ্নি উদ্দিগরিয়া
 শোভে যেন অগ্নিময় হার । ৪৯ ॥

দেবেশ্বরের গজ ঐরাবতে
 পৰ্য্যদন্তি তার গজরাঙ্গি
 আবর্তক পুঙ্খাদি নীরে
 দস্তাঘাতে নিপীড়িছে আজি । ৫০ ॥

যথা ধর্ম আচরে মৃমুকু
 কর্ম ভোগ এড়াবার আশে
 সেইরূপ তার শাস্তি লাগি
 সেনাপতি মাগি তব পাশে । ৫১ ॥

চাই মোরা হেন সৈন্তাধক্ষ
 জিনিবে যে ছুট অরাতিরে
 পুরো ভাগে রাখি ঘারে ইন্দ্র
 উদ্ধারিবে বন্দী জয়শ্রীয়ে । ৫২ ॥

শেষ হলে বচন তাহার
 মিষ্ট ভাষে কহে পদ্মযোনী
 মিষ্ট যথা গর্জনের অন্তে
 বর্ষণের স্তম্ভধর ধনি । ৫৩ ॥

ନିମ୍ନାଂଶୁତେ ବଃ କାମୋହୟଃ
 କାଳଃ କଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ୟତାମ୍ ।
 ନ ହସ୍ତ ମିକ୍ଷୋ ଯାନ୍ତାମି
 ମର୍ଗସ୍ୟାପାରମାହ୍ନନା ॥ ୫୫ ॥

ହିତଃ ମ ଦୈତାଃ ପ୍ରାପ୍ତଶ୍ରିୟ-
 ନେତ ଏବାରହତି କ୍ଷୟମ୍ ।
 ବିଷବ୍ରହ୍ମୋହିମ୍ ସଂବର୍ଦ୍ଧା
 ଅୟଂ ହେତୁଃ ସମାନ୍ତ୍ରୀତମ୍ ॥ ୫୬ ॥

ବୃତଂ ତେନେନମେବ ପ୍ରାକ-
 ଯୟା ଚାତ୍ମେ ପ୍ରତିକ୍ରୀତମ୍ ।
 ବରେଣ ଶମିତଂ ଲୋକ-
 ନଳଂ ଦଃଢ଼ଂ ତ୍ରି ତତ୍ତପଃ ॥ ୫୭ ॥

ସଂଯୁଗେ ମାଂସ୍ୟୁଗୀନଃ
 ତୟୁଗାହଂ ପ୍ରମହେତ କଃ ।
 ଅଂଶାଦୃତେ ନିଷିକ୍ତଂ
 ନୀଳ-ଲୋହିତ-ବେତସଃ ॥ ୫୮ ॥

ମ ହି ଦେବଃ ପରଂ ଜ୍ୟୋତି
 କ୍ରତୁଃ-ପାରେ ବାସନ୍ତିତମ୍ ।
 ପରିଚ୍ଛିନ୍ନପ୍ରଭାବଦ୍ବିଷ୍
 ନ ଯୟା ନ ଚ ବିଷ୍ଣୁ ନା ॥ ୫୯ ॥

ଉମାରୂପେନ ତେ ଯୁୟଂ
 ସଂସମ-ସ୍ତମିତଂ ମନଃ ।
 ଅଶୋଧିତ-ଧୂମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ-
 ମୟଙ୍କାଞ୍ଜେନ ଲୋହବଂ ॥ ୬୦ ॥

অভিলাষ পূর্ণ হবে তব
কিন্তু কিছু প্রতীক্ষার পরে
নিজে আমি কিছু না করিব
সেনাপতি নিয়োগের তরে ।। ৫৪ ।।

সেই দৈত্য মম বর পুষ্ট
তাই তারে না পারি নাশিতে
বিষবৃক্ষ জানিয়াও কভু
বপ্তা তারে পারেনা কাটিতে ।। ৫৫ ।।

দেবেরও অবধ্য হইবে
হেন বর দিয়াছিছ ত্বারে
শুধু তার তপঃ তেজ হতে
ত্রি জগৎ রক্ষা করিবারে ।। ৫৬ ।।

সে প্রচণ্ড দৈত্যরাজ যবে
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় অবতীর্ণ
বিমুখিতে কে পারিবে তারে
নীলকণ্ঠ অংশ-জাত ভিন্ন ! ।। ৫৭ ।।

সেই দেব তমোগুণাতীত
পরমাত্মা পরম আধার
নারায়ণ কিম্বা আমি নিজে
নাহি জানি মহাত্মা তাহার ।। ৫৮ ।।

কর যাতে সংঘর্ষে শত্ৰুর
উমা প্রতি বাড়ে আকর্ষণ
অয়কান্ত রতনের প্রতি
লৌহ হয় আকৃষ্ট যেমন ।। ৫৯ ।।

উভে এব ক্ষমে বোঢ়ু
 মুজয়োবীজ-মাহিতম্ ।
 সা বা শম্ভো-সুদীয়। বা
 মূর্ত্তি-জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥

তস্তান্না শিতিকঠঙ্গ
 সৈন্যপত্যমুপেত্য বঃ ।
 মোক্ষাতে স্বরবন্দীনঃ
 বেণীব-বীৰ্য্য-বিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি ব্যাহত্যা বিবুধান্
 বিশ্বযোনিপ্তরোনধে ।
 মনস্তাহিত-কর্তব্যঃ-
 স্তোত্রপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥

তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্প
 মগমং পাকশাসনঃ ।
 মনসা কাৰ্ধা সংসিদ্ধি-
 ত্বরা দ্বিগুণ-বংশসা ॥ ৬৩ ॥

অথ স ললিত-যোষিদ্-
 ক্রলতা-চারুশৃঙ্গঃ
 রতিবলয় পদাঙ্কে
 চাপমাল্য্য কণ্ঠে ।
 সহচর-মধু-হস্ত-
 গ্রন্থ-চূতাঙ্কুরাঙ্গঃ
 শতমধ-মুপতঙ্গে
 প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধরা ॥ ৬৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

মহেশের আর মম তেজ
 রাখে শক্তি গর্ভে ধারণের
 যথাক্রমে পার্শ্বতী এবং
 জলময়ী মৃত্তি শরীরের । ৬০ ..

পুত্ররূপে শিতিকণ্ঠ আশ্রয়
 সৈন্তাপত্য গ্রহণ করিয়া
 উদ্ধারিবে স্বর নারী বৃন্দে
 আপনার বীৰ্য্য প্রকাশিয়া । ৬১ ॥

এইরূপ উপদেশ দিয়া
 বিশ্বযোনী করে অন্তর্ধান
 মনে মনে কর্তব্য বিচারি
 দেবেরাও স্বর্গে চলে যান । ৬২ ॥

কন্দর্পকে যোগ্য মনে করি
 আকর্ষিতে মহেশের মন
 দুই গুণ বেগে অতঃপর
 হৈন্দু তারে করিল। স্মরণ । ৬৩ ॥

মনে কর। মাত্র কামদেব
 পৌছিলেন তথায় আসিয়া
 প্রিয়তমা রতির হাতের
 বলয়ের চিহ্ন কণ্ঠে নিয়া ।
 ক্র লতার সম পুষ্পধনু
 ছলছিল তাহার গলাতে
 ফুলশর আত্মের মুকুল
 ছিল সাধী বসন্তের হাতে । ৬৪ ॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয়: সর্গ:

তস্মিন মঘোন-জিহদশান্ বিহায়
সহস্রমক্কাং যুগপৎ পপাত ।
প্রয়োজনা পৈক্ষিতয়া প্রভুণাং
প্রায়শ্চলং গৌরব-মাশ্রিতেষু ॥ ১ ॥

স বাসবেনাসন সন্নিহুত
মিতো নিষীদেতি বিসৃষ্ট ভূমিঃ ।
ভর্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য যুগ্মা
বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্ ॥ ২ ॥

আজ্ঞাপায় জ্ঞাতবিশেষ ! পুংসাং
লোকেষু যত্তে করণীয় মস্তি ।
অনুগ্রহং সংস্রবণ প্রবৃত্ত
মিচ্ছামি সংবদ্ধিত-মাজ্ঞয়া তে ॥ ৩ ॥

কেনাভ্যসুয়া পদকাঙ্ক্ষিণা তে
নিতান্ত দীর্ঘৈর্জ-নিতা তপোভিঃ ।
ষাবদ্ ভবত্যাহিত-সায়কশ্চ
মৎ কামূর্কশ্চাস্ত নিদেশবন্তৌ ॥ ৪ ॥

অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গঃ
পুনর্ ভবক্লেশ-ভয়াং প্রপন্নঃ ।
বদ্ধশ্চিবং তিষ্ঠতু স্মররীণা
মারচিত জ—চতুর্দৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫ ॥

তৃতীয় সর্গ

কন্দর্পের আগমনে সন্নেহ দৃষ্টিতে ইস্র
দেখে তারে যুগপৎ সহস্র নয়নে
আশ্রিত জনের প্রতি প্রভুর আদর যত্ন
ইতর বিশেষ হয় কভু প্রয়োজনে । ১ ॥

সিংহাসন সন্নিহিত ডাকি তাহে দেবরাজ
কহিলেন, 'এইখানে বস মোর পাশে'
প্রভুর প্রসাদ যেন হইল দুপ্পাচা সম
কহে যে বিনীত ভাবে মুহু মুহু ভাষে । ২ ॥

জ্ঞাত তুমি সকলের শক্তি ও সামর্থ্য সব
তাই তব আমন্ত্রণে আমি ভাগ্যবান
এবে আঞ্জা কর আমারে নিকাহ করিতে কাঁধা
যাহাতে সার্থক হয় এ মম সম্মান । ৩ ॥

আবার কি কেহ তব ঈর্ষার করেছে সৃষ্টি
তপস্তা করিগা কাড়ি নিতে স্বর্গধাম ?
এ ধনুর প্রভাবে সে নির্দেশ মানিবে মম
শুধু একবার মাত্র বল তার নাম । ৪ ॥

পুনর্জন্ম ক্লেশ ভয়ে হয়েছে তপস্তাময়
কেবা সেই মুক্তিকামী অবাহিত জন
সুন্দরীর কটাক্ষে ও ক্রলতার কম্পনে সে
সংসারে আবদ্ধ হবে ত্যাগিনী লাধন । ৫ ॥

অধ্যাপিতস্তো-শনমাপি নীতিং
 প্রযুক্তরাগ-প্রাণধিবৃ-দ্বিস্তে ।
 কস্তার্থ ধন্যো বদ পীড়য়ামি
 সিদ্ধোন্তটী-বোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৬ ॥

কামেক পত্নী-ব্রত-দুঃখশীলাং
 লোলং মনস্চারু তয়া প্রবিষ্টাম্ ।
 নিতম্বিনী-মিচ্ছসি যুক্ত-লজ্জাং
 কঠে স্ময়ং গ্রাহ-নিযুক্ত-বাহম্ ॥ ৭ ॥

কয়সি কামিন্ ! স্তবতাপরাধাং
 পাদানতঃ কোপনয়াবধৃতঃ ।
 তস্তাঃ করিষ্যামি দৃঢ়াশ্রুতাপং
 প্রবাল-শযা-শরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥

প্রসাদ বিপ্রাম্যতু বীর ! বজ্রং
 শরৈব-মদীয়েঃ কতমঃ সুর্য্যিঃ ।
 বিভেভু মোঘী-কৃত বাহু বীয়াঃ
 স্ত্রানোহপি কোপ-ক্ষুরিতাধরাভাঃ ॥ ৯ ॥

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ধোহপি
 সহায় মে কং মধুমেব লব্ধা
 কুখ্যাং হরস্তাপি পিনাকপাণেব
 দৈবচ্যুতিং কে মম ধম্বিনোহন্তে ॥ ১০ ॥

অথোরু দেশাদবতায় পাদ
 মাক্রান্তি-সম্ভাবিত পাদপীঠম্ ।
 সংকল্পিতার্থে বিরতাস্থশক্তি
 মাথগুলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥

ভ্রূচাচাষ হতে যেবা নীতি জ্ঞান লাভ করি
 মায়াজাল মুক্ত বলে করে অহংকার,
 অমুরাগ ত্যাগি করি ভাস্কর সাধন ধর্ম
 যেমন বর্ষায় নদী ভাঙ্গে তট তার । ৬ ॥

পতিব্রতা কোন নারী দেহের লাবণ্য গুণে
 যদি বিচলিয়া থাকে কতু তব হিয়া
 আগনি সে নিতম্বিনী বিসর্জন দিয়া লজ্জা
 জড়াইবে কণ্ঠ তব বাহুলতা দিয়া । ৭ ॥

স্বরত ক্রিয়ার কালে কোন অপরাধ হেতু
 যদি কোন নারী হয় কষ্ট তব পরে
 অনুতাপ বাণে তার ঘটার এমন দশা
 পল্লব শযায় শুয়ে জ্বলিবে অন্তরে । ৮ ॥

হে বীর, প্রার্থনা মোর, বস্ত্রকে বিশ্রাম দাও
 কে আছে অস্তর তেন, মম পুষ্পশয্যে
 হত বীণা হয়ে যেবা ডরিবেন। এমন কি
 ব্রহ্মরীর রোষযুক্ত কল্পিত অধরে । ৯ ॥

কি কব অধিক আর, হলেও বা পুষ্পধনু
 ঋতুরাজ হয় যদি মম সহচর
 তব বরে বিচলিতে পারি পিনাকীর চিত্ত
 নাহি গণ্য করি আমি অস্ত্র ধনুর্ধর । ১০ ॥

ইহা শুনি উরু হতে নামায়ে চরণ এক
 রাখি রত্ন পাদপীঠে সার্থকিলা তায়ে
 হরিতে হরের চিত্ত কন্দর্প সমর্থ জানি
 অনন্দিত হয়ে ইঙ্গ কছিল। তাহারে । ১১ ॥

সর্বং সখে ! তাযা-পপন্নমেত-
 তুভে মমাত্তে কুলিশং ভবাংস্ ।
 বজ্রং তপোবীৰ্য্য-মহৎসু কুষ্ঠং
 স্বং সৰ্বতোগামি চ সাধকক ॥ ১২ ॥

অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাঃ
 কার্ধো গুরুণ্যাস্ত্র-সমং নিয়োক্যো ।
 ব্যাদিশ্রুতে ভূধরতামবেক্ষ্য
 কৃষ্ণেন দোহোদ বহনায় শেষঃ ॥ ১৩ ॥

আশংসতা বাণগতিং রষাকৈ
 কার্ধ্যাং ত্রয়া নঃ প্রতিপন্ন কল্পম্ ।
 নিবোপ যজ্ঞাংশ-ভূজামিদানী
 মুচ্চৈব-দ্বিষা-বীপ্সিত-মেতদেব ॥ ১৪ ॥

অমৌ হি বীৰ্য্যপ্রভবং ভবন্ত
 জয়ায় সেনাগ্র-মুশস্তি দেবাঃ ।
 স চ স্বদেকেষু-নিপাত-সাধো
 ব্রহ্মাকভূব-ব্রহ্মণি যোজিতাস্মা ॥ ১৫ ॥

তস্মৈ হিমাশ্বেঃ প্রয়তাং তনুজাং
 যতাস্মনে যোচয়িতুং যতস্ব ।
 যোষিৎসু তর্জীয্য-নিষেকভূমিঃ
 সৈব ক্ষমেতাস্ম-ভূবোপদিষ্টম্ । ১৬ ॥

জ্যোত্ব-নিগোপাচ্চ নগেন্দ্র-কন্থা
 স্বাগুং তপস্তত্ত-মধিতাকার্য্যম্ ।
 অদ্যন্ত ইত্যপ্সরসং মুখেন্ত্যঃ
 'ঐতং ময়া মৎ-প্রাণিধিঃ স বর্গঃ । ১৭ ॥

যা বলিলে ষথার্থ তা সবই সম্ভব তব
 বজ্র আর তুমি এই দুই অস্ত্র মম
 কিন্তু বজ্র শক্তিহীন সাধু তপস্বীর কাছে
 তোমার সর্বত্র গতি, সর্ব কাষা-ক্ষম । ১২ ॥

আনি আমি শক্তি তব, তোমার উপরে তাই
 ইচ্ছি এক গুরুভার করিতে অর্পণ,
 একমাত্র শক্তিধর গেষনাগ—তাই বিষ্ণু
 নিয়োজিল তাতে বিশ্ব করিতে ধারণ । ১৩ ॥

রূপকে বিদ্ধিতে বাণে পার তুমি—এই বাকো
 বস্ত্রতঃ আমার কাষা করেছ স্বীকার,
 এবে শোন, শত্রু দ্বারা উতাক্ত ও নিপীড়িত
 যজ্ঞভাগী অমরের কি আছে বলার । ১৪ ॥

চায় এরা মহেশের ঔরষ হইতে জাত
 সেনাপতি এক, যুদ্ধে জয়লাভ তরে
 কিন্তু যে সমাধিমগ্ন ব্রহ্মে লীন যোগী শুধু
 কাম্য কন্মে লিপ্ত হতে পারে তব শরে । ১৫ ॥

কর তুমি সেই যত্ন যাতে সেই তপস্চারী
 অকুরক্ত হয় শুদ্ধা শৈলঙ্গার প্রতি
 বলেছেন স্বয়ম্ভুব, শিববীষা ধারণের
 শক্তি রাখে একমাত্র নারী যে পার্শ্বতী । ১৬ ॥

পিতার সম্মতি নিয়া পর্বত-নন্দিনী উমা
 শঙ্করের সেবা লাগি আছেন পর্বতে
 এ সংবাদ অবগত হয়েছি সম্ভ্রতি আমি
 মোর গুপ্তচর রূপী অঙ্গল হতে । ১৭ ॥

ତଦାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦୋ ବୁଦ୍ଧ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ
 ମର୍ଦ୍ଧୋଽୟ-ମର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର-ଭାବ୍ୟ ଏବ ।
 ଅପେକ୍ଷାତେ ପ୍ରତାୟ-ସୁକ୍ତମଂ ସ୍ବାଂ
 ବୀଜାକୃତ୍ ପ୍ରାଣୁଦୟାଦି-ବାନ୍ଧଃ ॥ ୧୮ ॥

ତସ୍ମିନ୍ ସୁଦାଣାଂ ବିଜୟାତ୍ମା ପାୟେ
 ତବୈବ ନାମାଦ୍ଭଗତିଃ କୃତୀ ସ୍ବମ୍ ।
 ଅପାପ୍ରାସିଦ୍ଧଂ ଯଶମେ ହି
 ପୁଂସା ମନଃସାଧାରଣ-ମେବ କର୍ମ ॥ ୧୯ ॥

ସ୍ତ୍ରୀଃ ସମଭାର୍ଗୟିତାର ଏତେ
 କାର୍ଯ୍ୟଂ ଶ୍ରମାଣାମପି ପିଠିପାନାମ୍ ।
 ଚାପେନ ତେ କର୍ମ ନ ଚାତିହିଂସ
 ମହୋବତାସି ସ୍ପୃହଣୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟଃ ॥ ୨୦ ॥

ସଂସ୍କୃତେ ମନ୍ଥ ! ମାହଚର୍ଯ୍ୟାଦୟା
 ବହୁଜ୍ଞୋଽପି ମହାୟ ଏବ ।
 ନୟୀରଣୋ ନୋଦୟିତା ଭବେତି
 ବାଦିଶ୍ରୁତେ କେନ ହତାଶନଞ୍ଚ ॥ ୨୧ ॥

ତଥେତି ଶେଷାୟିବ ଭର୍ତ୍ତୁରାଜ୍ଞା
 ମାଦାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦନଃ ପ୍ରତସ୍ତେ ।
 ଐରାବତାଞ୍ଚାଳନ-କର୍କଶେନ
 ହସ୍ତେନ ପଲ୍ଲର୍ଷ ତଦଞ୍ଜୟିତ୍ରଃ ॥ ୨୨ ॥

ନ ମାଧବେନାଭିଯତେନ ସଂଧ୍ୟା
 ଯତ୍ୟା ଚ ନାଶକ-ସହପ୍ରସାତଃ ।
 ଅଜବାୟ-ପ୍ରାପ୍ତିତ କାଧ୍ୟାସିଦ୍ଧିଃ
 ହାରାଞ୍ଜୟଂ ହୈମବତଂ ଜଗାମ ॥ ୨୩ ॥

সাধিতে দেবের কার্য যাও তুমি নীত্র সেথা
যদিও বা মুখা হেতু পার্কর্তী নিশ্চয়
উদ্ভিদের জন্ম লাগি যদিও কারণ বীজ
জলসেচ বিনা তাতে অঙ্কুর না হয় । ১৮ ॥

নক্স তব পুষ্পধন, সার্থক হইল আর
অনরগণের তরে তব অবদান
সাধিয় অসাধ্য কর্ম অমর হয়েছ তুমি
জিনি বিশ্বনাথে লভ অক্ষয় সম্মান । ১৯ ॥

কি ভাগ্য মদন তব, ত্রিলোকের মঞ্চলাগে
তোমার কৃপার প্রার্থী পূজা দেবগণ
পুণঃ হেরো সেই কর্ম পুষ্পধন যোগে মাত্র
হিংসা ব্যতিরেকে পাবে হতে সম্পাদন । ২০ ॥

তব নিত্য সহচর ঋতুরাজ বসন্তও
যোগাইবে শক্তি তব সদা সঙ্গে রহি
জলে যবে ছতাশন বায়ুকে বলে কি কেহ
তীব্রকরে জাল অগ্নি আরো জোবে বহি । ২১ ॥

প্রভুর প্রসাদদত্ত মালাসম সে আদেশ
শিরোধাৰ্য্য করি কাম করিল গমন
ঐরাবত তাড়নায় রুদ্ধকৃত হস্তে ন্মশি
ইন্দ্রও কানাল তারে ক্ষুদ্র আপ্যায়ণ । ২২ ॥

প্রাণপণে প্রহু-আজ্ঞা পালিবারে পঞ্চশর
পত্নী রতি আর সখা বসন্তেরে লয়ে
আসি উপস্থিত হল মহেশের বনাশ্রমে
গুরুভার কাণ্ডা চিন্তি শশক ছদয়ে । ২৩ ॥

ତସ୍ମିନ ବନେ ସଂସମିନାଂ ମୁନୀନାଂ
 ତପଃ ସମାଧେଃ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ।
 ସଂକଳ୍ପସୋନେ-ରଞ୍ଜିତମାନଭୂତ
 ମାନ୍ୟାନିମାଧାୟ ଯଥୁର୍ଭକ୍ତେ ॥ ୨୫ ॥

କୁବେରଞ୍ଜିତାଂ ଦିଶମୁଖରଞ୍ଜିତାଂ
 ଗନ୍ଧଂ ପ୍ରସୂତେ ସମୟଂ ବିଲଜ୍ଜୟା
 ଦିଗ୍ଦକ୍ଷିଣା ଗନ୍ଧବଂ ମୁଖେନ
 ବାଲୀକନିଷ୍ଠାସ-ସିବୋଽନୁସର୍ଜ ॥ ୨୬ ॥

ଅସୂତେ ମନ୍ତ୍ରଃ କୁସୁମାଗ୍ରଶୋକଃ
 ଶ୍ବଜ୍ଞାଂ ପ୍ରଭୃତୋଽବ ସମ୍ପର୍ରବାନି ।
 ପାଦେନ ନାପୈକ୍ଷତେ ଶୁକ୍ଳରୀମାଂ
 ସମ୍ପର୍କ-ନାଶିଜିତ-ନୁପୁରେଣ ॥ ୨୭ ॥

ମନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରବାଲୋଦ୍ଗମ-ଚାରୁପତ୍ରେ
 ନୀତେ ସମାପ୍ତିଂ ନବଚୂତବାଣେ ।
 ନିବେଶୟାମାସ ଯଥୁର୍ଦ୍ଧିରେକାନ
 ନାମାଙ୍କୁରାଣୀବ ଯନୋଭବନ୍ତ ॥ ୨୮ ॥

ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରବଣେ ମତି କର୍ମକାରଂ
 ହନୋତି ନିର୍ଗନ୍ଧତୟା ଅ ଚେତଃ ।
 ପ୍ରାୟେଣ ସାମଗ୍ରାବିଧୌ ଶୃଙ୍ଗାନାଂ
 ପରାଧୁନୀ ବିଷୟଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ ॥ ୨୯ ॥

ବାଲେନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରାଣା-ବିକାଶଭାବାନ୍
 ବହୁଃ ପଳାଶାନ୍ତତ୍ତ୍ବିଲୋହିତାନି ।
 ମନ୍ତ୍ରୋ ବସନ୍ତେନ ସମାଗତାନାଂ
 ନିଷ୍ପତ୍ତିନୀବ ବନସ୍ତଲୀନାମ୍ ॥ ୩୦ ॥

তখন বসন্ত ঋতু সংঘের প্রতিকূল
 বিলাসের আয়োজন করে সেই বনে
 ক্ষুদ্র মন্থনকারী বসন্তের এ মাহাত্ম্য
 জাগায়ে তুলিল আশা কন্দর্পের মনে । ২৪ ।

রবির উত্তরদিকে অবস্থান কালে শুধু
 দক্ষিণ হইতে ভেসে আসে সমীরণ
 অসময়ে দক্ষিণাংশ তাজিতে প্রবৃত্ত হলে
 দীর্ঘশ্বাস সম বহে মলয় পবন । ২৫ ॥

নৃপুত্র শিঞ্জিত কোন স্তম্ভদ্বার পদাঘাতে
 অশোক কুসুম পারে ফুটিতে অকালে
 বসন্তের অসময়ে আবির্ভাব হেতু বক্ষে
 আপনি ফুটিল পুষ্প স্বল্প হতে ডালে । ২৬

নবোদ্যত কচি কচি আমের পল্লব মাঝে
 মধুর লোভেতে অলি উড়ে এসে পড়ে
 মনে হয় ঋতুরাজ লিখিলা কামের নাম
 আম্রের মুকুল রূপ স্তম্ভজিত শরে । ২৭ ॥

নানা বর্ণে স্তম্ভোদ্ভিত কর্ণিকার পুষ্পগুলি
 কিন্তু হয় কোনরূপ গন্ধ নাহি তার
 এ কেমন রীতি নীতি বিধাতার কোন সৃষ্টি
 নাহি হয় এ জগতে সর্ব গুণাধার । ২৮ ॥

কীর্ণ বক্র চক্রে সম শোভিছে লোহিত বর্ণ
 কাননের অর্ধক্ষুণ্ট পলাশ মুকুল
 যেন বসন্তের সহ মিলনের নথাঘাতে
 রক্তাপ্লুতা বনস্থলী-রূপা নারীকুল । ২৯ ॥

লগ্নবিরেকাঙ্কন-ভক্তিচিহ্নঃ

মুখে মধুশ্রীস্থিলকং প্রকাশ্য ।

রাগেণ বালারুণ-কোমলেন

চূতপ্রবালোষ্ঠ-মলঞ্চকাব ॥ ৩০ ॥

সুগাঃ পিয়াল-ক্রম-মঞ্জরীধাঃ

বজ্রঃ কণৈবিস্তিত দৃষ্টিপাতাঃ

মদোদ্ধতাঃ প্রত্যাশনং বিচেক্ষু

বনস্থলাঃ মর্মরপত্র-মোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

চূতাকুরা স্বান-কষায় কণ্ঠঃ

পুংস্কোকিলো ঘনমধুরং চূকুজ ।

মনস্থিনীমান-বিঘা-দক্ষঃ

তদেব জাতং বচনং স্মরন্ত ॥ ৩২ ॥

হিমবাপ্যাদ্-বিশদাধরাণা

মাপাওরীভূত মুখচ্ছবানাম্ ,

স্বৈদোদগমঃ কিম্-পুরুষাজ্জ নানাঃ

চক্রে পদং পত্র-বিশেষকেষু ॥ ৩৩ ॥

তপস্বিনঃ স্থানু-বনৌকস

স্তামাকালিকীং বীক্য মধুপ্রবর্তিৎ ।

প্রবত্ত-সংস্তুজিত-বিজ্রিয়াধাঃ

কলঙ্কিতাশা মনসাঃ বভূবুঃ ॥ ৩৪ ॥

তং দেশমাবোপিত-পুষ্প-চাপে

রক্তি-ষিভীয়ে মদনে প্রপয়ে

কাষ্ঠাগত মেহ-রসাত্ত্ববিদ্ধং

দম্বানি ভাবং কিয়দ্বা বিবজ্রঃ ॥ ৩৫ ॥

বসন্ত সৌন্দর্য লক্ষী আঁকিল অঞ্জন োথে
 রুমকায় সারিবদ্ধ অলিকূল দিয়া
 ফুলে বসি সে ভ্রমর যেন কপোলের তিল
 বাঙা চুতাকুরে দিল অধর বাড়িয়া । ৩০ ।

‘পয়াল ফুলের বেণু চঞ্চলা মৃগীর দৃষ্টি
 রুদ্ধ করে পড়ি তার দীর্ঘ ছুঁনফনে
 তর শূক পত্র মধো স্নেহে সে মর্মর ধ্বনি
 বাতাসের প্রতিকূলে ক্ষিপ্ত বিচরণে । ৩১ ।

চিরাইয় কষযুক্ত আশ্রের নবীন পত্র
 কোকিল করেছে তার স্বর মধুর
 শুনি যে কাকলী ধ্বনি মানিনী তাজিলা মান
 মনে করি সে ধ্বনিকে শব-কণ্ঠস্বর । ৩২ ।

হিমের প্রাবল্য অন্তে কিয়রার মুখচ্ছবি
 পুনরায় পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
 কপোলে গণ্ডেতে যত পত্রাদি রচিত ছিল
 স্বেদ বিন্দু সহ তার হয়েছে মিশ্রন । ৩৩ ।

বসন্তের সমাগমে সাধক তপস্বীদের
 কণকাল তরে চিত্ত উঠে চঞ্চলিয়া
 শুধু মানসিক জোরে সংযত রহিল সবে
 প্রাণপণে রাখে দমি আন্দোলিত হিরা । ৩৪ ।

রতি সহ কামদেব আসে যবে সে আশ্রমে
 স্নেহে নিয়া পুষ্পধনু সজ্জিত শবে
 বনের সর্বত্র সবে জোড়ায় জোড়ায় মিলি
 প্রণয় সূচক ভঙ্গী করে পরস্পরে । ৩৫ ।

মধু ষিবেফঃ কুণ্ঠমৈকপাত্রে
 পপৌ প্রিয়াং স্বামস্ত বর্তমানঃ ।
 শৃঙ্গেন চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং
 যুগীমকস্তুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬ ॥

দদৌ রসাং পঙ্কজ রেণু গন্ধি
 গঙায় গগুষ-জলং করেণুঃ ।
 অর্জোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
 সস্তাবয়ামাস ধ্বজ নামা ॥ ৩৭ ॥

গীতান্তরেষু ভ্রমবারি লেশৈঃ
 কিকিৎ সমুচ্ছাসিত-পত্র-লেখম্ ।
 পুষ্পাসবা-ঘৃণিত-নেত্রগোভি
 প্রিয়া মুখং কিম্-পুরুষচ্চ চুষে ॥ ৩৮ ॥

পযাপ্ত পুষ্প-সুবক স্তনাভাঃ
 ক্ষুরং-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভাঃ ।
 লতাবধুভাস্তর-বোহপাবাপুৰ
 বিনম্রশাখা ভৃঙ্গবক্ষনানি ॥ ৩৯ ॥

কৃতাপ্সরো-গীতিরপি ক্ষণেহস্মিন্
 হরঃ প্রসংখ্যান পরো বভূব
 আশ্লেষরাগাং নহি জাতু বিদ্বাঃ
 সমাদি ভেদে প্রভবো ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

লতা গৃহ দ্বার গতোহুত নন্দী
 বাম প্রকোষ্ঠাপিত হেমবেজঃ ।
 মুখানিভৈ-কাজুলি-সংজ্ঞয়েব
 মা চাপলায়েতি গগান ব্যানবীৎ ॥ ৪১ ॥

পুষ্পে বসি অগ্রে মধু ভ্রমরা করিলে পান
 ভক্ত অলি পান করে অবশিষ্ট মধু।
 শূল দ্বারা কৃষ্ণসার যুগীর নয়ন প্রাপ্ত
 স্পন্দিলে আবেশে চক্ষু মুদে যুগবধু। ৩৬ ॥

করিনী গগুয ভরি পদ্মগন্ধি বারি নিয়া
 অর্দ্ধাংশ ঢালিয়া দেয় প্রিয়র বদনে
 পদ্মের মৃণাল খানি না ইচ্ছি ভিক্ষিতে একা
 চক্রবাক রাখে অর্দ্ধ ভাণ্ডার কারণে। ৩৭ ॥

হেরি গীত অমে ক্লান্তা কিম্বরীর কপোলের
 শ্বেদ জলে উচ্ছ্বসিত প্রসাধন, আর
 পুষ্পরস সুরা পানে ঘুণিত মন্দির আঁখি
 আবেগে চুষিলা স্বামী মুখখানি তার। ৩৮ ॥

লতা তার স্তন সম পুষ্পের স্তবক আর
 আরক্ত অধর সম নবপত্র নিয়া
 জড়াইতে চাহে যেন প্রিয় সখা তরুণের
 তরুণ তাহারে বাঁধে শাখা ভুজ দিয়া। ৩৯ ॥

মধুকষ্টী অঙ্গরার সঙ্গীত শুনেও কিঙ্ক
 মহেশের না ঘটিল চিত্তের বিকার
 আশ্র-নিয়ন্ত্রক যিনি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন
 নাহি পারে ভ্রাজ্জিবারে সমাধি তাহার। ৪০ ॥

লতাগৃহ দ্বার প্রাপ্তে দাঁড়াইয়া ছিল নন্দী
 স্বর্ণবেত্র দণ্ডখানি বাম হস্তে ধরি
 ইজিতে জানাল সবে ত্যজিতে চাঞ্চলা ভাব
 আপন তর্জনী রাখি ওষ্ঠের উপরি। ৪১ ॥

নিকম্প-বৃক্ষং নিভৃত-ধিরেকং
মৃকাণ্ডজং শান্ত-যুগ প্রচারম্ ।
তচ্ছাসনাং কাননমেব সর্বং
চিত্রাৰ্পিতারম্ভ-মিবাবতশ্চে ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টি প্রপাতং পরিক্রতা তন্ম
কামঃ পুরঃস্ক্রমিব প্রয়াগে ।
প্রান্তেসু-সংসক্ত-নগেক-শাখঃ
ধানান্শ্পদং ভূতপতেষু-বিবেশ ॥ ৪৩ ॥

স দেবদাক্ষ-ক্রম-বেদিকায়াং
শাদূলচর্ম-বাবদান-বতাম্
আসীনমাসন্ন-শরীর-পাত
স্নিগ্ধস্বকং সংঘমিনং দদর্শ ॥ ৪৪ ॥

পর্যাবদ্ধ-স্থিরপূর্বকাঃ
মুজায়তং সন্নমিতো-ভয়াংসম্ ।
উত্তান-পাণিষয়-সন্নিবেশাং
প্রফুল্ল-রাজীব-মিবাক্ষমধো ॥ ৪৫ ॥

ভূজকমোরক-কটাকলাপং
কর্ণাবসক্ত-দ্বিগুণাক-সূত্রম্ ।
কণ্ঠ-প্রভাসক-বিশেষ-নীলাং
কৃষ্ণবচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬ ॥

কিকিৎ-প্রকাশ-স্তিমিতে-প্রতাপৈব
ক্র-বিক্রিয়ায়াং বিরত প্রসঙ্গৈঃ ।
নৈজৈ-রবিশ্পন্দিত-পদ্মমালৈব
লক্ষীকৃত-জাগ-মধো-মুহুধৈঃ ॥ ৪৭ ॥

সহসা থামিল বায়ু, ভ্রমর বিহীন মৃগ
নিমেষে থামায়ে শব্দ হইল নীরব,
এমন শাসন তার, শুধু মাত্র ইজিতেই
চিত্রাংগিত সম হল বনস্থলী সব । ৪২ ॥

এড়াতে নক্ষীর দৃষ্টি পশ্চাৎ হইতে তার
দাঁড়াইল পঞ্চশর অতি সাবধানে
মহেশ্বর শাখাঘন ধানস্থল অন্তরালে
যেন তার সম্মুখস্থ শুক্রযুক্ত স্থানে । ৪৩ ॥

দেবদাক পাদমূলে নিশ্চিত বেদীপ পরে
আছে বসি রত্ন, পাতি ব্যাঘ্রচন্দ্রাসন
গুম্পাধরু কাম কিন্তু আশু মৃত্যু না কেনেও
চমকি উঠিল তার হেরি ত্রিনয়ন । ৪৪ ॥

দেখিল সে বীরাসনে উপবিষ্ট মহেশ্বরে
উর্দ্ধভাগ সমুন্নত সরল নিশ্চল
উতান ভাবেতে ছিল হস্তদ্বয় তার ক্রোরে
যেন সজ্জ প্রস্তুতিত শুভ্র শতদল । ৪৫ ॥

সর্পধারা স্ত-উন্নত ছিল জটাজাল তার
দ্বিগুণিত রক্তাকের মালা ছিল কর্ণে
কণ্ঠেতে ছ'প্রস্থ কাল শাদ্দূল চর্ম্মের গ্রাঘি
হইয়াছে গাঢ় নীল সে কণ্ঠের বর্ণে । ৪৬ ॥

অচঞ্চল অঙ্গুল, অর্ধ নিম্নীলিত চক্ষু
যদিও স্তিমিত তবু নহে দীপ্তিহীন
নাশাগ্রে নিবদ্ধ দৃষ্টি, স্থির নতমুখী তাই
নালা নিয়ে দৃষ্টি উঠে জ্যোতি অমলিন । ৪৭ ॥

অষ্ট-সংস্কৃত-মিবাধ্বাহ-

মপাধিবাধার-মহত্তরম্ ।

অন্তরাধাং মরুতাং নিরোধান্

নিবাত নিরুপমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮ ॥

কপাল-নেত্রান্তর-লক্ মার্গৈর্

শ্রোতিঃ প্ররোহৈ-রুদিতৈঃ শিবস্তঃ ।

মৃণাল-স্রোতাদিক-সৌকুমার্যাং

বালস্ত লক্ষ্মীং মপয়ন্তমিনোঃ ॥ ৪৯ ॥

মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধবৃত্তি

হৃদি বাবস্থাপা সমাধিবশম্ ।

ষমকরং ক্ষেত্র-বিদো বিহু

স্তমাস্তান-মাস্তান্ত-বলোকয়ন্তম্ ॥ ৫০ ॥

স্বরস্তুভূত-মযুগ্মনেত্রং

পশুর-দূরান-মনসাপা-ধুমম্ ।

নালক্ষয়ং সাধবসসর-হস্তঃ

অস্তঃ শবং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১ ॥

নির্বাণ ভূয়িষ্ঠ-মথাস্ত্র বীধাং

সঙ্কল্পস্তীৰ বপুর্ ঞ্জেনন ।

অল্পপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যা

মদ্রুত স্বাবর রাজকন্তা ॥ ৫২ ॥

অশোক-নির্ভঃ সিত-পদ্মবাগ

মাকুট-হেম-মুতি-কণিকারম্ ।

মুক্তা-কলাপীকৃত-সিদ্ধবারং

বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥

মেহ মধ্যে বাধুগণে রুদ্ধ করি ছিল রুদ্ধ
 বৃষ্টি লজ্জাবনা শূন্য যেঘের মতন ।
 অথবা তরঙ্গহীন সাগরের জায় কিবা
 স্থির দীপ সম যেথা নিশ্চল পবন । ৪৮ ॥

ললাটস্থ চক্ষু হতে শিবোদ্দেশ বিনিহত
 অপূৰ্ণ জ্যোতির প্রভা হয় নির্গমন
 সে জ্যোতি লভিয়া তার মৃণাল সূত্রোপি স্নিগ্ধ
 শিরশ্চক্রে কলা জ্যোতি করিছে ধারণ । ৪৯ ॥

শরীরের নবদ্বার রুদ্ধ করি মহেশ্বর
 হৃদয়ে স্থাপিত রাখে আপনার মন
 শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীরা ঘারে শাস্ত বা নিত্য বলে
 সে আত্মাকে আত্মমধ্যে করে নিরীক্ষণ । ৫০ ॥

দূর হতে হেরি তার ভীষণ অধুগ্ন-নেত্র
 শিহরিল কামদেব আতকে অন্তরে
 আপনার অগোচরে অবসন্ন হস্ত হতে
 পুষ্পধনুশর তার ত্র্যস্তে থমে পড়ে । ৫১ ॥

সখীদ্বয় সহ যবে পর্বত-নন্দিনী উমা
 আসি উপনীত হল সেই তপোবনে
 হেরি তার শরীরে অপূৰ্ণ লাবণ্য রাশি
 হতবীৰ্য্য মদনের আশা জাগে মনে । ৫২ ॥

পদ্মরাগ মনি হতে সুন্দর অশোকফুলে
 সজ্জিতা অপূৰ্ণসাজে হিমালয়-বালা
 কণিকার পুষ্পগুলি স্বর্ণসম পায় শোভা
 যেত গুহ্র সিদ্ধবার-ধেন মুকামালা । ৫৩ ॥

আবৰ্জিতা কিকিদিব স্তনাভাং
 বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
 পধ্যাপ্ত পুষ্প-স্তবকাবনভ্রা
 সকারিণী পল্লবিনী লভেব ॥ ৫৪ ॥

অস্তাং নিতম্বাদবলস্বমানা
 পুনঃ পুনঃ কেশর দাম কাঞ্চীম্ ।
 স্তাসীকৃত্যং স্থানবিদা স্মরণ
 মৌবীং দ্বিতীয়ামিব কাম্যকস্ত ॥ ৫৫ ॥

অগন্ধি-নিঃশ্বাস-বিরুদ্ধ-তক্ষঃ
 বিদ্বাদবরা-সন্নচরং দ্বিরেকম্ ।
 প্রতিকর্ণং সম্ভ্রম-লোল-দৃষ্টির্
 লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

তাং বীক্ষ্য সর্ব-বয়বান বস্তাং
 রতেরপি হ্রীপদ মাদ ধানাম্ ।
 জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ
 স্বকাষ্য সিদ্ধিং পুনরাশশংসে ॥ ৫৭ ॥

ভবিষ্যতঃ পত্নাক্রমা চ শস্তোঃ
 সমাসসাদ প্রতিহার ভূমিম্ ।
 যোগাৎ স চাতুঃ পরমাস্তসংজ্ঞং
 দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতি-রূপাররাম ॥ ৫৮ ॥

ততো ভুলজাধিপতেঃ কণাটায়
 বধঃ কথঞ্চিদ-ধৃত ভূমি ভাগঃ ।
 শনৈঃ কৃতপ্রাণ-বিমুক্তিরীশঃ
 পধ্যাক-বদ্ধং নিবিড়ং বিভেদ ॥ ৫৯ ॥

স্তনভারে হয়ে নত বালসুখা সম রাঙা
 রঙিন বকুলখানি জড়াইয়া পায়
 পুষ্পের স্তবক সহ ঝড়িন লতার মত
 মল্ল-মল্ল গতি লয়ে গিরি-নৃত্য যায় । ৫৪ ॥

বকুলের মালা খানি নিতম্বে জড়ায়ে রাখি
 রচিয়াছে উমাশলী চাক চন্দ্রহার
 স্থলিত সে পুষ্পমালা এতই স্নানর যেন
 কন্দর্প স্থাপিছে সেথা পুষ্পধনু তার । ৫৫ ॥

সুগন্ধি নিশ্বাসে তার আকৃষ্ট ভ্রমর এক
 বিস্মাধর সন্নিধানে করিছে ভ্রমণ
 দংশনের ভয়ে ভীতা উমা বিতাড়িছে তারে
 হস্তস্থিত শতদল কবি সঞ্চালন । ৫৬ ॥

হেরিলে তাহার রূপ রতিও লজ্জিতা হয়
 এমন সৌন্দর্য্য সুখা আছিল উমার
 তার সহায়তা নিয়া জিতেন্দ্রিয় শূলাকেও
 জ্বিনিতে পারিবে কাম এ আশা তাহার । ৫৭ ॥

পার্বতীও সে সময় ভাবী পতি মহেশ্বর
 কুটিরের দ্বার প্রান্তে দিলেন দর্শন
 হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করি জ্যোতির্ময় পরমাত্মা
 ষোগীরাজ যোগ নেত্র কবে উন্মোচন । ৫৮ ॥

প্রাণায়াম-রুদ্ধ বায়ু নির্গত করিয়া দিলে
 শব্দের দেহ পুনঃ হল ভাবযুক্ত
 বাহুকী কণার দ্বারা জুলিয়া ধরিলে পৃথ্বী
 পদধ্বন করে হব ধীরালস মুক্ত । ৫৯ ॥

তস্মৈ শশংস প্রদীপতা নন্দী
 শুক্রবয়া শৈল-সুতাম্পেতাম্ ।
 অবেশয়ামাস চ ভর্তুর্নৈনাং
 ভ্রক্ষেপ-মাত্রাহুত-প্রবেশাম্ ॥ ৬০ ॥

তস্তাঃ সখীভ্যাং প্রদীপাতপূর্ব্বং
 স্বহস্তলুনঃ শিশিরাভ্যয়ন্ত ।
 ব্যাকীর্ষ্যত ত্র্যম্বক-পাদ-মূলে
 পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লব-ভঙ্গ-ভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥

উমাপি নীলালক-মধ্য-শোভি
 বিস্রংসয়ন্তী নবকণিকারম্ ।
 চকার কর্ণচ্যুত-পল্লবেন
 মূর্ণা প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥

অনন্তভাজং পতিমাগ্নুহীতি
 সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন ।
 ন হীশ্বরবাহুতয়ঃ কদাচিৎ
 পুষ্পস্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩ ॥

কামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
 পতঙ্গবদ্ বহিমুখং বিবিক্ষুঃ ।
 উমাসমক্ষং হর-বজ্র-লক্ষ্যঃ
 শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪ ॥

অধোপনিষ্ঠে গিরিশায় গৌরী
 তপস্বিনে তাদ্রকচা কবেণ ।
 বিশোষিতাং ভাহুমতো মমুর্ধৈব
 মন্দাকিনী-পুঙ্কর-বীজমালাম্ ॥ ৬৫ ॥

নন্দী আলি মহেশ্বরে দিলা এ সংবাদখানি—
 আসিয়াছে গৌরী তার সেবা করিবারে
 ভ্র-ভঙ্গীর ঈশারায় অহুমতি দিলে রুদ্র
 গিরিশের সদনে যে আনিল উমারে । ॥ ৬০ ॥

শঙ্করের পুরোভাগে উপনীত হলে উমা,
 মহেশ্বর পাদমূলে তার সখীগণ
 বহুস্তে সংগ্রহীকৃত পুষ্প আর পল্লবাদি
 বসন্তোপাচারে করে অঞ্জলি অর্পণ । ॥ ৬১ ॥

উমাও বুঝি ভবজ জিতেন্দ্রিয় শঙ্করকে
 আনত মস্তকে যবে প্রণিপাত করে
 সুনীল অলক হ'তে কণিকার গুচ্ছ আর
 পুষ্প অবতংস কর্ণ হতে ঝসে পড়ে । ॥ ৬২ ॥

প্রণতা গৌরীকে শিব করিলেন সম্বোধন,
 হইও অনন্তমন পতি-সোহাগিনী !
 অস্বার্থ নাহি হয় কদাচ তাহার বাণী
 পরম ঈশ্বর সর্ব চরাচরে যিনি । ॥ ৬৩ ॥

পতঙ্গ যেমন ধায় মরিতে অগ্নির দাহে
 সেইরূপ হেরি কাম শিব ও উমারে
 মরিতে স্বেষাগ খোজে নিক্ষেপিয়া পুষ্পশর
 কিন্তু রুদ্রভয়ে বাণ জুড়িতে না পারে । ॥ ৬৪ ॥

মন্দাকিনী হতে তুলি শতদল পুষ্পরাজি
 আতপে বিগুণ করি বীজগুলি তার
 বহুস্তে বিনিয়া গৌরী কৃকর্ষ জশমালা
 আনিয়াছে গিরিশের তবে উপহার । ॥ ৬৫ ॥

পতিগ্রহীতুং প্রগমি-প্রিয়স্বাৎ
 জিলোচনস্তা-ম্পচক্রমে চ
 সম্মোহনং নাম চ পুন্সধ্বা
 ধনুস্তমোষং সমধস্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥

হবস্ত কিঞ্চিৎ-পরিলুপ্ত-ধৈর্বাশ্
 চক্ষোদয়্যবস্ত ইবাবুধাশিঃ ।
 উমাশুখে বিষ-ফলাধরোষ্ঠে
 ব্যাপারয়্যামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭ ॥

বিবৃথতী শৈলস্থতাপি ভাবমকৈঃ
 ক্ষুব্দবালকদম্বককৈঃ ।
 সাতীকৃত্য চাক্রতরেণ তসৌ
 মুখেন পৰ্যাস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

অথেন্দ্রিয়কোভ-ময়ুগ্মনেত্রঃ
 পুনর্বশিষাদ-বলবান্নগ্নহ ।
 হেতুং স্বচেতো-বিকৃতের-দিদৃক্ষ
 দিশামুপান্তেষু সসজ্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥

স দক্ষিণাপাদ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং
 নতাংসমাকৃষ্ণিত-সব্যাপাদম্ ।
 দদর্শ চক্রীকৃত-চাক্র-চাপং
 গ্রহর্ভমভ্যুগত-মাস্ত্র-ধোনিম্ ॥ ৭০ ॥

তপঃ-পবামর্শ-বিবৃদ্ধ-মভৌর্
 ক্রভক-মুশ্রোক্ত্য মুখস্ত তস্ত ।
 ক্ষুব্দমুর্জিঃ লহসা তৃতীয়া
 দম্বঃ কৃশাস্ত্রঃ কিল নিম্পাত ॥ ৭১ ॥

প্রণয়ীর হস্ত হতে লইতে প্রদায় দান
 যেমনিই উপক্রম করে ত্রিলোচন
 অমনি কন্দর্প তাব পুষ্পধনু লয়ে হাতে
 ‘সম্মোহন’ বাণধানি করিল যোজন । ৬৬ ।

চন্দ্রোদয়ে অম্বুবাশি যেরূপ চঞ্চল হয়
 সেরূপ চাঞ্চল্য আসে শব্বরের মনে
 বিষমম অধরোষ্ঠ হৃশোভিত মুখখানি
 দেখিতে গিরিশ যেন চাহে ত্রিনয়নে । ৬৭ ।

শৈলনৃত্য উমারও ভাবেতে বিভোর অঙ্ক
 কণ্টকিত হল যেন কদম্বকেশর
 লজ্জা হেতু না পারিয়া চাহিতে শব্বর-প্রতি
 নতমুখে চিত্রবৎ রহে ভূমিপর । ৬৮ ।

অচিরেই বিরূপাক্ষ সংঘমেব মহিমায়
 পুণঃ হল শাস্ত দমি চিত্তের বিকার
 কি হেতু হইল তার এমন চাঞ্চল্য ভাব
 দেখিবারে রোষনেত্রে চাহে চারিধার । ৬৯ ।

অদূরে দেখিলা কত পুষ্পধনু কন্দর্পে
 আকুঞ্চিত পদধয় শরীর আনত
 লয়ে বক্র চাক্র চাপ, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতে
 শিবের সঙ্কানে বাণ নিক্ষেপনে বৃত্ত । ৭০ ।

তপস্তার বিয়হেতু ধূজ্জটির মুখচন্দ্ৰ
 ক্রোধেতে হইল অতি ভীষণ দর্শন
 সহসা অলিয়া উঠি প্রদীপ্ত বহির শিখা
 রোষাক্রমে নেত্র হতে করে নির্গমন । ৭১ ।

ক্রোধঃ প্রভো সংহর সংহরেতি
 যাবদগিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।
 তাবৎ স বহির্-ভবনেজ্জয়া
 ভদ্রাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২ ॥

তীত্রাভিষেকপ্রভবেণ বৃত্তিঃ
 মোহেন সংস্কৃত্য-তেম্মিহাণাম্ ।
 অজ্ঞাত-ভর্তৃ-বাসনা মুহুর্ভং
 কতো পকারেব রতিবভূব ॥ ৭৩ ॥

তমাশু বিদ্বৎ তপসন্তপস্বী
 বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য ।
 জ্ঞী-সম্বিক্ষং পরিহর্তু-মিচ্ছন
 নন্দর্দধে ভূতপতিঃ সতৃতঃ ॥ ৭৪ ॥

শৈলাস্বজাপি পিতুরুচ্ছিরসো
 হভিলাষং বার্থং সমর্থ্য ললিতং বপুর্বাস্তনশ্চ ।
 সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাত-লজ্জা
 শূন্তা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৭৫ ॥

সপদি মুকুলিতাক্ষীং ক্রদ্রসংরম্ভভীত্যা
 হৃহিতর-মহুকম্প্যামদ্রিবাদায় দোভ্যাম্ ।
 সুরগজ ইব বিদ্রং পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
 প্রতিপথগতি-বাসীদ্-বেগদীর্ঘী-কৃতান্দঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ

“সংবর সংবর প্রভু, সংবরণ কর ক্রোধ”

আতঙ্কিত দেবগণ স্বর্গ হতে বলে

উর্ধ্ব হতে সেই বাণী মর্ত্যে আসিবার পূর্বে

ভস্মীভূত হল কাম ক্রত-কোপানলে । ৭২ ।

ভীত্র অগ্নিশিখা হেরি শঙ্কিত-হৃদয়্য বতি

মূচ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়ে লুটাইয়া

সে মুচ্ছা বস্তুতঃ তার সাধিয়াছে উপকার

কণেক পতির শোক বৃদ্ধিতে না দিয়া । ৭৩ ।

সহসা যেমন বজ্র দধকরি বৃক্ষবাড়ে

পলকে অদৃশ্য হয়, তেমনি দৈশান

ভপস্তার বিয়কারী কল্পপর্কে ভস্ম করি

ত্যাগি নারীসঙ্গ করে সদলে প্রস্থান । ৭৪ ।

শৈলজাও হেরি পিতৃ-অভিলাষ হতে ব্যর্থ

অধিক লজ্জিতা হল সখী-সন্নিধানে

সৌন্দর্যের অসারতা মনে মনে চিন্তা করি

শূণ্য মনে নতমুখে চলে গৃহপানে । ৭৫ ।

ক্রতভয়ে শঙ্কিতা ও মুদিত-নয়না ভীতা

উমায়ে লইয়া কোলে চুঁবাছ বাড়ায়ে

দন্তেলয়ে পদ্মিনীকে গজরাজ ধায় যথা

শূণ্য মার্গে গৃহ পানে গিরি ছুটে যায় । ৭৬ ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তথা সম্যকং দহত। মনোভবঃ

পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী ।

নিনিম্ন রূপং হৃদয়েন পার্কতী

পিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চাক্রতা ॥ ১ ॥

ইয়েষ সা কর্তু-মবন্ধা-রূপতাং

সমাধিমান্বায় তপোভিরাঙ্গনঃ

অবাপ্যতে বা কথমত্রথা স্বয়ং

তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥

নিশমা চৈনাং তপসে কৃতোজ্জমাং

স্বতাং গিরীশপ্রতিসক্তমান্সাম্ ।

উবাচ মেনা পরিব্রভা বক্ষসা

নিবারয়ন্তী মহতো মূণ্ডিতাং ॥ ৩ ॥

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতান্তপঃ

ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ ।

পদং স্নেহত ভ্রমরস্ত পেলবঃ

শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ধ্রুবেচ্ছা-মহুশাসতী স্বতাং

শশাক মেনা ন নিরঙ্ক-মুচ্ছমাং ।

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ

পর্যচ্চ নিয়াভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম সর্গ

চক্ষুর সম্মুখে তার তেরি পিনাকীর দ্বারা
ভস্মীভূত কন্দর্পেবে, ভগ্নমনে সতী
নিন্দিতা আপন রূপ, না পারি যে রূপ দ্বারা
ভূষ্ট করি প্রিয়তমে হতে ভাগ্যবতী । ১ ।

তপস্কার দ্বারা তাই সৌন্দর্যের অপূর্ণতা
পূর্ণ করি দিতে ইচ্ছা করিলা পার্শ্বতী
কঠোর সাধনা বিনা কখনও স্থলভ কি
পতির প্রণয় আর শিব সম পতি । ২ ।

হইয়া আসক্তিমতী গিরিশের প্রতি উমা
কঠোর তপস্কা লাগি করিয়াছে মন
শুনি এই কথা যেনা বক্ষে ধরি চুহিতারে
মুনি যোগা ব্রত হতে করিলা বারণ । ৩ ।

আছে গৃহে বহু দেব, কর তাহাদের পূজা
তব অঙ্গে না লহিবে দুঃসহ সাধন
ভ্রমরের পদ ভার সহিলেও শিরিষ কি
পারে কোন পক্ষীভার করিতে বহন । ৪ ।

এইরূপ উপদেশ দিলেও কহ্যারে যেনা
পারিল না নিবারণে উত্তম তাহার
নিরপায়ী বারিষম নিশ্চিত ইচ্ছাকে কেহ
পারে কি কিরাতে কড় অস্ত্র দিকে আর । ৫ ।

କଦାଚିଦାମରସସ୍ବୀୟୁଦ୍ଧେନ ସା
 ମନୋରଥଞ୍ଜଃ ପିତରଂ ମନସ୍ବିନୀ
 ଅସାଚତାରଣ୍ୟା ନିବାସମାନ୍ତନଃ
 କଲୋଦୟାନ୍ତାୟ ତପଃସମାଧୟେ ॥ ୬ ॥

ଅଥାହୁରୁପାଭିନିବେଶ ତୋଷିଣୀ
 କୃତାଭାହୁଞ୍ଜା ଶୁକ୍ଳା ଗମ୍ଭୀରୀୟା ।
 ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଞ୍ଚାଂ ପ୍ରାପ୍ତିତଂ ତଦାଧ୍ୟାୟା
 ଉଗମ ଗୌରୀ ଶିଖରଂ ଶିଖାଞ୍ଜୟେ ॥ ୭ ॥

ବିମୁଚ୍ଚା ସା ହାର-ମହାସା ନିଶ୍ଚୟା
 ବିଲୋକ୍ୟନ୍ତି-ପ୍ରାବିନ୍ୟୁଷ୍ଟ-ଚନ୍ଦନମ୍ ।
 ବବଦ୍ଧ ବାଳାରୁଣ-ବଦ୍ଧ ବଦ୍ଧଲଂ
 ପୟୋ ଧରୋଂ ସେଧ-ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂହତି ॥ ୮ ॥

ସ୍ବଧା ପ୍ରାମିତ୍ତେର-ମଧୁରଂ ଶିରୋରୁହେୟ
 ଉତୀଭି-ରୁପୋବ-ମଦ୍ଭୂୟ-ତଦାନନମ୍ ।
 ନ ସ୍ବପନ ଶ୍ରେଣି ଭିରେବ ପଦ୍ମଞ୍ଜଃ
 ନ ଶୈବଜାଃ ଶଙ୍ଖ-ମ୍ପି ପ୍ରକାଶତେ ॥ ୯ ॥

ପ୍ରତିକ୍ଷଣଂ ସା କୃତରୋମ ବିକ୍ରିୟାଂ
 ବ୍ରତାୟ ଯୋଜ୍ଞୀଂ ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗଂ ବଭାବ ସାମ୍ ।
 ଅକାରି ତଂ-ପୂର୍ବନିବଦ୍ଧା ତସ୍ୟା
 ସରାଗମନ୍ତଃ ସରନାଶୁଣାମ୍ପଦମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ବିସ୍ମୟ ରାଗାନ୍-ଧରାନ୍ନିବସ୍ତିତଃ
 ଶୂନାନ୍-ରାଗାରୁଣିତାନ୍ କନ୍ଦୁକାଂ ।
 କୁଶାନ୍ତରା ନାନ-ପରିକ୍ଷିତାନ୍ତୁଲିଃ
 କୃତୋହିକ-ହୃଦ୍-ପ୍ରାପ୍ତୀ ତସ୍ୟାକରଃ ॥ ୧୧ ॥

মনোরথ জ্ঞাত পিতা হিমাত্রীকে একদিন
জানাইল উমা তার সখীর বদনে
যতদিনে বাঞ্ছা তার নাহি হয় পরিপূর্ণ
তপস্তা করিয়া কাল কাটাইবে বনে । ৬ ॥

লভি পিতৃ অতুমতি তপস্তায় তবে উমা
আসিলা শাস্তির কুঞ্জ গিরিশৃঙ্গ ধামে
সে গিরি শিখরে গৌরী লভেছিল সিজি, তাই
খ্যাত হল জগতে তা গৌরীশৃঙ্গ নামে । ৭ ॥

সংকল্পে অটুট উমা তাজিলা কঠোর হার
চন্দন-চর্চিত বৃকে যে হার ছুলিত
বাল সূত্র্য সম লাল বহুল বীধিলা গলে
বক্ষ স্পর্শে ঘাহা হল বিশীর্ণ ক্ষয়িত । ৮ ॥

যেমন সূর্য্য কেশে শোভিত আনন তার
তেমন পাইল শোভা জটাজাল ভায়ে,
পদ্মের সৌন্দর্য্য শুধু নহে অলিকূল মধ্যে
সমভাবে শোভা পায় শৈবাল মাঝারে । ৯ ॥

কঠোর ব্রতের লাগি পরিল্য নিতম্বে গৌরী
কঠিন মেথলা মুঞ্জ ত্রিগুণ জড়িত
শোভিত যে অঙ্গ পূর্বে মণিময় বশনায়
আজি তাহা মুঞ্জস্পর্শে রক্তাক্ত ব্যথিত । ১০ ॥

যে হস্তে রাঙাত উমা অধরোষ্ঠ ধানি, আর
কন্দুকানি রাঙা বক্ষে করিত গ্রহণ
আজি কুশাস্ত্রবিরুদ্ধ পরিকৃত সেই হস্তে
করোক্ষের অপমালা করিছে ধারণ । ১১ ॥

ମହାର୍ଘ-ଅଧ୍ୟା-ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଚାଟିତ:

ଅକ୍ଷେପ-ପୁଟ୍ଟିରାପି ଯା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟେ ।

ଅନେତ ମା ବାହ-ମତୋପଧାୟିନୀ

ନିଷେଦୁବୀ ହୁଣ୍ଡିଲ ଏବ କେବଳେ ॥ ୧୨ ॥

ପୁନର୍ଗ୍ରହୀତୁଂ ନିୟମସ୍ତସ୍ୟା ତସ୍ୟା

ସ୍ତସ୍ୟେହପି ନିକ୍ଷେପ ଇବାପିତଂ ସ୍ତସ୍ୟମ୍ ।

ମତାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱୀୟ ବିଳାମଚେଷ୍ଟିତଂ

ବିଲୋଳ ଦୃଷ୍ଟଂ ହରିଷାଜନାନ୍ତ ଚ ॥ ୧୩ ॥

ଅତସ୍ମିନ୍ନିତା ମା ଅସ୍ୟେବ ବୁଦ୍ଧକାନ୍

ସଟ-ସ୍ତନ-ପ୍ରସବପୈବ-ବାବର୍ଜୟତ୍ ।

ଶୁଭୋହପି ସେଷାଂ ପ୍ରଥମାନ୍ତ-ଜୟନା

ନ ପୁତ୍ର ବାଂସଲା-ମପାକସିନ୍ଧୁତି ॥ ୧୪ ॥

ଅବଶ୍ୟ-ବୌଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି-ଦାନ-ଲାଳିତ ।

ସ୍ତଥା ଚ ତନ୍ତ୍ରାଂ ହରିଷା ବିଶାନ୍ତଃ ।

ସ୍ତଥା ତଦୀୟେବ-ନୟନେଃ କୁତୁହଳାଂ

ପୁରଃ ମଧ୍ୟନାମମିମୀତ ଲୋଚନେ ॥ ୧୫ ॥

କୃତାଭିଷେକାଂ ହତ ଜାତ ବେନମଂ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ-ରାମଜ-ବତୀ-ମବୀତି ନୀମ୍ ।

ଦିଦ୍ବକ୍ଷବନ୍ତା-ସ୍ତସ୍ୟୋ-ହତ୍ତା-ମାଗମନ୍

ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଦ୍ଧେୟ ବୟଃ ମୟୀକାତେ ॥ ୧୬ ॥

ବିବୋଧି-ମୟୋଜ୍ଜ୍ୱଳିତ-ପୂର୍ବମଂସରଂ

କ୍ରମେବତୀଃ-ମସବାକ୍ଷିତାତିଧି ।

ନବୋଟି ଆଭାସ୍ତବ-ମଂଜୁତାନଳଂ

ତପୋବନଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବଦ୍ଧୁର ପାବନମ୍ ॥ ୧୭ ॥

কোমল শযায় শুয়ে আপনার কেশ হতে
 অলিত পুন্শেও যেবা পাইয়াছে বাধা,
 কঠিন ভূমির পরে আজ যে বসিয়া থাকে
 কভু শোয় রাধি নিজ বাহু পরে মাথা । ১২ ॥

পুনর্বীর গ্রহণের সর্ব্বে উমা দিয়াছিল
 মৃগী ও লতাবে তার দৃষ্টি আর গতি
 নতুবা কোথায় পেল হরিণী চপল দৃষ্টি
 মধুর নর্ত্তন কোথা পাইল ব্রততী । ১৩ ॥

ত জাহীনা গোবী তার স্তম্ভরস ধারা সম
 ঘট ভরি বৃক্ষে জল করিত ঝঞ্জন
 যে অপত্য স্নেহ তার ভয়েছিল তরুণরে
 কুমারের জন্মেও তা আছিল তেমন । ১৪ ॥

বন ভ্রাত তৃণধান্য স্বহস্তে অপিলে উমা
 এমন বিশ্বস্ত হল হরিণী সকল
 করে ধরি চক্ষু দুটি সখীর নেত্রের সাথে
 মিলালেও ছিল তারা ধীর অচঞ্চল । ১৫ ॥

অভিষেক গতে যবে বহুল উত্তরী পরি
 হোম জালি স্তব স্তুতি করিত পার্কর্তী
 তপস্চারী ঋষিরাও সম্রাট্বে হেরিত তাহা
 বয়ঃ ক্রম ধাৰ্য্য নহে ধৰ্ম্মে যার মতি । ১৬ ॥

ভুলি হিংসা পরম্পরে ঋষিদেরা ছিল বেধা
 বৃক্ষ দিত আকাঙ্ক্ষিত ফল অতিথিরে,
 নদাই সঙ্কিত দেখা থাকিত হোমের অগ্নি
 বর্গভাব বিহীনজিত সে সর্গ কুটিরে । ১৭ ॥

ସଦା କଳଂ ପୂର୍ବତପଃ ସମାଧିନା

ନ ତାବତା ଲଭା ଯମଂଶୁ କାଞ୍ଚିତମ୍ ।

ତଦାନପେକ୍ୟା ସ୍ଵଶରୀର-ସାନ୍ନିବଂ

ତପୋ ଯହଂ ନା ଚରିତୁଂ ପ୍ରଚକ୍ରମେ ॥ ୧୮ ॥

କ୍ରମଂ ସର୍ଷୋ କନ୍ଦୁକ-ଲୀଳସ୍ଥାପି ସା

ତସ୍ମା ମୁନୀନାଂ ଚରିତଂ ବାଗାହତ ।

ଫ୍ରବଂ ବପୁଃ କାଞ୍ଚନ-ପଦ୍ମ-ନିମ୍ବିତଂ

ଯଦ୍ଵ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଚ ସମାରମେବ ଚ ॥ ୧୯ ॥

ଶୁଚୋ ଚତୁର୍ଣାଂ ଜ୍ଵଳତାଂ ହରିତ୍ଵର୍ଜାଂ

ଶୁଚି-ସ୍ମିତା ମଧ୍ୟାଗତା ହ୍ଵମଧ୍ୟାମା ।

ବିକ୍ଷିତା ନେତ୍ର-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତିନୀଂ ପ୍ରଭା-

ମନନ୍ତ-ଦୃଷ୍ଟିଃ ସବିତାର-ମୈକ୍ଷତ ॥ ୨୦ ॥

ତଥାତି ତପ୍ତଂ ସବିତୃବ-ଗଭସ୍ତିଭିବ-

ମୁଖଂ ତଦୌୟଂ କମଳ-ସ୍ତ୍ରିୟଂ ନୃପୋ ।

ଅପାଦୟୋଃ କେବଳ-ସନ୍ତା ଦୌଷୟୋଃ

ଶଟ୍ଟନଃ ଶଟ୍ଟନଃ ଶ୍ରୀୟମକୟା କୁହଂ ପଦମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଅସାଚି-ତୋପହିତ-ମଧୁ କେବଳଂ

ବସାନ୍ନକନ୍ତ୍ରୋ-ଢୁପତେଷ୍ଠ ବନ୍ଧ୍ୟଃ ।

ବଦ୍ଧବ ତନ୍ତ୍ରାଃ କିଳ ପାରମା ବିଧିର୍ନ

ବୁଦ୍ଧ-ବୁଦ୍ଧି-ବାତିରିକ୍ତ-ସାଧନଃ ॥ ୨୨ ॥

ନିକାମତନ୍ତ୍ରା ବିବିଧେନ ବହିନା

ନଭକ୍ତରେଶେକ୍ତନସଞ୍ଜ୍ଵତେନ ନା ।

ତଥାତ୍ୟାୟେ ବାରିଡି-ବୁଦ୍ଧିତା ନୈବଦ୍ଵ

ଭୂବା ଶହୋଦାନ-ସମୁଦ୍ଧ-ଦୂର୍ଘମମ୍ ॥ ୨୩ ॥

কিছু কুচ্ছ সাধনার পরেও যখন নাহি
পারিল অভিষ্ট লাভ করিতে পার্কতী
আরো সুকঠোর তপে নিয়োজিল আপনারে
না চাহিয়া শরীরের সামর্থ্যের প্রতি ।। ১৮ ।।

কন্দুক লইয়া পূর্বে খেলিতে যে হত ক্রান্ত,
তার তপে ঋষিরাও মানে পরাভব
মনে হয় স্বর্ণ পদ্মে বিরচিত তার দেহ
কোমল শরীরে তাই কাণ্ডিত সম্ভব ।। ১৯ ।।

প্রথম নিদাঘে জালি চতুঃস্পার্শে অগ্নিকুণ্ড
শুচিস্মিতা কুশোদয়ী মার্জিতের প্রতি
চাহিয়া প্রচণ্ড তাপে পীড়া দিয়া নিজ নেত্রে
পঙ্কায়িত তপশ্চর্যা সাধিত পার্কতী ।। ২০ ।।

সূর্যের জলন্ত তাপে সন্তপ্ত আননখানি
রাঙিয়া হইল যেন স্ফুটিত কমল
কুচ্ছ সাধনার হেতু আকর্ণ বিস্তৃত চক্রে
মসৌবেখা হল যেন পুষ্পে অলিদল ।। ২১ ।।

অযাচিত বৃষ্টিধারা আর চন্দ্রকর সুধা
একমাত্র খাস্তবস্ত্র যেমন বৃক্ষের
সে রূপ এ বজ্রদ্বয় পার্কতীর ছিল ভোজ্য
অভিন্ন পারণ দ্রব্য ছিল উভয়ের ।। ২২ ।।

ধর গ্রীষ্মে দন্ধি নিজে অগ্নি কুণ্ডলীর মধ্যে
আর শিরোপরে রাখি জলন্ত আকাশ,
বৃষ্টি লভি তপ্ত ধরা তাজে যথা উষ্ণ ভাঁপ
সেইরূপ তাজে উমা উত্তপ্ত নিবাস ।। ২৩ ।।

ହିତାଃ କର୍ମଃ ପଦ୍ମସ୍ତୁ ତାଢ଼ିତାଧରାଃ
 ପଦ୍ମୋଦରୋଽସେଧ-ନିପାତ-ତୃଷିତାଃ
 ବଳୀୟୁ ତନ୍ତ୍ରାଃ ଶ୍ଵଳିତାଃ ପ୍ରାପେଦିରେ
 ଚିରେଣ ନାଭିଃ ପ୍ରଥମୋଦ୍‌ବିଲ୍‌ବଃ ॥ ୨୫ ॥

ଶିଳାଶୟାଂ ତାମ-ନିକେତ ବାସିନୀଂ
 ନିରନ୍ତରାସ୍ତନ୍ତ-ରବାତବୃଷ୍ଟିସୁ ।
 ବାଲୋକୟନ-ଭୂମିଷିତେ-ତୁଢ଼ିୟୁନୈର୍
 ସହାତପଃ ମାନ୍ୟୋ ଈବ ହିତାଃ କ୍ରମାଃ ॥ ୨୬ ॥

ନିନାୟ ମାତାନ୍ତ-ହିମୋଽ କିରାନିଳାଃ
 ମହନ୍ତ-ରାତ୍ରୀ-ରୁଦ ବାମତଂ ପରା ।
 ପରମ୍ପରା କ୍ରନ୍ଦିନି ଚକ୍ରବାକୟୋଃ
 ପୁରୋ ବିୟୁକ୍ତେ ମିଥୁନେ କ୍ରମାବତୀ ॥ ୨୭ ॥

ମୁଖେନ ମା ପଦ୍ମହୃଦ୍‌ଗନ୍ଧିନୀ ନିଶି
 ପ୍ରବେପ-ମାନାଧର-ପଦ୍ମଶୋଭିନୀ ।
 ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟି-କତ-ପଦ୍ମ-ସଂପଦାଂ
 ମରୋଜ-ମଜ୍ଜାନ ମିବା-କରୋଦମାମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଅନ୍ୟଂ ବଶାର୍ଗଫଳ-ପର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିତଃ—
 ପରା ହି କାଷ୍ଠା ତପସନ୍ତୟା ପୁନଃ ।
 ତଦପ୍ୟ ପାକୀର୍ଣ-ସତଃ ପ୍ରିୟଂବଦ୍ୟଂ
 ବନନ୍ତ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣେତି ଚ ତାଂ ପୁରାବିଦଃ ॥ ୨୯ ॥

ସୁଗାଳିକା ମେଳବ-ଯେବମାନିଜିବ୍
 କ୍ର ତୈଃ ଅସଦଂ ଗ୍ରମୟନ୍ତାହନିଶମ୍ ।
 ତପଃ ଅସୀରୈଃ କଠିନେ-ରୁପାର୍ଜିତଂ
 ତପସ୍ବିନୀଂ ଦୂର-ସଦୃଶକାର ମା ॥ ୩୦ ॥

প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া নয়ন পাতে
 ঞ্জলিত হইয়া পড়ে উমার অধরে
 সেথা হতে নামি আসি পয়োধরে বিচুনিয়া
 গড়াইয়া পড়ে তার নাভির গহ্বরে । ॥ ২৪ ॥

নিদারুণ শৈত্য আর ঝঞ্ঝা বাত্যা বৃষ্টি মাঝে
 সারা নিশি কাটাইত উমা বহির্দ্বারে
 কণে কণে কণপ্রভা নভন্তলে চমকিয়া
 তপস্তার সাক্ষীরূপে নেহারিত তাবো । ॥ ২৫ ॥

হিম ও তুষারে পূর্ণ পউষের রাত্রে উমা
 তপস্তা করিত জলে নিমগ্ন হইয়া,
 হৃদয় ব্যাখিত তার চক্রবাক দম্পতির
 পরস্পর বিরহের ক্রন্দন শুনিয়া । ॥ ২৬ ॥

তীব্র শীতে কম্পমান পদ্মগন্ধি মুখখানি,
 তাসিত জলের মাঝে পড়ের সমান,
 সে জলের পুষ্করাজি তুষারে বিলুপ্ত তাই
 উমা পুরিয়াছে যেন সেই শূন্তস্থান । ॥ ২৭ ॥

ঞ্জলিত পত্রের রসে জীবন রক্ষাই শুধু
 তপস্তার পরাকাষ্ঠা পবন সাধনা ;
 কিন্তু উমা পত্রটিও করিত না স্পর্শ তাই
 পুরাবিৎ তার নাম রাখিল অপর্ণা । ॥ ২৮ ॥

যুগল সদৃশ দেহ শুকায়ে মলিন হল
 কঠোর সাধনা আর আত্ম-নিপীড়ণে ;
 তপস্বীর তপস্কর্যা অতি তুচ্ছ উপমায়
 উমার এ স্বকঠিন তপস্তার সনে । ॥ ২৯ ॥

ଅଧାଞ୍ଜିନାବାଟ-ଧରଃ ପ୍ରସଙ୍ଗଭବାକ୍
 ଜଳସ୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଯେନ ତେଜସା ।
 ବିବେଶ କଳ୍ପିତ-ଞ୍ଜିତ-ସ୍ତ୍ରପୋବନଃ
 ଶରୀର-ବନ୍ଧଃ ପ୍ରଥମାଞ୍ଜମୋ ଯଥା ॥ ୩୦ ॥

ତମାତିଥେୟୀ ବହ୍ମାନ ପୂର୍ବସା
 ମପୟାୟା ପ୍ରଭୃଦିୟାୟ ପାର୍ବତୀ
 ଉବନ୍ଧି ମାୟୋହିମି ନିବିଷ୍ଟ ଚେତସାଂ
 ବପୁର-ବିଶେଷେନ୍ଦ୍ରିତି-ଗୌରବାଃ କ୍ରିୟାଃ ॥ ୩୧ ॥

ବିଧିପ୍ରୟୁକ୍ତାଂ ପରିଗୃହ୍ୟ ସଂକ୍ରିୟାଂ
 ପରିଭ୍ରମଂ ନାମ ବିନୀୟ ଚ କ୍ଷଣମ୍ ।
 ଉମାଂ ସ ପଞ୍ଚାନ୍ ଋଜୁନୈବ ଚକ୍ଷୁଷା
 ପ୍ରାଚକ୍ରମେ ବକ୍ତୃ ମହୁଞ୍ଜିତ କ୍ରମଃ ॥ ୩୨ ॥

ଅପି କ୍ରିୟାର୍ଥଂ ହ୍ମଳଭଂ ମୟିଂକୁଶଂ
 ଜଳାଗ୍ରପି-ସ୍ନାଗ-ବିଧିକ୍ଷମାଗି ତେ ।
 ଅପି ସ୍ବଶକ୍ତ୍ୟା ତପସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତସେ
 ଶରୀରଯାଜ୍ଞଂ ଥଳୁ ଧର୍ମସାଧନମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଅପି ହ୍ମଦାବଞ୍ଜିତ-ବାସି-ନକ୍ତ-ତଂ
 ପ୍ରବାଳ ଯାମା-ମହୁବକ୍ତି ବୀରୁଧାମ୍ ।
 ଚିରୋଞ୍ଜିତା-ନକ୍ତକ୍ଷପାଟିନେନ ତେ
 ତୁଳାଂ ସଦାରୋହତି ନକ୍ତବାସନା ॥ ୩୪ ॥

ଅପି ପ୍ରସଙ୍ଗଂ ହରିଂସ୍ତେନୁ ତେ ମନଃ
 କନ୍ଦୁ-ନର୍ତ୍ତ-ପ୍ରସଙ୍ଗା ମହାସ୍ତ୍ରୟମ୍ ।
 ସ ଉତ୍ପଳାକ୍ଷି ପ୍ରାଚଲେୟ-ବିଲୋଚନେ-
 ଶ୍ରବୀକ୍ଷି-ସାଦୃଶ୍ୟ-ସିବ ପ୍ରୟୁକ୍ତେ ॥ ୩୫ ॥

শিয়ে বহি জটা এক তেজোময় ব্রহ্মচারী
 আসি উপনীত হল গৌরীর সদন
 স্পষ্ট বাদী অনাড়ম্বর যুগচর্য পরিহিত
 ব্রহ্মচর্যাশ্রম অঙ্গে করিয়া ধারণ । ৩০ ।

আতিথেয়ী উমা তারে বহু পরিচর্যা করি
 করিলেন অভ্যর্থনা যত্ন আপ্যায়ণ,
 হেন দেহধারী জনে নিরাসক্ত ব্যক্তিরও
 সমাদর না করিয়া পারেনা কখন । ৩১ ।

উমার প্রদত্ত যত্ন আতিথ্য গ্রহণ করি
 কণকাল সে তপস্বী বিপ্রাম লভিলা,
 সহজ সরল নেত্রে সর্বোজ হেরিয়া তার
 প্রাঞ্জল ভাষায় পরে তাহারে বলিলা । ৩২ ।

হে তাপসী. হেথায় কি ফলভ যজ্ঞের কাঠ
 কুশ ও প্রচুর জল স্নানাদির তরে ?
 এ কঠোর তপস্রা কি সম্ভব তোমার দেহে ?
 জানিও শরীর অগ্রে ধর্ম চর্চা পরে । ৩৩ ।

সদাই কি তব হস্তে জলের সিক্কন লভি
 রক্তবর্ণ ধরিয়াছে নবীন পল্লব,
 যদি ও অলস্করাগ বর্জিত অধর তব
 তবু তার সাথে তুলা নহে এইসব । ৩৪ ।

সদা স্নেহশীল। তুমি অল্পবক্তা যুগী প্রতি,
 তব হস্তস্থিত তুণ বারা কাড়ি লয়,
 কত না প্রয়াসী তারা দেখাতে আয়ত নেত্র,
 কিন্তু কমলাঙ্গি, তাহা তবলয় নয় । ৩৫ ।

বহুচ্যতে পার্কৃতি পাপবৃত্তয়ে ন
 রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ ।
 তথাহি তে শীল-মুদার-দর্শণে
 তপস্বিনী সপুপ-দেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ ॥

বিকীর্ণ-সপ্তর্ষি-বলি প্রহাসিভি-
 স্তথা ন গাতৈঃ সলিলৈর-দিবশ্চ্যুতৈঃ ।
 বথা হৃদ্যৈশ্-চরিতৈর-নাবিলৈর-
 মহৌধর : পাবিত এব সাহস্র : ॥ ৩৭ ॥

অনেন ধন্যঃ সবিশেষম্ভ
 মে ত্রিবর্গসার : প্রতিভাতি ভাবিনি ।
 ত্বয়া মনো-নিব্বিষয়ার্থ-কাময়া
 যদেক এব প্রতি গৃহ্ মেব্যতে ॥ ৩৮ ॥

প্রযুক্ত-সংকার-বিশেষমাস্ত্র না
 ন মাং পরং সম্প্রতি পন্তু-মহসি ।
 যতঃ সতাং সম্রতগাত্রি !
 সঙ্গতং মনৌষিভিঃ সাপ্তশদীন-মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অতোহত্র কিঞ্চিদ-ভবতীং বহুকমাং
 দ্বিজাতিভাবা-হুপপন্ন-চাপল : ।
 অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনা-স্তপোধনে !
 ন চেজ্জহস্তং প্রতিবক্তুমহসি ॥ ৪০ ॥

কূলে প্রসূতিঃ প্রথমস্ত বেধদ
 ত্রিলোক সৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ ।
 অমৃগ্যামৈশ্বর্য্য সুখং নবং যয়
 স্তপাঃ কলাং স্ত্রাং কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১ ॥

সুন্দর কান্তিতে নাহি পরশয় ব্যাভিচার
তোমা হেরি এই বাক্য সত্য বলে মানি
হে দীর্ঘনয়না উমা, নির্মল চরিত্র তব
তপস্চারী ঋষিরও আদর্শ তা জানি । ৩৬ ।

সপ্তষির পূজা জব্য পুষাদি বহণ করি
গঙ্গা স্রোত হিমাদ্রীকে করেছে পবিত্র,
কিন্তু তাহা হইতেও পবিত্র করিল আজ
সবাক্ষর গিরীশকে তোমার চরিত্র । ৩৭ ।

ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে তুমি
ধর্মকে নিয়াছ করি অন্তরে বর্জ্জন,
তাই ভাবি ধর্ম শ্রেষ্ঠ, নতুবা তোমার মত
মেধাবিনী না করিত উহারে বরণ । ৩৮ ।

হে তাপসী, যে আতিথ্য প্রদর্শিলে তুমি আজ
তাতে তুমি না ভাবিতে পার মোরে পর ।
কিন্তু অত লজ্জা কেন ? পাঁচ সাত কথাতাই
সাধু সজ্জনেরা হয় বদ্ধ পরশ্পর । ৩৯ ।

তব অন্তরঙ্গ এই ব্রাহ্মণ যুবর তুমি
চাপলা করিও কমা হে কামাদায়িনী,
যদি জানিবারে চাই দুই চারি কথা তব
গোপনীয় না হইলে বল তপস্বিনী ! ৪০ ।

জন্ম তব আদি পিতা হিরণ্যগর্ভের কুলে
জিলোকের সেরা রূপ তহুতে তোমার,
নবীন যৌবন তব, অপার ঐশ্বর্য স্বরূপ,
তথাপি কি প্রয়োজন আছে তপস্কার ? ৪১ ।

ଭବତ୍ୟନିଷ୍ଠାଦପି ନାମ ହୁଃସହାଂ
 ମନସ୍ବିନୀନାଂ ପ୍ରତିପତ୍ତିରୀଦୃଶୀ ।
 ବିଚାର-ମାର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିତେନ ଚେତନା
 ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ତତ୍ତ୍ଵ କୃତଶୋଦୟି ॥ ୫୨ ॥

ଅଳଭ୍ୟ-ଶୋକାଭିଭବେୟମାକୃତିର୍
 ବିମାନାନାଂ ହୃଦ୍ଵ କୃତଃ ପିତୃଗୃହେ !
 ପରାଭିମର୍ଶେ ନ ତବାସ୍ତି କଃ କରଂ
 ପ୍ରମୋଦୟେଂ ପରମ-ବଦ୍ଧ ସୂଚୟେ ॥ ୫୩ ॥

କିମିତ୍ୟପାସ୍ତ୍ର-ଭରଣାନି ଯୋବନେ
 ସ୍ଵତଂ ହୃଦ୍ଵ ବାର୍ଦ୍ଧକଶୋଭି ବଞ୍ଚୟମ୍ ।
 ବଦ ପ୍ରଦୋଷେ ଷ୍ଫୁଟ-ଚକ୍ରତାରକା
 ବିଭାବରୀ ଷ୍ଠରୁଣୟ କଳ୍ପତେ ॥ ୫୪ ॥

ଦିବଂ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୟସେ ବୃଥା ଶ୍ରମଃ
 ପିତୃଃ ପ୍ରଦେଶାସ୍ତବ ଦେବ ହୃଦୟଃ ।
 ଅଥୋପସନ୍ତାର-ମଳଂ ସମାଧିନା
 ନ ସଦ୍ଵ୍ୟସ୍ତିତ୍ଵାନ୍ତି ଯୁଗାତେ ହି ତଂ ॥ ୫୫ ॥

ନିବେଦିତଂ ନିଷ୍ଠାସିତେନ ସୋନ୍ମନା
 ମନସ୍ତ୍ଵ ମେ ସଂଶୟମେବ ଗାହତେ ।
 ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ପ୍ରାର୍ଥୟିତବା ଏବ ତେ
 ଭବିଷ୍ୟତି ପ୍ରାପ୍ତିତ-ହୃଦ୍ଵ କଥମ୍ ॥ ୫୬ ॥

ଅହୋ ହିରଃ କୋହିପି ତବେକ୍ଷିତୋ ସୁବା
 ଚିରାୟ କର୍ଣ୍ଣୋଽପଳ-ଶୃଙ୍ଗାତାଂ ଗତେ ।
 ଉପେକ୍ଷତେ ସଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାସ୍ତ୍ରୀନୀୟ ଗୁପ୍ତାଃ
 କର୍ମୋପଦେଶେ କଳମାଗ୍ରାପିଦଳାଃ ॥ ୫୭ ॥

হুঃসহ বেদনা ভাবে কখনো এমনতাবস্থা
 জীবনে ঘটিতে পারে অজিমানিনীয় ;
 কিন্তু ওগো কুশোদরি, ভাবিয়া পাইনা আমি
 কি বিপত্তি হতে পারে এক্ষণ নারীর । ৪২ ।

তোমার শরীরে নাই শোকের লক্ষণ কিছু
 পিতৃগৃহে অসন্মান হইতে না পারে,
 কলুষিছে অজ্ঞ তব কে এমন দূর্য্যচার !
 কার সাধ্য ফণীগীর মণি স্পর্শিবারে ! ৪৩ ।

কি কারণে যৌবনের আভরণ পরিহরি
 পরেছ বুদ্ধের বেশ বহুল ধারণ ?
 প্রদোষে চন্দ্রমা হালে গগনে নক্ষত্র সহ
 এ সময় উদ্ভাসিত হয় কি তপন ? ৪৪ ।

স্বর্গ কি কামনা তব ? তাহলে এ বৃথা শ্রম,
 দেবের আবাস ভূমি তব পিত্রালয় ।
 যদি চাহ যোগ্য পতি তথাপি এ নিরর্থক
 গ্রহীতাই রত্ন খোজে, রত্ন তাবে নয় । ৪৫ ।

কিন্তু তব দীর্ঘস্থানে সকল প্রেমের মম
 উত্তর লভিছ আমি, জানিলাম সব
 তথাপি সংশয় মোর, যে জন তোমার কাম্য,
 সে দুর্লভ তব কাছে, এও কি সম্ভব ? ৪৬ ।

তাই যদি হয় তবে সে জন পাষণ্ড অতি
 পায়না যে বাধা হেরি অবস্থা তোমার
 পদ্যের কেউর নাহি দোলে গগনদেশে তব,
 শিখিল বন্ধনে লব শিরে জটাতার । ৪৭ ।

মুনি ব্রতৈ-স্বামতিমাত্র-কশিতাঃ
 দিবাকরানুষ্ঠ-বিভূষণাম্পদাম্ ।
 শশাকলেখা মিব পশ্রুতো দিবা
 সচেতসঃ কশ্ম মনো ন দূয়তে ॥ ৪৮ ॥

অর্বেমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং
 তব প্রিয়ং ষশ্ চতুরাব লোকিনঃ ।
 করোতি লক্ষ্যং চিরমশ্রু চক্ষুষো
 ন বক্তু-মাস্মীয়-মবাল-পক্ষণঃ ॥ ৪৯ ॥

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিজ্ঞতে
 মমাপি পূর্বাশ্রম-সঞ্চিতং তপঃ ।
 তদর্জ্জ ভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং
 বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি প্রবিশ্রা-ভিহিতা দ্বিজম্ননা
 মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্ ।
 অথো বয়শ্রাং পরিপাশ্ববন্তিনীং
 বিবর্তিতাঙ্গন-নেত্রমৈকত ॥ ৫১ ॥

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং
 নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতূহলম্ ।
 স্বদর্শমস্তোজ-মিবোক্ষ্যাবারণং
 কৃতং তপঃ-সাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥

ইয়ং মহেন্দ্র-প্রভৃতি-নমিপ্রিয়শ্
 চতুর্দিশীশা-নবমত্যা মানিণী ।
 অরূপহাৰ্য্যং মদনশ্রু নিগ্রহাৎ
 পিনাক পাণিং পতিমাশ্রু-মিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

মুনি যোগ্য ত্রতাদি ও প্রথর রবির তাপে
 পুড়িয়া হয়েছে কালি আভরণ স্থান,
 দিবসে চক্রেয় ক্ষীণ রেখার সমান তব
 শরীর হেরিয়া কার নাহি কঁাদে প্রাণ ! ৪৮ ॥

হায় তব প্রিয় ব্যক্তি অতিশয় অভাজন
 পারিলনা দেখিতে যে কটাক্ষ তোমার,
 কুক্ষিত পল্লবযুক্ত চটুল বিলোল নেত্র—
 যা তার দর্শন লাগি বাগ্ন অনিবার ॥ ৪৯ ॥

আর কতকাল গোরী কাটাইবে বাথশ্রমে ?
 তব সিদ্ধি লাগি আমি তোমায়ে দিলাম
 সঞ্চিত অর্দ্ধেক ভাগ তপস্তার ফল মম,
 শুধু একবার মোরে বল তার নাম । ৫০ ॥

এই প্রশ্ন শুনিয়াও লজ্জা হেতু পারিল না
 করিবারে উমা তার অভিষ্ট জ্ঞাপন,
 অশ্বিনবিহীন নেত্রে সমীপবর্তিনী এক
 সখীরে নির্দেশ দিলা ইঙ্গিতে তখন । ৫১ ॥

তখন সে সহচরী সঙ্ঘোষি ব্রাহ্মণে কহে,
 যদি কোতূহল থাকে ওগো ব্রহ্মচারী
 তুমি কি কারণে সহে পদ্ম যথা সৌরতাপ
 তপস্তার কঠোরতা এ পুষ্পকুমারী । ৫২ ॥

অধিক ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দে
 কামনা করেনা কভু মানিনী পার্বতী,
 মদন নিগ্রহকারী রূপে অবিচল সেই
 শিনাকপাণিই তার মনোমত পতি । ৫৩ ॥

অসম্ভব হকার-নিবর্তিতঃ পুরা
 পুরারি-মপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ ।
 ইমাং হৃদি ব্যায়ত-পাতমক্ষিপে
 দ্বিলীর্ণ মূর্তেরপি পুষ্পধ্বনঃ ॥ ৫৪ ॥

তদা প্রভুতান্-মদনা পিতৃগৃহে
 ললাটিকা-চন্দন ধূসরালকা
 ন জাতু বালা লভতে অ নিবৃন্তিঃ
 তুষার সম্ভাত-শিলাতলেষপি ॥ ৫৫ ॥

উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ
 সবান্ধ-কণ্ঠ-স্থালিতৈঃ পদৈরিয়ম্ ।
 অনেকশঃ কিম্বর-রাজকণ্ঠক।
 বনান্ত সজ্জীত সখীরবোদয়ং ॥ ৫৬ ॥

ত্রিভাগশেষায়ু নিশাস্ত চ
 ক্ষণং নিমীলা নেত্রে সহসা বাবুধাত ।
 ক নীলকণ্ঠ ব্রহ্মসাত্য লক্ষ্যবাক
 অসত্য কণ্ঠাপিত বাহু বন্ধনা ॥ ৫৭ ॥

যদা বুধৈঃ সৰ্বগতস্ত মুচ্যাসে
 ন বেৎসি ভাবস্থ-মিমং জনং কথম্ ।
 ইতি স্বহস্তোল্লিখিতচ মুচ্ছয়া
 বহম্মুপালভাত চক্রেশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদা চ তস্ত্রাধিগমে জগৎপতে
 রপস্তদন্তং ন বিধিং বিচিন্ততী ।
 তদা সহাস্মাভি-বহুজ্ঞয়া
 জুরোয়িয়ং প্রপন্ন্য তপসে তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥

অভীতে কতের রোষ সহিতে না পারি ভয়ে
 মদনের পুষ্পবাণ আসিল ফিরিয়া ।
 কিন্তু তাহা গৈলজার হৃদয় বিদ্বিল তাই
 অহনিশি মরিছে সে জলিয়া পুড়িয়া । ৫৪ ॥

পিতৃগৃহে থাকাকালে প্রশমিতে স্বরতাপ
 ললাটে চন্দন লেপি ধূসরিত কেশ,
 কঠিন ভূষার পরে থাকিত পড়িয়া তবু
 কমিত না শরীরের কামনার রেশ । ৫৫ ॥

বাল্পরুদ্ধ কণ্ঠ হতে নিষ্ক্রমিত বাক্য তার
 পিনাকীর কীষ্টিগাথা গাহিত যখন,
 হেরি তা সখীর। তার রাঙ্গকুল কিয়রীরা
 না পারিত করিবারে অঙ্গসংবরণ । ৫৬ ॥

কাটায়ে বিনিশ্র রাত্রি ষামিনীর শেষভাগে
 তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হতে উঠিত জাগিয়া ।
 নীলকণ্ঠ মোরে তুমি ত্যাজি কোথা যাও-বলি
 বাধিত অলক্ষ্য কণ্ঠ ভুলতা দিয়া । ৫৭ ॥

স্বহস্তে অঙ্কন করি চন্দ্রশেখরের ছবি
 জানাত ব্যাকুলভাবে আবেদন তার,
 জানী বলে সর্বঘণ্টে আছ তুমি, তাই যদি
 তবে কেন নাহি বোঝ অবস্থা আমার । ৫৮ ॥

লভিতে অগংগপতি বহুবিধ চিন্তাতেও
 অঙ্গপথ হবে নাহি উপজিল মনে,
 লভি পিতৃ অঙ্গুমতি আসিছে মোদের সাথে
 তপস্যার লাগি লখী এই তপোবনে । ৫৯ ॥

জমেয়ু সখ্যা কৃতভ্রম্যু স্বয়ং
 ফলং তপঃ সাক্ষিযু দৃষ্টমেঘপি ।
 ন চ প্ররোহাভিমুখো হপি দৃশ্যতে
 মনোরথোহস্তাঃ শশি-মোলি-সংশ্রয়ঃ ॥ ৬০ ॥

ন বেদ্যি স প্রাধিত ভূর্ভঃ কদা
 সখীভিরশ্রোত্তর মীক্ষিতামিমাম্ ।
 তপঃ কুশা-মভ্যুপপংশ্রুতে সখী
 রবেব সীতাং তদবগ্রহ ক্ষতাম্ ॥ ৬১ ॥

অগৃঢ় সস্তাব-মিতীজিতজয়া
 নিবেদিতো নৈষ্টিক স্তম্বরস্তয়া
 অগ্নীদমেবং পরিহাস ইতু্যাম
 পৃচ্ছদবাক্তিতর্হলক্ষণঃ ॥ ৬২ ॥

অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতান্বলৌ
 সমর্পয়ন্তী ক্ষটিকাক্ষ-মালিকাম্ ।
 কপক্ষিদ্রে-স্তনয়া মিতাক্ষরং
 চিরব্যবস্থাপিত-বাণভাষত ॥ ৬৩ ॥

যথা ক্রতং বেদবিদ্যাং বর ভ্রয়া
 জনোহ্য মৃকৈঃ-পদলজ্যনোংস্ককঃ ।
 তপঃ কিলেদং তদবাক্তিসাধনং
 মনোরথো নাম গতির্ন বিদ্যতে ॥ ৬৪ ॥

অথাহ বর্ণী নিদিতো মহেশ্বর
 স্তম্বধিনী স্বং পুনয়েব বর্তসে ।
 অমলভাষ্যাস রতিং বিচিন্ত্য
 তং তবাহবৃন্তি ন চ কর্জু-মুৎসহে ॥ ৬৫ ॥

ফলভাবে নত আজ তপস্তার সাক্ষীরূপী
 স্বহস্তে যোপিত তার এই তরুণগণ,
 চন্দ্রমৌলি লভিবার সখীর ইচ্ছার কিস্ত
 অক্ষুণ্ণিত হবারও না আছে লক্ষণ । ॥ ৬০ ॥

বর্ষাভাবে ক্ষিতি সম প্রাথিতের অপ্রাপ্তিতে
 তপঃক্লিষ্টা গৌরী হল কক্ষা শুকা কীর্ণা,
 রুষ্টি ছাড়া ভূমি যথা নাহি ভিজে সেইরূপ
 শীতলা না হবে উমা মহেশ্বর বিনা । ॥ ৬১ ॥

সখীর মুখেতে শুনি গৌরীর ইচ্ছার কথা
 তাপসের মুখ হল আনন্দে উজ্জ্বল,
 হৃৎকণ্ঠে গুপ্ত রাখি জিজ্ঞাসিলা পার্বতীয়ে
 যা শুনিছে সত্য কিবা পরিহাস চল । ॥ ৬২ ॥

সে কথা শ্রবণ করি কুসুম-মুকুল সম
 আঙুলে ধারণ করি ক্ষণিকের মালা
 কোনরূপে রাখি স্থির আপনার চিত্তখানি
 সংক্ষেপে মনের কথা কহে শৈলবালা । ॥ ৬৩ ॥

যা শুনিলে সব সত্য, ওহে বেম-বিজ্ঞবর,
 অতিশয় উচ্চ স্থান করিতে লঙ্ঘন,
 তপস্তায় হইয়াছে বস এই হতভাগী
 মনোরথ নাহি চিন্তে সামর্থ্য আপন । ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মচারী কহে, আমি জানি ভাল মহেশকে
 তার প্রতি অমুরাগ তব পুনরায় ।
 সত্যত অন্তর্ভ কার্যে লিপ্ত মহেশ্বরে স্থরি
 তব কার্য সমর্থন করা নাহি যায় । ॥ ৬৫ ॥

অবস্ত নিবন্ধপরে কথং হু তে
 করেহয় মামুক্ত বিবাহ-কৌতুকঃ ।
 কবেণ শস্তোর-বলয়ীকৃত্য হিনা
 সহিহিতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্ ॥ ৬৬ ॥

স্বমেব তাবৎ পরিচিস্তয় স্বয়ং
 কদাচিদেতে যদি যোগমহতঃ ।
 বধূকুলং কলহংস-লক্ষণং
 গজাজিনং শোণিত-বিম্ব-বর্ষি চ ॥ ৬৭ ॥

চতুষ্ক-পুষ্প-প্রকরাব কার্গয়োঃ
 পরোহপি কো নাম তবাহু মন্থতে ।
 অলক্ত কাকানি পদানি পাদয়োব্
 বিকীর্ণ-কেশায়ু পরেত-ভ্রামযু ॥ ৬৮ ॥

অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ
 ত্রিনেত্র-বক্ষঃ স্থলভং তবাপি যৎ ।
 স্তনযয়ে-হস্মিন্ হরি-চন্দনাম্পদে
 পদং চিতাভস্ম-রজঃ করিস্থতি ॥ ৬৯ ॥

ইয়ংচ তেহগ্না পুরতো বিড়ম্বন।
 ষট্চয়া বারগ রাজ-হার্য্যায়া ।
 বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষম দিষ্টিতং
 তয়া মহাজনঃ স্নেহমুখো ভবিস্থতি ॥ ৭০ ॥

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
 সমাগম-প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ ।
 কলা চ না কাস্তিমতী কলাবত
 স্বমস্ত লোকস্ত চ নেত্র কোমরী ॥ ৭১ ॥

তুচ্ছ প্রবো তব কচি ! কেমনে অগ্নিবে তানে
 স্নসজ্জিত হস্ত তব বিবাহ সময় ?
 কাল সর্প জড়াইয়া রয়েছে যে হাতে তাহা
 দেখিয়া কি মনে তব জন্মিবেনা ভয় ? ॥ ৬৬ ॥

কেমনে বাধিবে বল বিবাহ-বন্ধন গ্রহি
 পরস্পর অসমঞ্জ দু'য়ের বসন
 কলহংস বিচিহ্নিত তব পরিধেয় বস্ত্র
 রক্তঝরা গজচর্ম পরে জিলোচন । ॥ ৬৭ ॥

অলঙ্কৃত রঞ্জিত তব পা দু'খানি পড়িবেনা
 কুসুম বিস্তীর্ণ পথে চতুর্দিকিনায়
 শবের মাথার খুলি পরিপূর্ণ ভয়াবহ
 আশানের মধ্যে তা কি কভু শোভা পায় ? ॥ ৬৮ ॥

বিকৃত দর্শন সেই জিনয়ন মহেশ্বর
 করিবে তোমায়ে যবে বক্ষে আলিঙ্গন,
 আশানের ভস্ম চূর্ণ লাগিবে তোমার বৃকে
 হরি চন্দনই যার ঘোগ্য প্রসাধন । ॥ ৬৯ ॥

ইহার পরেও আছে বহু বিড়ম্বনা তব
 যবে অধিষ্ঠিবে তুমি বৃদ্ধ রঘোপরি,
 হাসিবে সকল লোক নেহারিয়া সেই দৃশ্য
 যদিও সাধুরা যবে মাথা নীচু করি । ॥ ৭০ ॥

হায় সেই পিনাকীর সমাগম প্রার্থনায়
 দু'জনের শৌচনীয় হল পরিণতি,
 কাস্তিমতী চন্দ্রকলা হারিয়েছে তার আলো
 অগতের নেত্রও তা হারাবে সম্প্রতি । ॥ ৭১ ॥

বপুর্ন বিকৃপাক্ষ-মলক্ষ্য জগ্নাত।
 দিগম্বরেষ্টেন নিবেদিতং বস্ত্র ।
 বরেমুষদ্ বালমুগাক্ষি যুগ্যতে
 তদন্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥ ৭২ ॥

নিবর্ত্তয়াম্মা-দসদীপ্তিতান্-মনঃ
 ক তদ্বিধস্তং ক চ পুণ্যালক্ষণা ।
 অপেক্ষাতে সাধুজনেন বৈদিকী
 অশান শূলস্ত্র ন যুপ সং ক্রিয়া । ৭৩ ॥

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূল বাদিনি
 প্রবেপ মানাধর-লক্ষ্য-কোপয়া ।
 বিকৃষ্ণিত-ক্লান্ত-মাহিতে তয়া
 বিলোচনে তিষ্ঠা-গুপাস্তলোহিতে ॥ ৭৪ ॥

উবাচ চৈনং পরমার্থতো হবং
 ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্ম মাম্ ।
 অলোক সামাগ্র-মচিস্তা হেতুকং
 দ্বিষন্তি মন্দাশ্-চরিতং মহাস্থনাম ॥ ৭৫ ॥

বিপৎ-প্রতীকার-পরেণ মঙ্গলং
 নিষেব্যতে ভূতি-সমুৎ স্নেহেন বা ।
 জগচ্ছরণ্যস্ত্র নিবাসিষ্যঃ সতঃ
 কিমেভি-রাশো পহতাস্ত্র-বুত্তিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
 ত্রিলোকনাথঃ পিতৃ-সদন-গোচরঃ ।
 স ভীমরূপঃ শিব ইত্যাদীর্ধ্যতে
 ন লন্তি বাথার্থ্যবিদঃ শিনাকিনঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষম নয়ন তার, জন্মের ঠিকানা নাই
 কতু নাগ চর্মধারী, কতু দিগম্বর,
 কি গুণ দেখিলে তুমি হে যুগনয়না, যাতে
 তব যোগ্য পতি হতে পারে মহেশ্বর ? ৷ ৭২ ৷

সে হেতু তোমাতে আমি নিবৃত্ত করিতে চাই
 তব এ বাসনা হতে গুণে স্থলক্ষণা,
 শ্রমশানের শূলকে কি বৈদিকসম্মত পুতঃ
 যুগকাষ্ঠ ভাবি কেহ কবে আরাধনা ? ৷ ৭৩ ৷

ব্রাহ্মণের মুখে শুনি এরূপ অপ্রিয় বাক্য
 অধরোষ্ঠ ক্রোধে তার কাম্পিত হইল,
 কুক্ষিত ক্রয়ুগ আর রক্তবর্ণ চক্ষু লয়ে
 তিথ্যক দৃষ্টিতে তায়ে দেখিতে লাগিল । ৷ ৭৪ ৷

অভঃপর কহে তায়ে, আমার ধারণা এই
 হরের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না,
 মহান চরিত্রজরীতি বুঝিতে পারে না, তাই
 অজ্ঞজনে করে তার নিন্দার রটনা । ৷ ৭৫ ৷

বিপন্যুক্তি চাহে যে ব্যস্ত অথেষ লাগি
 সে সতত খোজে কিসে মজল তাহার,
 সকলের আশ্রয় যে, যার কিছু কাম্য নাই
 অমজল মজলে সে তুল্য নির্বিকার । ৷ ৭৬ ৷

যতই দরিত্র কেন, তিনি সম্পদের রাজা
 যদি ও শ্রমশানবাসী, প্রভু সকলার,
 ভীষণ দর্শন তবু শুভকর শিব তিনি
 সেই পিনাকীয়ে জানে হেন সাধ্য কার ? ৷ ৭৭ ৷

বিভূষণোন্মাদি পিন্ধভোগি বা
 গজাজিনালম্বি দুকূল ধান্বি বা ।
 কপালি বা শ্রাদ্ধ-ধবেন্দু শেখরং
 ন বিশ্বমূৰ্ত্তে-রবধাধাতে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥

তদঙ্গ-সংসর্গ-মবাপ্য কল্পতে
 ঙ্গং চিত্তা-ভঙ্গ্য রজো বিভঙ্কয়ে ।
 তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
 বিলিপাতে মৌলিভি-রম্মরৌকসাম্ ॥ ৭৯ ॥

অলম্পাদস্তস্ত্য বৃষণ গচ্ছতঃ
 প্রভিন্ন-দিগ্ধারণ-বাহনো বৃষা ।
 করোতি পাদা-বুপগম্য মৌলিনা
 বিনিত্র-মন্দার—রজোহক্ষণাঙ্গুলী ॥ ৮০ ॥

বিবক্ষতা দৌষমপি চ্যুতাস্তনা
 ত্রৈলোক্যমীশং প্রতি সাধু ভাবিতম্ ।
 সমামনস্ত্যাস্ত-ভুবোহপি কারণং
 কথং সলক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্তয়া
 তথাবিধস্তাব-নশেষমস্ত্য সঃ ।
 সমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
 ন কামবৃত্তিরূচনীয়-মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥

নিবাধ্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
 পুনর্-বিবঙ্ক-ক্ষুরিতোত্তরাধরঃ
 ন কেবলং যো মহতো-হপ-ভাষতে
 শৃণোতি তস্মাদপি-যঃ স পাণ্ডাক্ ॥ ৮৩ ॥

রত্ন আভরণ কিবা ভূজঙ্গের কণ্ঠমালা
 পরিধানে কোঁচ্য বস্ত্র কিবা গজচর্ম,
 থাক শিরে চন্দ্রকলা, কপালের ধূলি হাতে
 তিনি বিশ্বরূপ তার কি বুঝিবে মর্ম । ৭৮ ।

শ্মশান ভঙ্গও হবে অঙ্গ স্পর্শ করে তার
 পবিত্র হয় তা ইহা জানিও বথার্থ,
 নৃত্যকালে অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত সেই ভঙ্গ
 দেবগণ শিরে লয়ে হইলা কৃতার্থ । ৭৯ ॥

দারিদ্র্যবশতঃ বুয়ে আকট ক্রত্বেকে হেরি
 গজ হতে নামি ইন্দ্র তার পুরোভাগে,
 স্থাপিয়া চরণমূলে আপন মন্তকখানি
 বাঁড়ায় অঞ্জলি তার মন্মার পরাগে । ৮০ ॥

কিন্তু হে নিম্নুক, তুমি অতি সত্য কথা এক
 বলিয়াছ তার নিম্না বটাইতে গিয়া,
 স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার যিনি জন্মের কারণ সেই
 ঈশ্বরের জন্মস্থল পাবে কি করিয়া ? ৮১ ॥

তবে এই তর্ক বুঝা, যে রূপ শুনেছ তুমি
 হোক সে সেমত কিবা অধিক দুর্জয়
 আমি অর্পিয়াছি তারে আমার হৃদয়খানি
 খেচ্ছাচারী নাহি মানে অন্তের বচন । ৮২ ॥

হে সখি নিবারণ ঔকে, কি কথা বলিতে পুণঃ
 অখরোষ্ঠ বেন ঔর হতেছে কম্পিত,
 মহতের নিম্নাবাক্যে নহে শুধু স্পর্শে পাপ,
 শোনাও অধিকতর পালী জনোচিত । ৮৩ ॥

ইতো গমিস্তাম্যথবেতি বাদিনী
 চচাল বালান্তন-ভিন্ন-বক্সা ।
 স্বরূপমাশ্রায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
 সমাললয়ে বুধবাজ-কেতনঃ ॥ ৮৪ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাক্ষাষ্টিব
 নিক্ষেপণায় পদ-মুক্ত-মুহুস্তী
 মার্গাচল-ব্যতিকরা-কুলিতেব সিদ্ধুঃ
 শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

অস্ত প্রভৃতাবনতাদি তবাম্মি দাসঃ
 ক্রীত-স্তমোভিরিতি বাদিনি চম্রমৌলৌ ।
 অহায় সা নিয়মজং ক্রম-মুৎসর্জ ক্লেশঃ
 কলেন হি পুনরু-নবতাং বিধস্তে ॥ ৮৬ ॥

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ

অথবা আমিই ঘাই—বলিতে গমনোচ্ছোত
 উমার বঙ্কল খানি হল বন্ধচূত,
 অমনি সন্মিত মুখে পথ অবরোধ করি
 স্বরূপে বৃষভরাজ হল আবিভূত ।। ৮৪ ।।

হেরি তায়ে শিহরিল বিহ্বল কীণাজী উমা
 উজ্জ্বিত চরণখানি রহিল তেমন
 অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সে না পারিল চলিবারে
 অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্তে তটিনী যেমন ।। ৮৫ ।।

কহে চন্দ্রমৌলি তব তপশ্রায় হইলাম
 হে অবনতাজী আশ্রি তব ক্রীতদাস
 এ কথা শুনিয়া গৌরী ভোলে সব দুঃখ ক্লেশ
 লভে পুনর্জন্ম পূর্ণ হলে অভিলাষ ।। ৮৬ ।।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথোষ ধীনা-মধিপশু বুদ্ধৌ
তিথৌ চ জামিত্র-ঞ্ণারিতায়াম্ ।
সমেত বন্ধুব-হিমবান স্মৃতায়।
বিবাহ দীক্ষা-বিধিমহতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥

বৈবাহিকৈঃ কোতুক-সংবিধানৈরু
গৃহে গৃহে বাগ্ন-পূরজিবর্গম ।
আনীৎ পুরং সান্নমতো-হুহুবাগা
দন্তঃ পুরং চৈক-কুলোপ মেয়ম্ ॥ ২ ॥

সন্তান কাকীর্ণ-মহাপথং তচ্
চীনাং শুকৈঃ কল্লিত-কেতুমালম্ ।
ভাসোজ্জলং কাঞ্চন-তোরণানাং
স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাব ভাসে ॥ ৩ ॥

একৈব সত্যামপি পুত্র পঙক্তৌ
চিরন্ত দৃষ্টেব মৃতোখিতেব ।
আসন্ন-পানি গ্রহণেতি পিত্রো
কুমা বিশেষোচ্ছ-সিতং বভূব ॥ ৪ ॥

অকাদ্ যযাবক-মুদীরিতানীঃ
স। মণ্ডনান্-মণ্ডন-মহ ভূক্ত ।
সহজি-ভিন্নোহপি গিরেঃ কুলন্ত
স্নেহ-স্তদে কায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

সপ্তম সর্গ

অনন্তর নির্ভারিত ত্রিদিবস অবসানে
স্বজন-বান্ধব সহ গিরি হিমালয়,
সুতপক্ষে শুভক্ষণে সপ্তমীর পুণ্যলগ্নে
সম্পাদিলা দুহিতার শুভ পরিণয় । ১ ॥

অম্বরাগ হেতু সবে বাস্ত হল গৃহে গৃহে
বিবাহের মাজলিক অম্বষ্ঠান কাজে,
সাম্রদেশ নগর ও প্রতিবেশী অন্তঃপুর
একাকার হল যেন উৎসবের সাজে । ২ ॥

চীনা বজ্র পতাকায় স্ফুজিত রাজপথ
আবৃত হইল ঘাহা মন্ডার কুম্ভমে,
মধ্যে মধ্যে স্তবর্ণের তোরণের দীপ্তি লভি
পরিণত হল তাহা যেন স্বর্গভূমে । ৩ ॥

আসন্ন বিবাহ তাই মনে হল উমা যেন
যত্নাপুরী হতে পুণঃ এসেছে ফিরিয়া,
ছিল বহু পুত্র কন্তা তথাপি উমার প্রতি
অতৃপ্ত নয়নে পিতা থাকিত চাহিয়া । ৪ ॥

আপন সন্তান প্রতি নিবদ্ধ ছিল যে স্নেহ
সেই স্নেহ উমা প্রতি করিল বর্ষিত,
সকলের জোড়ে জোড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া পৌরী
নব নব অলঙ্কারে হইল ভূষিত । ৫ ॥

মৈত্রে মূৰ্ত্তে শশলাঞ্জনেন
 যোগং গতাস্তব-ফল্গুয়ু ।
 তস্তাঃ শরীরে প্রতিকৰ্ম চক্ৰ
 বদ্ধজিয়ে বাঃ পতিপুত্রবত্যাঃ ॥ ৬ ॥

স। গৌরসিদ্ধার্থ-নিবেশবন্তি
 দুৰ্গা প্রবালৈঃ প্রতি ভিন্ন শোভম্ ।
 নির্নাভি-কৌশেয়-মুপাত্ত-বাণ
 মভাজনে পথা-মলঞ্চকার ॥ ৭ ॥

বভৌ চ সম্পর্ক-মুপেত্য বালা
 নবেন দীক্ষাবিধি-সায়কেন ।
 ক্রেণ ভানোর-বহলাবসানে
 সদ্ধক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥

তাং লোচকঙ্কেন হৃতাদ্জ তৈলা
 মাশ্রান-কালেয়-কৃতাদ্জ বাগাম্ ।
 বাসো বসানা-মভিষেক যোগ্যং
 নাশ্যাস্ততুষ্কাভি-মুখং বাটনৈযুঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বস্ত-বৈদ্য-শিলাতলে-হস্মিন্
 নাবন্ধ-মুক্তা-ফল-ভক্তি-চিত্রে ।
 আবজ্জি তাষ্টা-পদ-কুন্ততোয়ৈঃ
 সতুর্ধা যেনাং অপয়াস্বভূবুঃ ॥ ১০ ॥

স। মঙ্গল স্নান-বিশুদ্ধ গাত্রী
 গৃহীত পত্ন্য-গমনীয়-বস্ত্রম্ ।
 নির্বৃত্ত-পর্জন্ত-জলাভিষেকা
 প্রক্লুপ কাশা বহুধেব বেজে ॥ ১১ ॥

কল্যাণ মুহূর্তে যবে তৃতীয়ার শুভলগ্নে
উত্তর কাক্তনী যুক্ত হল চন্দ্র সঙ্গে
আত্মীয়-বান্ধব সব পতি পুত্রবতী নারী
লেপিল। বিবিধ দ্রব্য পার্কতীর অঙ্গে । ৬ ॥

শ্বেত সর্বপের সহ নবতুর্কাদল দ্বারা
কমনীয় সিঁথি তার হইল শোভিত,
নাভিদেশ পরিবৃত কৌশেয় বসন, আর,
হস্তস্থিত বাণ অঙ্গে হল অলঙ্কৃত । ৭ ॥

নবীন যৌবনারঙ্গে বাণ হস্তে পার্কতীর
অপরূপ রূপ পুঞ্জ ভরে কলেবর,
যেন কৃষ্ণপক্ষ অস্তে শুক্রার প্রথমা বাজে
ক্রমবদ্ধমান রূপে শোভে শশধর । ৮ ॥

লোম্বফুল-রেণু দ্বারা মার্জনা করিয়া তৈল
কালেয় স্রবী দ্রব্য লেপিল। শরীরে,
অভিষেক যোগ্য বস্ত্র পরাইয়া নারীগণ
চতুঃস্থম্ন স্নানাগারে আনিল। গৌরীয়ে । ৯ ॥

মরকত শিলাময় মণি-মুক্তা স্রুশোভিত
স্নানাগারে নিয়া তাহা আয়ুস্মতীগণ,
হেমকুণ্ড বারি দ্বারা স্নান করাবার কালে
মঙ্গল বাজের শব্দে ভবিল গগন । ১০ ॥

মঙ্গল স্নানের পরে শুদ্ধগাত্রী শৈলনৃত্য
পতি সম্মর্শন যোগ্য বসন পরিল,
বর্ষাকাল অবসানে কাশফুল পরিবৃত
ধরিত্রীর সম রূপে শোভিত হইল । ১১ ॥

তস্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতান বস্তং
 যুক্তং যশিত্ত-চতুষ্টিয়েন ।
 পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিস্তে
 রূপানং কোতুক বেদিমধ্যাম্ ॥ ১২ ॥

তাং প্রাশুধীং তত্র নিবেশ্য তস্মীং
 কণং বালবন্ত পুরো নিযম্নাঃ ।
 ভূতার্থ শোভা-স্ত্রিয়মাণ নেত্রাঃ
 প্রসাধনে সন্নিহিতেহপি নার্ষঃ ॥ ১৩ ॥

ধূপোদগা ত্যাজিত-মাত্রভাবং
 কেশান্তমন্তঃ কুসুমং নদীয়ম্ ।
 পর্যাক্ষিপং কাচি-দুদার বন্ধং
 দুর্দীবতা পাণ্ডু-মধুকদামা ॥ ১৪ ॥

বিগত-শুল্লগুরু চক্রবৰ্জং
 গোরোচনা-পত্র-বিভক্ত-মস্তাঃ ।
 সা চক্র বাক্যকিত-সৈকতায়
 ত্রিস্তোতসঃ কাস্তিমতীত্য তস্মৌ ॥ ১৫ ॥

লগ্নবিলেফং পরিভূয় পদ্মং
 সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিশ্বম্ ।
 তদাননশ্রী-রলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চ
 চিচ্ছেদ সাদৃশ্য-কথা প্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥

কর্ণাপিতো লোহ কষায় রূক্ষে
 গোরোচনা ক্ষেপ-নিতান্ত গোয়ে ।
 তন্তাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্
 ববদ্ধ চক্ষুঃশি ববপ্রয়োহঃ ॥ ১৭ ॥

বাঁহতে বন্ধন করি লেখা হতে নিয়া তায়ে
 চতুঃস্থিত সমন্বিত চন্দ্রাতপভলে
 স্নানজিত বেদীপরে মণিময়-বস্ত্রাসনে
 বলসাল সাজাতে তায়ে সতীরা সকলে । ১২ ॥

পূর্বমুখী করি তরী পার্শ্বতীরে বসাইয়া
 রমণীরা তার প্রতি চাহিয়া রহিল ।
 নিকটেই প্রসাধন কিন্তু অকৃত্রিম রূপা
 উমারে সাজাতে গিয়া দ্বিধায় পড়িল । ১৩ ॥

ধূপের আতপে শুদ্ধ করি কলেবর তার
 কুসুমখচিত কেশ দিল বিনাইয়া,
 ছর্কাদল স্নশোভিত হরিতাভ বর্ণদীপ্ত
 মধুক্রম কুসুমের মালাখানি দিয়া । ১৪ ॥

শ্বেত অঙ্কুর পক্ষে গোয়োচন মিশাইয়া
 রচিল এমন পত্র কমনীয় অঙ্গে,
 চক্রবাক স্নশোভিত নৈকত শালিনী শুভ্রা
 গজার শোভাও নহে তুল্য তার সঙ্গে । ১৫ ॥

কুক্ষিত অলকগুচ্ছে শোভিত আনন তার
 এমন অপূর্ব রূপ করিল বিস্তার,
 মধুকর পরিবৃত পদ্ম কিম্বা মেঘাবৃত
 চন্দ্রের কান্তিও নহে সমান তাহার । ১৬ ॥

লোঞ্চারেণু গোয়োচন লেপনে কপোল তার
 ধবল রক্তাভ বর্ণ করিল ধারণ,
 নবোদগত যবাকুর কর্ণদ্বয়ে পরি উমা
 আবদ্ধ করিলা রূপে সবার নয়ন । ১৭ ॥

রেখা বিভক্তঃ স্থবিভক্ত গাজ্যাঃ
 কিঞ্চিন-মধুচ্ছিষ্ট-বিম্বষ্টয়াগঃ ।
 কামপাভিধাং ক্ষুরিতৈর-পুত্র
 দাসন্ন লাবণ্য-ফলো-হধবোষ্টঃ ॥ ১৮ ॥

পত্ন্যঃ শিরশ্চন্দ্র-কলামেনে
 স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্ব্বম ।
 সারঞ্জয়িত্বা চরণৌ কুতাশীর্ষ
 মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥ ১৯ ॥

তন্ত্রাঃ স্খাতোংপল-পত্রকান্তে
 প্রসাধিকান্তি-নয়নে-নিরীক্ষ্য ।
 ন চক্ষুষোঃ কাস্তি-বিশেষবুদ্ধ্যা
 কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাস্তম্ ॥ ২০ ॥

স্না সন্তবন্তিঃ কুসুমৈর-লভেব
 জ্যোতিভি-কণ্ডভি-রিব ত্রিধামা ।
 সরিষবিহৈক-রিব লীয়মাতৈন
 বামুচ্য মানা ভরণা চকাশে ॥ ২১ ॥

আস্মান মালোকা চ শোভমান
 মাদর্শ বিদে স্তিমিতায়তাক্ষী ।
 হরোপযানে ত্রিভা বভূব
 জীর্ণাং প্রিয়ালোক কলো হি বেশঃ ॥ ২২ ॥

অথানুলিভ্যাং হরিতালমার্জং
 মাদল্যমাদায় মনঃ শিলাঞ্চ ।
 কর্ণাবলম্বা-মলদন্তপত্রং
 যাতা তদীয়ং মুখমুদয়া ॥ ২৩ ॥

যেথা দ্বারা হৃবিভক্ত অধরোষ্ঠানি তার
 যধু প্রলেপনে হল মাধুৰ্য্য মণ্ডিত,
 অচিরে হরের সঙ্গে মিলন আসক তাই
 লাবণ্যে যে বিদ্যায় হইল ক্ষুদ্রিত ।। ১৮ ।।

অলঙ্কে রাজিত করি চরণ দু'খানি তার,
 পরিহাস ছলে সখী কহিলা উমায়ে,
 স্পর্শিও এ পায়ে তব পতি-শির চন্দ্রকলা,
 শুনি গৌরী মালা দ্বারা প্রহারিলা তারে ।। ১৯ ।।

কমল সদৃশ চক্রে অঞ্জন পরাতে গিয়া
 প্রলাধিকা নিনিমেষ চাহিয়া রহিল,
 মাজলিক অহুষ্ঠান তাই এর প্রয়োজন
 নতুবা ইহাতে আর কি শোভা বাড়িল ।। ২০ ।।

কুসুমের ভারে শোভে ব্রততী যেমন কিষ্কা,
 নক্ষত্রে যেমন হয় রজনী আগ্নুতা,
 ভাসমান পক্ষীলয়ে তটিনী যেমন শোভে
 ভূষণে তদ্রূপ শোভে গিরিরাজ-সুতা ।। ২১ ।।

দর্পণে দর্শন করি আপনার প্রতিবিম্ব
 আবেশে বিহ্বলা হয়ে তরুণী বরাদী
 মিলিতে হরের সাথে অধীরা হইলা অতি,
 রমণীর বেশ শুধু প্রিয়তম লাগি ।। ২২ ।।

মনঃশিলা চূর্ণসহ হরিত্রায় ব্রবণের
 তিলক প্রস্তুত করি অঙ্গুলিতে নিয়া
 পরাতে কণ্ঠার ভালে অবতংস স্পর্শোত্তিত
 মুখখানি তার যেনা তুলিল ধরিয়া ।। ২৩ ।।

উমা-স্তনোত্তেদ-মহু প্রবৃক্ষো
 মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব ।
 তমেব মেনা হুহিতুঃ কথঞ্চিদ্
 বিবাহদীক্ষা-তিলককঙ্কার ॥ ২৪ ॥

ববন্ধ চাত্মাকুল দৃষ্টি রস্তাঃ
 স্থানান্তরে কল্লিত সন্নিবেশম ।
 ধাত্মাজুলীভিঃ প্রতিসার্থ্যমাণ
 মূৰ্ণাময়ং কোতুক হস্ত সূত্রম্ ॥ ২৫ ॥

ক্ষীরোদ বেলব সফেন পুঞ্জা—
 পর্যাপ্তচন্দ্রেব শরজ্জিয়ামা ।
 নবং নবক্ষৌম-নিবাসিনী সা
 ভূয়ো বভৌ দর্পণ যাদধানা ॥ ২৬ ॥

তামচিঁতাভাঃ কুলদেবতাভাঃ
 কুল প্রতিষ্ঠাং প্রণমযা মাতা ।
 অকারয়ং কারয়িতব্য-দক্ষা
 ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥

অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্নী
 রিত্যুচ্যতে তাভি-ক্ৰমা স্ম নম্রা ।
 তয়া তু তস্তাৰ্দ্ধ শরীর ভাঙ্গা
 পশ্চাৎকৃতাঃ সিন্ধু-জনাশিষোহপি ॥ ২৮ ॥

ইচ্ছাবিভূত্যো বহুরূপ মত্রি
 স্তম্ভাঃ কৃতী কৃত্য-মশেষয়িত্বা ।
 সভ্যঃ সভায়াং স্তম্ভদাস্বিতায়াং
 তর্হো বৃষাকগমন প্রতীকঃ ॥ ২৯ ॥

হেঁয়ি ক্রমবর্দ্ধমান দুহিতার স্তনাস্কর
 মাতা মেনকার বাহা স্থপাত্রে অর্পণ,
 ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি লাভ আশ্রি মাফলোর পথে,
 কোনরূপে মাতা তাই আঁকিলা অঙ্কন । ২৪ ॥

মাঙ্গলিক সূত্রগ্রন্থি পরাতে কণ্ঠার হাতে
 শাস্ত্রনেত্রে করে তাহা অগ্ন্যস্ত্র স্থাপন
 ধাত্রী আসি পুরোভাগে প্রসারি ধরিলে হস্ত,
 যথাস্থানে সূত্র মাতা করিলা বন্ধন । ২৫ ॥

পরি নব ক্ষৌমাবস্ত্র নতুন দর্পণ লয়ে
 ধরিল অপূর্ব শোভা পর্বত-নন্দিনী,
 যেন ফেণারশি খোঁত ক্ষীরসিকু বেলাভূমি,
 কিম্বা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শারদ ঘামিনী । ২৬ ॥

আচার-নিপুণা মেনা অচ্চিকুলদেববৃন্দে,
 করাল কণ্ঠারে দিয়া প্রণাম সবারে,
 পরে একে একে সেই পতিপুত্রবতীগণে
 বন্দনা করায় মাতা প্রবাণাহুসারে । ২৭ ॥

অথগু পতির প্রেম লভ এই আশীর্বাদ
 প্রণতা গৌরীয়ে করে সাধ্বী নারীগণ,
 অচিরে হইলা সতী মহেশের অর্দ্ধাঙ্গিণী
 অতিক্রমি তাহাদের আশীষ বচন । ২৮ ॥

সভ্য দক্ষ হিমালয় আশাতীত সমারোহে
 বিবাহের ববিস্বাদি সম্পন্ন করিয়া
 বুঝকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল
 আশ্রয় বজ্র সহ সভায় বসিয়া । ২৯ ॥

তাবদ্-ভবস্তাপি কুবের শৈলে
তৎপূর্ব-পাণি গ্রহণামুরূপম্
প্রসাধনং মাতৃভি রাদৃতাভিরু
স্তুতং পুরস্তাং পুরশাসনস্ত ॥ ৩০ ॥

তদ-গৌরবান-মঙ্গলমণ্ডন শ্রীঃ
মা পল্লপূশে কেবলমীশ্বরেণ ।
স এব বেশঃ পরিণে তুরিষ্টং
ভাবাস্তরং তস্ত বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥

বভূব ভৈশ্বেব সিঁতাদ্ররাগঃ
কপাস মেবামলশেখরশ্রীঃ ।
উপাস্তভাগেষু চ বোচনাক্ষে
গজাঙ্গিনমৌব হুকুলভাবঃ ॥ ৩২ ॥

শম্বাস্তরছোতি বিলোচনং য
দস্ত নিবিষ্টা-মল-পিজতারম্ ।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালমঘা
স্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রদেশং ভূজগেশ্বরানাং
করিশ্রুতা-মাভরণাস্তরত্বম ।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে
তস্মৈব তস্তুঃ ফণরত্নশোভাঃ ॥ ৩৪ ॥

দিবাপি নিষ্টাত-মরীচিভালা—
বাল্যা-দনাবিকৃত-লাইনেন-
চক্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্ন-মৌলেশ
চুড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্ত ॥ ৩৫ ॥

হোথা গিরি কৈলাসেও প্রথম বিবাহ সম
 সাড়ম্বরে ধূজটির সজ্জার কারণে
 মাতৃগণ মিলি সবে প্রসাধন ও রত্নাদি
 রাখিলা সম্মুখে তার অতি সখতনে । ৩০ ॥

মাতৃমণ্ডলীর প্রতি গৌরব দেখানে শুধু
 ঈশ্বর যেমন দ্রব্য স্পর্শ করিয়াই
 পরিল স্বর্গীয় বশ্য যাননা ভ্রমণ হল
 বিবাহের যোগ্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী । ৩১ ॥

ভস্মচূর্ণ হল তার অঙ্গের গন্ধাত্মলেপ
 নরের কপালখণ্ড শিরের ভ্রমণ,
 রোচন-রঞ্জিত তার গজার্জুন খণ্ডখানি
 শোভিতে লাগিল যেন পট্টের বসন । ৩২ ॥

লজাটম্ব পিজলাভ তৃতীয় নয়ন তার,
 যদিও স্তিমিত তব দীপ্ত জ্যোতিষ্মান,
 স্নায় মতিমায় শোভে বিবাহ কালোপযোগী
 হরিনাল দ্রবোদ্ভূত তিলক সমান । ৩৩ ॥

অঙ্গের যে স্থানে যত বিষণ্ণ সর্পছিল
 অভয় রূপে তারা সেথায় রহিল ।
 সে হেতু তাহারা শুধু ঝাঁকটিল দেহখানি
 কিন্তু শিরোস্তিতমণি জলিতে লাগিল । ৩৪ ॥

জটা জাল মধ্যে ছিল ক্ষীণ বক্র চন্দ্রকলা,
 দিবসেও যাহা হতে বারিত কিরণ,
 ভূতীয়ার শশীসম অকলঙ্ক ছিল তাহা
 অল্প চুড়ামণি তবে কিসে প্রয়োজন । ৩৫ ॥

ইত্যাদুৈতক প্রভবঃ প্রভাবাং
 প্রসিদ্ধ-নেপথ্য-বিধেয়বিধাতা ।
 আশ্রয়ান-মালয়-গণোপনীতে
 খড়্গে নিষিক্ত-প্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

স গোপতিং নন্দিত্বাবলম্বী
 শাদূল চম্বাস্তুরিতোরুপৃষ্ঠম্ ।
 তন্তুক্তি-সংক্ষিপ্ত-বৃহৎ প্রমাণ
 মাকুল্য কৈলাসামিব প্রতপ্তে ॥ ৩৭ ॥

তং মাতরো দেব মহুত্রজন্তাঃ
 স্ববাহন ক্ষোভ চলাবতংসাঃ ।
 মুখৈঃ প্রভামণ্ডল য়েণু-গৌরেঃ
 পদ্মাকরং চক্ৰ-বিবাস্তুরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনক-প্রভাণাং
 কালী কপালাভরণা চকাশে
 বলাকিনী নীল-পদ্মোদরাজী
 দূরং পুরঃক্ষিপ্ত শত ব্রুদেব ॥ ৩৯ ॥

ততো গঠৈঃ শূলভূতঃ পুরোঠৈগ
 রুদীরিতো মঙ্গলভুষাঘোষাঃ ।
 বিমান শৃঙ্গাণ্য-বগাহমানঃ
 শশংস লেবাবসরং সুরেভাঃ ॥ ৪০ ॥

উপাদদে তস্ত মহেন্সরাস্ম
 স্তম্ভা নবং নিম্নিত-মাতপজম্ ।
 স তচ্ছুকুলা-দবিদ্য মৌলির্
 বভৌ পতঙ্গজ ইবোত্তমাজে ॥ ৪১ ॥

হেনরূপে অপ্রতিম প্রভাবের ফলে শঙ্ক,
 স্থজিয়া বিবাহ যোগ্য অপকৃপ বেশ
 পার্শ্বস্থ প্রমথ দ্বারা আনীত খড়্গের মধ্যে
 আপনার প্রতিবিম্ব হেরিলা মহেশ । ৩৬ ॥

সম্রাট্বে বুধভরাজ সঙ্কচিলে স্বীয় দেহ
 নন্দীর বাহুতে ভর অর্পণ করিয়া,
 ব্যাভ্রচন্দ্রাবৃত পৃষ্ঠে আরোহিলা মহেশ্বর
 কৈলাসে শঙ্কর ঘেন বসিল চড়িয়া । ৩৭ ॥

মাতৃগণ স্ব স্ব ঘানে তাহার পশ্চাতে চলে
 কর্ণ অবতংস দোলে লভি আশ্বোলন,
 নীলাকাশ রূপ ভলে পদ্মের সমান শোভে
 পরাগ লাহিত সব স্তম্ভর আনন । ৩৮ ॥

কনক প্রভায় দীপ্তা মাতৃমণ্ডলীর পিছে
 চলে কৃষ্ণ মহাকালী কপাল ধারিণী,
 ধবল বলাকাযুক্ত সুনীল মেঘের অগ্রে
 ছুটিয়া চলেছে ঘেন হেম সৌদামিনী । ৩৯ ॥

বিবাহের শোভাযাত্রা এইরূপে হলে শুক
 অগ্রগামী প্রমথের শুভ বাগ্ধননি
 স্পর্শিয়া বিমান ঘানে জানাইল দেবগণে
 বিশ্বনাথে সেবিবার সময় এখনি । ৪০ ॥

বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত নূতন ছত্রটি তার
 বহরশ্মি সূর্য্য শিরে করিলা ধারণ।
 শোভে তার প্রান্তগুলি হর-উত্তমাজ ঘেরি
 হিমালী-নিঃসৃত গঙ্গা ধারার নূতন । ৪১ ॥

মূৰ্ত্তে চ গজা-যমুনে তদানীং
 স চামরে দেবমসেবিষাতাম্ ।
 সমুদ্রগারূপ-বিপদায়ে-হপি
 সহস্রপাতে ইব লক্ষ্যমাণে । ৪২ ॥

তমভাগচ্ছৎ প্রথনো বিধাতা
 শ্রীবৎসলস্কা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ
 জয়েতি বাচা মহিমানমস্ত
 সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহুম্ । ৪৩ ॥

একৈব মূর্ত্তির বিভিদ্বে ত্রিধা সা
 সামাগ্রমেঘাৎ প্রথমাবরজম্ ।
 বিষ্ণোর-হরস্তস্ত হরিঃ কদাচিদ্
 বেদান্তয়ো-স্তাবপি ধাতুদাতৌ । ৪৪ ॥

তং লোকপালাঃ পুরুষতমুখাঃ
 শ্রীলক্ষণোৎসর্গ বিনীতবেষাঃ ।
 দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞা
 স্তদুদ্বিগতাঃ প্রাণৈল্লগ্নঃ প্রণেমুঃ । ৪৫ ॥

কল্মষান মূৰ্দ্ধনুঃ শম্পত্ৰয়োনিং
 বাচা হবিং ব্রহ্মহণং স্মিতেন ।
 আলোকমাত্রেণ স্বরান শেযান্
 সজ্জাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ । ৪৬ ॥

তস্মৈ জয়াশীঃ সমুজ্জে পূরস্তাৎ
 সপ্তষিতিস্তান্ স্মিত পূর্বমাহ ।
 বিবাহযজ্ঞে বিততেহজ
 যুগ্মমধর্ষাবঃ পূর্ক-ব্রতা ময়েতি । ৪৭ ॥

গন্ধা ও যমুনা ত্যাজি সিদ্ধুগামী স্রোতধারা,
 ব্যাঞ্জন করিছে রুদ্রে ধরি কলেবর,
 শুভ্র হংসমালা সম তাহাদের দেহ তটে
 উড়িছে খেলিছে যেন সুদৃশ্য চামড়। ॥ ৪২ ॥

হবির সংযোগে যথা বহির মাগমা বাড়ে
 সেরূপ মহিমা তাব সংবদ্ধিত করি
 জয়তু বলিধা আসে প্রথম বিবাতা সেই
 শ্রীবৎস শোভিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীহরি। ॥ ৪৩ ॥

এক মূর্তি তিনরূপে বিরাজিছে নিত্য নাই
 প্রথম দ্বিতীয় জ্ঞান নহে সমাচন
 কখনো বা হরি আদি, কভু হব জ্যোত্স্নম
 কভু ব্রহ্মা এ তিনের মদোহে প্রবণ। ॥ ৪৪ ॥

মহেন্দ্রাদি লোকপাল ঈদিকে নন্দীর কাছে
 প্রার্থনা জানাল তাব দর্শনের তরে।
 নন্দীও সবাবে নিয়া বলে শঙ্করের কাছে,
 এই ইন্দ্র, এই চন্দ্র প্রণিপাত করে। ॥ ৪৫ ॥

ঈশ আন্দোলি শির পদ্মধোনি বিধাতারে
 বিষ্ণুর সহিত করি মূহু আলাপন
 স্মিত হাস্ত ইন্দ্রকে ও দৃষ্টিতে অজ্ঞাত দেবে
 যথাযোগ্য আপাঙ্গন কবে ত্রিলোচন। ॥ ৪৬ ॥

অগ্রসরি সপ্তষিরা 'জয়হোক' এ শুভেচ্ছা
 জ্ঞাপন করিলে শিব কহিল তখন,
 এবিবাহ রূপ যজ্ঞে আপনাদিগকে আমি
 পূর্ব্বই অধ্যুপদে করেছি বরণ। ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাবস্তুপ্রাগ্-হরৈঃ প্রবীণৈঃ
 সঙ্গীয় মান-ত্রিপুরাবদানঃ ।
 অধ্বান-মধ্বাস্ত-বিকারলজ্জা
 স্ততার তারাদিপথও-ধারী ॥ ৪৮ ॥

খে খেলগামী তমুবাহ বাহুঃ
 শশক-চামীকরকিঙ্কণীকঃ
 তটাবিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে
 ধ্বন-মুহুঃ প্রোত-ঘনে বিষাগে ॥ ৪৯ ॥

স প্রাপদ প্রাপ্তপরাভিযোগং
 নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্ত্তাং ।
 পুরোবিলগ্নৈর্-হরদৃষ্টি পাঠৈঃ
 স্ববর্ণস্বকৈ-রিব কৃষ্ণমাণঃ ॥ ৫০ ॥

তক্রোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ
 কুতুহলা-দুমুখ-পৌরদৃষ্টৈঃ ।
 স্ববাণচিহ্নাবতীয়া মার্গা
 দাসস্ব-ভূপৃষ্ঠ-মিয়ায়দেবঃ ॥ ৫১ ॥

তমুজ্জি-মধ্বজু-জনাধিরূঢ়ৈঃ
 বৃন্দৈর্-গজানাং গিরিচক্রবর্ত্তী ।
 প্রভ্রাঙ্কগা-মাগমনপ্রতীতঃ
 প্রফুল্লবৃকৈঃ কটকৈরিব সৈঃ ॥ ৫২ ॥

বর্গাবুভৌ দেব-মহীধরাণাং
 ষায়ে পুরতোদ-ঘটিতাপিধানৈঃ ।
 সমীয়তুর্-দূরবিসপিঘোষৌ
 ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌষৌ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বাবসু প্রমুখাদি নিপুণ গায়কগণ
 ত্রিপুর ভয়ের গাথা গাহিল বীণায় !
 তামসিক গুণাতীত নিকরকার মহেশ্বর,
 চলিলা, শৈলেন্দ্রপুরী বিরাজে যেথায় । ৪৮ ।

শূন্য মার্গে বৃষরাজ চলিবার কালে তার
 কণ্ঠের ঘটিকাগুলি বাজে বাম্ বাম্,
 তুপে তুপে মেঘখণ্ড শোভে তার শূন্যে, যেন
 তটভূমি প্রত্যাঘাতে আপ্লুত কর্দম । ৪৯ ।

নগরাজ সুরক্ষিত শত্রুর অগম্য পুরে
 মুহূর্ত্তে বৃষভরাজ আসিল উড়িয়া
 যেন সে পুরীকে, শিব আনিল নিকটে টানি
 স্বর্ণর্ণের সূত্রসম দৃষ্টি জাল দিয়া । ৫০ ।

অ-নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা চিহ্নিত আকাশ পথে
 নামি আসে কু-পুষ্ঠে সে পুর উপকণ্ঠে,
 উন্মুখ নগরবাসী নিবারিলা কোতুহল ;
 হেরি নবমেঘসম ঘন নীলকণ্ঠে । ৫১ ।

তার আগমন বার্তা শুনি গিরি চক্রবর্তী
 লয়ে গজ-পৃষ্ঠারূঢ় আত্মীয় স্বজন
 আনাইতে অভ্যর্থনা চলিলা আনন্দে, যেন
 গিরির নিতম্বদেশ চলে নিয়া বন । ৫২ ।

বিশাল তোরণ দ্বার হইলে অর্গলমুক্ত
 দুইদিক হতে আসি দেব নগরল,
 চাহিলা মিলিত হতে, বিপরীত দ্বারা যেন,
 ভাষিতে একই সেতু উদ্যম উজ্জ্বল । ৫৩ ।

হ্রীমান্তৃদভূমিধরো হরেশ
 ত্রৈলোক্যবন্দ্যোক্ত কৃত প্রণামঃ ।
 পূর্বং মহিমা স হি তন্ত্র দ্ব-
 মাবজ্জিতঃ নান্নশিরো বিবেদ ॥ ৫৪ ॥

স প্রীতিযোগাদৃবিকসন-মুখশ্রী
 ক্ষামাতু-রগ্রেসরতা-মুপেতা ।
 প্রাবেশগন্দির-মুদ্রমেন-
 মাণ্ডলক-কীর্ণাপণ-মার্গপুষ্পম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরস্কন্দরীণা-
 মৌশান-সন্দর্শন-লালসানাম্ ।
 প্রাসাদ মালাস্ত বভুবুখিৎ
 তাক্তান্ন কায্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬ ॥

আলোকমার্গঃ সহসা ব্রজন্তা
 কয়াচি-তুধেটন-বাতু-মালাঃ ।
 বন্ধুং ন সম্ভাবিত এত তাবৎ
 করেণ ক্রুদ্ধোহপি চ কেশপাৎ ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকা-লম্বিত-মগ্রপাদ-
 মাঞ্চিণা কাচিদ্ জ্বরগামেব ।
 উৎসৃষ্ট-লীলা-গতির্য গবাফা-
 দলক্কাক্ষাং পদবীং ততান ॥ ৫৮ ॥

বিলোচনং দক্ষিণ-মণ্ডনেন
 সম্ভাব্য তদ্-বক্ষিত-বামনেত্র ।
 তথৈব বাতায়ন-সন্নিবৃত্তং
 বধৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৫৯ ॥

ত্রিলোক বন্দিত হব প্রণমিলে গিরিরাজে
হইলা সে ত্রিয়মান সকোচে লজ্জায়,
যদিও অভ্যস্তে তার নত হয়েছিল শির,
পূর্বাচ্ছেই শঙ্করের মাহাত্ম্য প্রভায় । ৫৪ ॥

জামাতার আগমনে প্রীতি পূর্ণ মুখে গিরি
অগ্রসরি সম্ভাষিলা পিনাক পাণিরে
আঙুল কুসুমাকীর্ণ পণা বীথিকার পথে
চলিলা জামাত সহ সমুদ্র মন্দিরে । ৫৫ ॥

ঈশান দর্শন লাগি অধীরা ও লালারিতা
পুর সুন্দরীরা সবে মহা কলরোলে,
ত্যাগিয়া হাতের কাজ যে যেমন ভাবে পারে
ছুটিলা প্রাসাদালিন্দে বাগ কুতহলে । ৫৬ ॥

উপযুক্ত স্থান লক্ষিা ছুটিবার কালে কোন
সুন্দরী খসার তার কবরী বন্ধন,
অলিত মালার সহ হস্তে দরি সেই কেশ
ছোটো সে, বঁদিতে থাপ হল না স্বরণ । ৫৭ ॥

প্রসাধিকা হস্ত হতে সরাসে চণেখানি
ছুটিল গবাক্ষ পার্শ্বে সুন্দরী যুবতি
ফুটিল অলঙ্কারাগ বস্ত্রিত চরণ চিহ্ন
রহিল না আর তার মন্দ মন্দ গতি । ৫৮ ॥

দক্ষিণ নয়নে শুধু টানি কজ্জলের রেখা
ভুলি কেহ বাম নেত্রে পড়িতে অঙ্কন
তেমনি ভাবেতে তরী হস্তে লয়ে শলাকাটি
বাতায়ন পার্শ্বে ক্ষুণ্ণ করিল গমন । ৫৯ ॥

জালান্তর-প্রেষিত-দৃষ্টিরগ্রা
 গ্রহানভিগ্নাং ন ববন্ধ নীবীম্ ।
 নাভি-প্রবিষ্টাভরণ-প্রভেগ
 হস্তেন তস্থা-ববলস্থা বাসঃ ॥ ৬০ ॥

অর্দ্ধাচিতা সত্তর-মুখিতায়াঃ
 পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী ।
 কস্তাশি দাসী-দ্রশনা তদানী-
 মজ্জুষ্ঠ-মুণাপিত-মৃত্তশেষা ॥ ৬১ ॥

তাসাং মুখৈরাসব-গন্ধগর্ভৈর্
 ব্যাপ্তাস্তরাঃ সাজ্জ-কূতূহলানাম্ ।
 বিলোল নেত্র-ভ্রমরৈর্ গবাঙ্কাঃ
 সহস্র পত্রা ভরণা ইবাসন্ ॥ ৬২ ॥

তাবৎ পতাকাকুল-মিন্দুমৌলি
 কস্তোরণং রাজপথং প্রপেদে ।
 প্রাসাদ-শৃঙ্গানি দিবাপি কুর্কন্
 জ্যোৎস্নাভিষেক-দ্বিগুণ ছাতীনী ॥ ৬৩ ॥

তমেক দৃশ্যং নঃনৈঃ পিবন্তো
 নার্যো ন শুগ্নু-বিষয়াস্তরাণি ।
 তথাহি শেফাল্য-রুত্তিরাসাং
 সর্বাঙ্গনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ৬৪ ॥

স্থানে তপো দুশ্চর-মেতদর্থ
 মপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্ ।
 বা দাস্তমপ্যস্ত লভেত নাবী
 সা স্তাম কৃতার্থা কিস্তাক্ষযাম্ ॥ ৬৫ ॥

গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখি কোন রমণীয়
 ছুটিবার কালে খসি পড়িল কাপড়,
 হস্তে ধরি শ্লথ বস্ত্র ছুটিল সে সেইভাবে
 ভরিল গহনালোকে নাভির গহ্বর ॥ ৬০ ॥

দেখিতে বরের রূপ ত্যাজি চন্দ্রহার গাঁথা
 সত্তর উঠিতে গেলে কোন বা স্তম্ভরী
 শুধুমাত্র স্বত্রটুকু আঙুলে রহিল তার
 মালা হতে মুক্তাগুলি পড়ে গেল ঝরি ॥ ৬১ ॥

আলবের গন্ধ মুখে রূপসী নারীর দল,
 আসি দাঁড়াইল সবে বাতায়ন পাশে ।
 স্তম্ভর মুখের সহ বিলোল মন্দির আঁখি
 শোভে যেন শতদল ভ্রমর সকাশে ॥ ৬২ ॥

পতাকা তোরণযুক্ত সেই রাজপথে আসি
 ততক্ষণে মহেশ্বর হল উপনীত
 ললাট চন্দ্রের দীপ্তি প্রাসাদ শীর্ষের দ্যাতি
 দিবসেও করি দিল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত ॥ ৬৩ ॥

ভুলি অশ্রু সব কিছু তাহার রূপের স্মৃতি
 নারীরা করিল পান নয়ন ভরিয়া ।
 সকল ইন্দ্রিয় যেন দেখিতে লাগিল তারে,
 একত্রে নেত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়া ॥ ৬৪ ॥

কোমলাঙ্গী অপর্ণা যে লাখিলা দুঃসহ তপ
 সার্থক হইল তাহা লভি ত্রিপুরারি
 ধীর দাসীসেও মানে জীবন কৃতার্থ বলি
 ক্রি. বালব, অক্লেশে লভিলে সে নারী ॥ ৬৫ ॥

পরম্পরেন স্পৃহীয়শোভঃ

ন চেদিদং বস্ব-মযোজয়িত্বং ।

অস্মিন্ বয়ে রূপবিধানম্ভুতঃ

পত্ন্যঃ প্রজানাং বিকলো-হুভবিষ্ণুং ॥ ৬৬ ॥

ন নূন মাকট-কষা শরীর-

মেনে ন দক্ষং কুজমাযুধস্ত্র ।

ব্রীড়াদমঃ দেব-মুদীক্ষা মত্রে

সন্নাস্ত দেহঃ স্বয়মেব কামঃ ॥ ৬৭ ॥

অনেন সম্বন্ধ-ম্পেতা দিষ্টা।

মনোরথ-প্রাপিত-মীশ্বরেণ ।

মুর্দানমালি ! ক্ষিত্তিধারণোচ্চ

মুচ্চৈস্তবং বক্ষা • শৈলরাজঃ ॥ ৬৮ ॥

ঐতৌষধি প্রস্ব-বিলাসিনীনাং

শৃণু কথ্যঃ শ্রোত্র স্তথা-স্ত্রিনেত্রঃ ।

কেয়ুর-চুণীকৃত-লাজ মুষ্টিঃ

হিমালয়স্থালয়-মানসাদ্ ॥ ৬৯ ॥

তত্রাবতীযা-চ্যুতদত্তহস্তঃ

শরদ-ঘনাদৌ-ধিতিনিগি বোক্ষঃ ।

ক্রান্তানি পূর্বং কমলাসনে

কক্ষাস্ত-বাগ্ৰজ্রিপতের-বিবেশ ॥ ৭০ ॥

তমম্বগিঙ্গ-প্রমুখাশ্চ দেবাঃ

সপ্তষিপূর্ব্বাঃ পরমর্শস্বয়ং ।

গগাশ্চ গিঘ্যালয়-মম্বগচ্ছন্

প্রশস্ত মারুত-মিবোক্তমার্থাঃ ॥ ৭১ ॥

অপূর্ব শোভন এই দম্পতিরে প্রজ্ঞাপতি
 যদি নাহি মিলাতেন বিবাহ বন্ধনে,
 উভয়ের অঙ্গে সে যে আরোপিতা রূপরাশি
 বার্থ হই না লাগি তা কোন প্রয়োজনে । ৬৬ ।

ক্রোধবশে পঞ্চশরে দক্ষিণাছে মহেশ্বর
 ইহা সত্য হতে নাহি পারে কদাচন,
 হেরি চন্দ্রমৌলি-রূপ লঙ্কায় কুসুমদন্ত
 নিজেই নিজের দেহ দিলা বিসজ্জন । ৬৭ ।

হে শশি, ধরিত্রীবারী শৈলরাজ হিমাদ্রীর,
 স্বভাবতঃ উচ্চশির ইহা সুবিদিত
 ঈশ্বরের সঙ্গে তার বাঞ্ছিত সম্বন্ধ হেতু
 সে শির হইল আরো গৌরবে উন্নত । ৬৮

ওষধী প্রস্থের সেই বিলাসিনীদের মুখে
 শুনি প্রতিস্বথকর এই আলাপন,
 কেয়র সংস্পর্শে চ্যুত লাজ রুষ্টিধারী মধো
 হিমালয় গৃহে আসি পৌছে ব্রহ্মযগণ । ৬৯

মাধবের হস্ত ধরি উত্তরিল। কুম্ব হতে
 শরতের মেঘ হতে সূর্য্য যথা সরে,
 অগ্রে পদ্মাসন ব্রহ্মা, তাহার পশ্চাতে শিব,
 প্রবেশিলা প্রাসাদের কক্ষ অভ্যন্তরে । ৭০ ।

ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ লইয়া সপ্তর্ষিবৃন্দে
 হরসহ গিরিগৃহে করে আগমন
 ভূতেরাও আসে সেথা, যেন কার্য্য সিদ্ধি লাগি
 কারণ পরম্পরার একত্র মিলন । ৭১ ।

তজ্জেন্ধরো বিষ্টয়ভাগ্ স্বথাবৎ
 সরস্বতীর্ঘ্যং মধুমচ্চ গবাম্ ।
 নবে হৃকুলে চ-নগোপনীতং
 প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব-মমন্ত্রবর্জম্ ॥ ৭২ ॥

হৃকুল-বাসাঃ স বধু-সমীপং
 নিশ্চে বিনীতৈ-রবরোধ-দৈকৈঃ
 বেল-সমীপং স্ফুট-ফেনরাগ্ভির্
 নবৈকদম্বা-নিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া প্রবন্ধানন-চন্দ্র-কাস্তা।
 প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ কুমারী।
 প্রসন্নচেতঃ-সলিলঃ শিরোহভূৎ
 সংস্ফুটমানঃ শব্দেবলোকঃ ॥ ৭৪ ॥

তয়োঃ সমাপত্তিষু কান্তরাগি
 কিঞ্চিদ্ ব্যবস্থাপিত-সংকৃতানি ।
 হ্রীষজ্জগৎ তৎকণ-মহভুব-
 নন্তোত্ত লোলানি বিলোচনানি ॥ ৭৫ ॥

তস্তাঃ করং শৈল-গুরুপনীতং
 জগ্রাহ তাম্রাজুলিমষ্টমৃতিঃ
 উমাতনৌ গৃহতনোঃ অরস্তু
 তচ্ছকিনঃ পূর্বমিব প্ররোহম্ ॥ ৭৬ ॥

রোমোলগমঃ প্রাহুর্ভূতুমায়ঃ
 স্বিন্নাজুলিঃ পূজবকেতুবাসীৎ ।
 বৃত্তিস্তয়োঃ পাপিসমাগমেন
 সমং বিভক্তেব মনোভবন্ত ॥ ৭৭ ॥

সেথা হিমালয়ালয়ে আনীত অঘাসহ
 মধুপূর্ণ দধি আর বিবিধ রতন,
 আর দুই গ্রন্থ নব ক্ষৌম বস্ত্র মহেশ্বর
 গ্রহণ করিলা করি মস্ত উচ্চারণ । ৭২ ।

অস্তঃপুর রক্ষিণী ক্ষৌমবস্ত্রধারী রুদ্রে,
 বিনয়ে লইয়া গেল বধুর সকাশে ।
 নবচন্দ্র কর স্পর্শে ক্ষিপ্ত কেন মালা সহ
 সিদ্ধু ঘেন চলিয়াছে বেলাভূমি পাশে । ৭৩ ।

শারদ সন্ধ্যা যথা বিকশিত হয় পদ্ম,
 যেমন নির্মল রূপ ধরে সরোবর,
 চন্দ্রমুখী উমা পাশে সেরূপ হরের চক্ষু
 বিকশিল, আর হল নির্মল অন্তর । ৭৪ ।

যদিও উভয়ে তারা পরস্পরে দেখিবারে
 ছিল অতিশয় ব্যগ্র, তথাপি যখন,
 মিলিল তাদের নেত্র ক্ষণেক দেখিয়া পুণঃ
 লজ্জা হেতু অশ্রুদিকে ফিরাল নয়ন । ৭৫ ।

তাহ্রাভ সুন্দর তার হস্তখানি গিরিরাজ
 প্রদানিলে অষ্ট মূর্তি করিলা গ্রহণ,
 বুঝি রুদ্ররোধে ভীত কামেরে লইয়া শঙ্কু
 উমা অঙ্গে করেছিল যে আশ্রয়গোপন । ৭৬ ।

আবেশে পার্শ্বভী হল কণ্টকিত তনু, আর
 স্বেদাক্ত অঙ্গুলিযুক্ত পুরুষ রতন,
 আসন্ন মিলন ক্ষণে সমভাবে করে কাম,
 উভয়ের পরে তার প্রভাব বটন । ৭৭ ।

প্রযুক্ত পাণি গ্রহণং যদভ্যদ-
 বধুবয়ং পুত্র্যতি কাস্তিমগ্র্যাম্ ।
 সান্নিধ্যযোগা-দনয়োস্তদানীং
 কিং কথ্যতে শ্রী-কৃতয়স্ত তস্ত ॥ ৭৮ ॥

প্রদক্ষিণ-প্রক্রমণাং কুশানো-
 রুদচ্চি-ষত্ন-মিথুনং চকাশে ।
 মেবো-রুপান্তেষিব বর্তমান
 মন্তোক্ত-সংস্কৃত-মহাস্থিযামম্ ॥ ৭৯ ॥

তো দম্পতী ত্রিঃ পরিণীত বহি-
 মন্তোক্ত-সংস্পর্শ নিমীলিতাকৌ
 স কারয়ামাস বধুং পুৰোধা-
 ত্তম্মিন মমিচ্ছাচ্চিষি লাজমোক্শম্ ॥ ৮০ ॥

স লাজ-ধূমাজ্জলি-মিষ্টগন্ধং
 ওরুপদেশাদ্-বদনং নিনায় ।
 কপোল-সংসপি-শিখং স তস্তা
 মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং গ্রদেদে ॥ ৮১ ॥

তদাষ-দাদ্রাক্ষণ-গণ্ডলেখ-
 মুচ্ছাসি-কালাজ্জন-রাগমন্তোঃ ।
 বধুমুখং ক্রান্ত-যবাবতংস-
 মাচারধূম-গ্রহণাদ্ বভূব ॥ ৮২ ॥

বধুং দ্বিভঃ প্রাহ তৈবৈষ বৎসে !
 বহ্নি-বিবাহং প্রতি কৰ্ম্মসাক্ষী ।
 শিবেন ভক্তা সহ ধৰ্ম্মাচৰ্য্যা
 কাৰ্য্যা স্বয়া মুক্ত-বিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥

অস্ত্রাঙ্ক বিবাহস্থলে থাকিলে মহেশ উমা,
 সে বর বধুর শোভা অধিক বাড়ায়,
 আর তারা নিজেরাই সাজিলে বিবাহবেশে
 .বে শোভায় নষ্ট হয়, তা কি বলা যায় ! ॥ ৭৮ ॥

জ্যোতিষ্মান হুমেককে প্রদক্ষিণ করে যথা
 পরস্পর সংলগ্ন রাত্রি আর দিন,
 বিবাহ বন্ধনে যুক্ত সেক্ষণ এ বর বধু,
 দীপ্তশিখ অনলকে করে প্রদক্ষিণ । ॥ ৭৯ ॥

উভয়ের সংস্পর্শে উভয় আসিয়া তারা,
 হল যেন তন্দ্রালসে মুদিত নয়ন
 তিনবার প্রদক্ষিণ সারা হলে পুরোহিত
 করাল বধুরে দিয়া লাজ বিসর্জন । ॥ ৮০ ॥

গুরুসম পুরোহিত আজ্ঞা দিলে নববধু
 মুখে দিলা সেই লাজ ধূম্রের অঞ্জলি
 ক্ষণকাল তরে যেন কর্ণ অবতংসরূপী
 কমলের স্থান নিল সে ধূম্রকুণ্ডলী । ॥ ৮১ ॥

আচার ধূম্রের জাল পার্শ্বভীর গওদেশ
 দ্বৈধ আরক্ত বর্ণে করিল রঞ্জিত
 যবাকুর অবতংস হইল অত্যন্ত স্নান
 নয়নের কৃষ্ণাঞ্জন তাগ উচ্ছলিত । ॥ ৮২ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলা, বৎসে, তোমাদের বিবাহের
 রহিলা হইয়া সাক্ষী এই হতাশন,
 আজি হতে নিষিদ্ধায় শিবের সহিত ভূমি
 করিতে পারিবে সর্ব ধর্মের সাধন । ॥ ৮৩ ॥

আলোচনাস্তং শ্রবণে বিতত্যা
 পীতং গুরোস্তদ্ব-বচনং ভবাগ্না ।
 নিদাঘ-কালোষণতাপয়েব
 মাহেঞ্জয়ন্তঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥

ঋবেণ ভর্জা ঋবদর্শনায়
 প্রযুজ্যমানা প্রিয় দর্শনেন ।
 স দৃষ্ট ইত্যানন-মুন্নমযা
 দ্বী-সন্ন-কণ্ঠী কথমপুবাচ ॥ ৮৫ ॥

ইথং বিধিঞ্জন পুরোহিতেন
 প্রযুক্ত-পাণি-গ্রহণোপচারো ।
 প্রণেমতুষ্ঠৌ পিতরৌ প্রজানাং
 পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥

বধূর বিধাতা প্রতিনন্দ্যতে অ
 কল্যাণি ! বীরপ্রসবা ভবেতি ।
 বাচম্পতি : সন্নপি সোহষ্টমুষ্ঠৌ
 স্বাশাস্ত্র-চিন্তা স্থিমিতো বভূব ॥ ৮৭ ॥

কৃপ্তোপচারং চতুর্দশবেদীং
 তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ ।
 জায়াপতৌ লৌকিক-মেধণীয়
 মার্জীকৃত্য-রোপণ-মম্বভূতাম্ ॥ ৮৮ ॥

পত্রাস্ত-লগ্নৈব-জলবিন্দুজালৈ
 রাকৃষ্ট-মুক্তা-ফল-জাল শোভম্ ।
 তয়ো-রূপর্ধায়ত নলদণ্ড
 মাধন্ত লক্ষ্মী: কমলাস্তপজম্ ॥ ৮৯ ॥

আনেত্র বিস্তারি কর্ণ পরম আগ্রহ ভরে
 শুনিলা সে বাক্যস্থধা পর্বত নন্দিনী,
 নিদাঘে প্রথম ধারা আকর্ষ করিয়; পান
 শীতল হইল যেন বিস্তক মেদিনী । ৮৪ ॥

ধ্রুব আর চিরন্তন প্রিয়দর্শী স্বামী তার
 কহিলা, ঐ ধ্রুবতারা করহ দর্শন ।
 লঙ্কানন্দ কণ্ঠে উমা কহে শুধু দেখিয়াছি,
 জীবৎ তুলিয়া উর্দ্ধে আরক্ত বদন । ৮৫ ॥

বিধিমতে এইভাবে পুরোহিত সাহচর্য্যে
 শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হলে অতঃপর,
 প্রণমিলা পদ্মাসন পিতামহ বিধাতারে
 অগতের পিতামাতা পার্শ্বভী শঙ্কর । ৮৬ ॥

বধুকে আশীষ করি কহিলেন পদ্মবোনী
 হে কল্যাণি, হও তুমি বীর প্রসবিনী,
 অষ্টমুক্তি শঙ্করকে কি বলিয়া আশীষিবে
 চিন্তা করি নাহি পান বাচস্পতি যিনি । ৮৭ ॥

তখন সে আয়াপতি চতুষ্কোণ বেদীপরে
 বসিলা কনকাসন করি আলোকিত
 বাহ্যিত আচারযোগ্য আত্মতুর্কাদল রাজি
 তাহাদের শিরোপরি হইল বর্ষিত । ৮৮ ॥

পদ্মালয়া লক্ষ্মী আসি ধরিল। মন্তকোপরি
 মৃণালের দণ্ডসহ পদ্মের ছাতাটি
 শতদল প্রান্তভাগে বিস্তারিত বারিবিধু
 সজ্জিলা মুক্তারলম শোভা পরিপাটি । ৮৯ ॥

ধিধা প্রযুক্তেন চ বাঙময়েণ
 সবস্বতী তন্ মিথুনং হুনাব ।
 সংস্কার পুতেন বরং বরেণ্যং
 বধুং স্থগ্রাহ্য নিবন্ধনেন । ২০ ॥

তো সন্ধিমু ব্যঞ্জিতবৃত্তি-ভেদং
 বসান্তরেষু প্রতিবন্ধরাপম্ ।
 অপভ্রতা ম্পরসাং মুহূর্ত্তং
 প্রয়োগমাভ্যং ললিতাকহারম্ । ২১ ॥

দেবাস্তদন্তে হরযুতভাষ্যং
 কিরীট বদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য ।
 শাপাবলানে প্রতিপন্নমূর্ত্তের
 ঘঘাচিরে পঞ্চশরশ্চ সেবাম্ । ২২ ॥

তস্তাহমেনে ভগবান বিমহ্যার
 ব্যাপার-মাস্ত্রত্বপি সায়কানাম্ ।
 কালপ্রযুক্তা খলু কাথ্যবিম্বি
 বিজ্ঞাপনা ভঙ্মু সিদ্ধিমেতি । ২৩ ॥

অথ বিবুধ-গণাংস্তা
 দিস্দুমৌলির-বিস্মজ্য
 ক্ষিত্তিধরপতি-কত্মা
 মাদদানঃ করেণ ।
 কনক কলস-যুক্তং
 ভক্তি-শোভা-সনাথং
 ক্রিতি বিরচিত শয্যাং
 কোতুকাগার মাগাং । ২৪ ॥

দেবী সরস্বতী আসি নম্পতির পুরোভাগে
কবিলেন জ্ঞতি স্তব হুমধুর গানে,
বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ছিল শব্দের স্তব, আর
উমান্ততি স্মৃতিপ্রাণ প্রাকৃত বয়ানে । ২০ ।

তারপর নানাবিধ অঙ্গের ভঙ্গিমা সহ
বাঞ্জনায় করি নানা রসের সৃজন
অঙ্গরার প্রদর্শিল যে আদি নাটকখানি
হেবি তা কণেক মুগ্ধ হইলা দু'জন । ২১ ।

আপন কিরীটে রাখি অঞ্জলি নিবদ্ধ কর
বিবাহিত শব্দকে কহে দেবগণ
তব শাপানে দক্ষ কন্দর্পেরে মুক্তি দিলে
সে আসিরা তব সেবা করিবে এখন । ২২ ।

গতক্রোধ ভগবান সানন্দে দিলেন সায়
কন্দর্পেরে যত খুশী বাণ বরিষণে
যে জানে সাধিতে কার্য, আপন প্রার্থনাজাত
এমনি সুযোগ করে প্রভুর সননে । ২৩ ।

অনন্তর বিদায়ে জানায়ে
একে একে সব দেবতারে,
ইন্দুমৌলি প্রবেশিলা নিয়া
হস্তে ধরি হিমাদ্রী কন্ডারে ।
আলিম্পনে চিত্রিত, সজ্জিত
স্বর্ণকুণ্ড শোভিত দুয়ারে,
ভূমিতলে শয্যা বিরচিত
যেথাছিল, সে বাসরাগারে । ২৪ ।

নব পরিণয় লজ্জা
 ভূষণাং তত্র গৌরীং
 বদন-মণহরস্তীং
 তৎকৃত্য ক্ষেপমীশঃ ।
 অপি শয়ন-সখীভ্যাং
 দত্তবাচং কথঞ্চিং
 প্রথম মুখ বিকারৈর্
 হাসয়া মাস গৃঢ়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ

নববধু লজ্জায় ভূষিতা
 নভমুখে সেথায় বহিলা,
 যতই না মহেশ্বর তার
 মুখখানি তুলিয়া ধরিলা ।
 শুধু শব্দা সহচরী গণে
 দুইচারি বচন কহিলা,
 প্রমথের মুখভঙ্গী হেরি
 অবশেষে পার্শ্বতী হাসিলা । ॥ ২৫ ॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

পাণি-পীড়নবিধে-রনস্তরঃ
শৈলরাজ ছহিতুব-হরং প্রতি
ভাব-সাধন পরিগ্রহাদভূং
কামদোহদ-স্থং মনোহরম্ ॥ ১ ॥

বাহুতা প্রতিবচো ন সন্দেহে
গন্তু মৈচ্ছদ বলস্বিতাং শুকা ।
সেবতে স্য শয়নং পরাঙ্গুথী
স। তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥ ২ ॥

কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাং
পার্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্ ।
চক্ষুঃশ্লিষতি সস্মিতং প্রিয়ে
বিদ্যাদাহত-মিব গুম্বীলয়ং ॥ ৩ ॥

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া
শঙ্করশ্চ রুদ্রে তয়া করঃ ।
তদুকুলমথ চাভবৎ স্বয়ং
দূরম্চ্ছসিত-নীবিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥

এবমালি ! নিগৃহীত-সাধনং
শঙ্করো বহসি সেবাতামিতি ।
স। সখীভি-রূপদ্বিষ্ট-মাকুলা
নাম্ববৎ প্রমুখবর্ত্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

অষ্টম সর্গ

পাণি পীড়নোৎসব সম্পন্ন হবার পরে
শৈলরাজ হুহিতার শরীরে যখন,
সজ্জ স্বথ কামনার গুপ্ত স্বথ বোধ হেতু
আসিল লাবণ্য, মুগ্ধ হল ত্রিলোচন । ১ ॥

কিন্তু তার ইচ্ছামত কথা না বলিত উমা,
আকর্ষিলে বস্ত্র হত ছাড়াতে উন্মুখ ,
শয্যায় শয়ন করি থাকিত যে পার্শ্বদিকি
এ সব সম্বোধ হব লভিত কোতুক । ২ ॥

কপট নিজায় কতু শয়ান থাকিলে শত্ৰু,
চাহিত তাহার প্রতি উমা অপলক,
অকস্মাৎ মহেশ্বর মেলিলে নয়ন ত্রয়
খেলিত দুয়ের চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলক । ৩ ॥

উমার বসন গ্রস্থি শিথিল করিতে যবে,
নাভিতে করিত শিব কর সঞ্চালন,
সভয়ে চাহিত গৌরী নিবৃত্ত করিতে তাবৈ
আপন উচ্ছ্বাসে কিন্তু পসিত বন্ধন । ৪ ॥

এভাবে করিও তুমি শঙ্করের সেবা যত
সখীরা শিখাষে দিয়া উপদেশ দিত
মনে মনে সেই চেষ্টা করিলেও কিন্তু, উমা
শিবের সম্মুখে আসি সকলি ভুলিত । ৫ ॥

অপ্যবন্তনি কথা প্রবৃত্তয়ে
 প্রমত্তং পর-মনজশাসিনন্ ।
 বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্শ্বতী
 মূৰ্দ্ধকম্পময়-মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥

শূলিনঃ করতলঘ্রেন সা
 সন্নিবধ্য নয়নে হতাংস্তকা ।
 তস্তা পশ্চাতি ললাটলোচনে
 মোঘষত্ব বিধুরা রহস্তভূং ॥ ৭ ॥

চুষনেষধরদান-বজ্জিতং
 সন্নহস্ত-মদয়োপগৃহ্ণেনে ।
 ক্লিষ্ট মন্থথমপি প্রিয়ং প্রভোর
 হ্রলভ-প্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥ ৮ ॥

ষম্মুখ গ্রহণকতাধরং
 দানমত্ত্রণপদং নথঞ্চ যৎ ।
 যত্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্ত তৎ
 পার্শ্বতী বিসহতে স নেতরং ॥ ৯ ॥

রাজিবৃত্ত-মহুযোক্ত মুচ্ছতং সা
 প্রভাত সময়ে সখীজনম্ ।
 নাকরোদপ-কুতূহলং হ্রিয়া
 শংসিতুং চ হৃদয়েন তদ্বরে ॥ ১০ ॥

দর্পণে চ পরিভোগ দর্শিনী
 পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিবেচ্ছযঃ ।
 প্রোক্ষ্য বিষমহু বিষমাস্তনঃ
 কানি কানি ন চকার লজ্জয়া ॥ ১১ ॥

নানারূপ প্রস্তু করি পার্শ্বতীর বাক্যসুধা
 শুনিতে চাহিত যবে অনলশালন
 দ্রব্য চাহিয়া শুধু দিত সে উত্তর তার
 আনত মন্তক খানি করি সঞ্চালন । ৬ ॥

কাড়ি নিলে বস্ত্র তার করতল দ্বারা উমা,
 ঢাকিত হরের চক্ষু দৃষ্টি রোধিবারে,
 কিন্তু ললাটের নেত্রে চাহিয়া দেখিত শূলী
 হতবজ্রা লঙ্কারূপা বিমুঢ়া উমাবে । ৭ ॥

চুষনের প্রতিদান দিত না পার্শ্বতী তারে
 আলিঙ্গনে ছিল ধেন পাষণ প্রতিমা
 নব স্ত্রীর এইসব কামনা বিরুদ্ধ ভাবে
 প্রভুর স্বথের কিছু নাহি ছিল সীমা । ৮ ॥

অধর দংশন ক্ষত বজ্জিত চুষনে কিম্বা,
 নখাঘাত ছাড়া অল্প মুহূ আচরণে,
 পার্শ্বতীর নাহি ছিল আপত্তি বিশেষ কিছু
 অধিক কিছুকে স্থান না দিত সে মনে ! ৯ ॥

জানিতে রাজ্যের কথা প্রভাত সময়ে যবে
 সখীরা করিত তায়ে তাক্ত জালাতন,
 নিরাশ না করিত সে, যদিও বা লঙ্কাযুক্তা
 অন্তরে অধীরা ছিল করিতে বর্ণন । ১০ ॥

দেখিতে সন্তোষ চিহ্ন দর্পন লইয়া যবে
 বলিত নির্জনে গৌরী, প্রিয়তম তার,
 আসি দাঁড়াইলে পিছে লঙ্কায় সে হত সারা
 তার প্রতিবিম্ব পার্শ্বে ছেদিত আপনায় । ১১ ॥

নীলকণ্ঠ-পরিভূক্ত বোবনাং তাং
 বিলোকা জননী সমাশ্রসীং ।
 ভর্জবল্লভ তয়া হি মানসীঃ
 মাতুরন্ততি শুচং বধুজনঃ ॥ ১২ ॥

বাসরানি কতিচিৎ কথঞ্চন
 স্থাগুনা পদমকার্যাত প্রিয়া ।
 জাত ময়থ-রসা শটনৈঃ শটনৈঃ
 সা ম্যোচ রতি হুঃখ শীলতাম্ ॥ ১৩ ॥

সম্বজে প্রিয়-মুরোনি পীড়িতা
 প্রাধিতং মুখ-মনেন নাহরং ।
 মেখলা-প্রণয়-লোলতাং গতং
 হস্তমস্তা শিথিলং রুরোধ সা ॥ ১৪ ॥

ভাবস্থচিত মদৃষ্ট বিপ্রিয়ং
 চাটুমং কণ-বিয়োগকাতরম্ ।
 কৈশ্বিদেব দিবসৈস-সুদা তয়োঃ
 প্রেম রূঢ়-মিতবেতরা শ্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তং যথাস্থ্য সদৃশং বরং বধু
 বহুবল্লভ্যত বরস্থথৈব তাম্ ।
 সাগরাদনপগা হি জাহুবী
 সোহপি তন্মুখ-রসৈক-নিবৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

শিষ্টতাং নিধুবনোপদেশিনঃ
 শঙ্করস্ত বহসি প্রপন্নয়া ।
 শিক্তিতং যুবতি নৈপুণ্যং তয়া
 বক্তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ-পরিভূক্ত কণ্ঠায় যৌবন হেরি
 মাতা মেনকার হল আনন্দ অগার,
 নবোঢ়া দুহিতা যদি পতি-সোহাগিনী হয়,
 স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে জননী তাহার । ১২ ।

কয়েক দিনের মধ্যে সক্ষম হইলা স্বাগু
 আনিতে স্ব-বশে তার শ্রিয়া পার্শ্বতীরে,
 ময়ূখের রসস্থখা আশ্বাদন করি ক্রমে
 প্রতিকূল ভাব উমা ত্যাজে ধীরে ধীরে । ১৩ ।

আলিঙ্গনে দিত তারে প্রতি আলিঙ্গন, আর
 না কিরাত মুখখানি চাহিলে চুষন,
 মেখলা কাড়িতে গেলে লোলুপ পতির হস্ত
 নাহি নিবারিত আর পূর্বের মতন । ১৪ ।

উভয়ের হৃদয়ের অম্লরাগ কিম্বা প্রেম,
 কতিপয় দিবসেই হল গাঢ়ভর,
 না কিরায়ে দৃষ্টি তারা করিত কটাক্ষপাত
 ক্ষণিক বিরহে তারা হইত কাতর । ১৫ ।

মনোমত বয় লভি পার্শ্বতীর অম্লরাগ
 যেরূপ বাড়িয়া ছিল, শিবের তেমন,
 সাগরের অভিযুখে জাহ্নবী ছুটিতে চাহে
 সিদ্ধুও উন্মুখ তাহে করিতে গ্রহণ । ১৬ ।

শকরের সন্ধিকটে কামশাস্ত্র রীতিনীতি
 অনেক শিখিয়াছিল যে শিষ্টা নবীন
 শিখাইয়া দিয়া তাহে যুবতীর নিপুণতা
 উপযুক্ত রূপে দিলা গুরুর দক্ষিণা । ১৭ ।

দষ্টমুক্ত-মধরোষ্ঠ-মঞ্চিকা
বেদনা-বিধূত-হস্ত পল্লবা ।
শীতলেন নিরুবাণয়ং ক্ষণং
মৌলিচন্দ্র শকলেন শূলিনঃ ॥ ১৮ ॥

চুষনা-দলক চূর্ণ-দূষিতং
শঙ্করোহপি নয়নং ললাটজম্ ।
উচ্ছ্বসং-কমল-গন্ধয়ে দদৌ
পার্কর্তী বদন- গন্ধ বাহিনে ॥ ১৯ ॥

এবমিচ্ছিয়-সুখস্ত বস্তুনঃ
সেবনা-দম্বুগৃহীত-ময়খঃ ।
শৈলরাজ ভবনে সহোময়।
মালমাত্রমবসদ বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥

গোহৃহমাশ্রু হিমবন্ত-মাস্তভূ
রাস্তজা-বিরহ-দুঃখ পীড়িতম্ ।
তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরণ্
অগ্রমেয়-গতিনা ককুদ্বতা ॥ ২১ ॥

মেক্ষমেতা মরুদাশু বাহনঃ
পার্কর্তী স্তন-পূরঙ্কৃতঃ কৃতী ।
হেমপল্লব-বিভজ-সংস্তরা
নম্বভূং সুরত-তৎপরঃ ক্ষপাম্ ॥ ২২ ॥

পদ্মনাভ-চরণাঙ্কিতা-শ্মশ্রু
প্রাপ্তবৎ-শ্মশ্রুত-বিপ্রসো নবাঃ ।
মন্দরস্ত কটকেষু চাবসৎ
পার্কর্তী-বদন-পদ্ম-ষট্পদঃ ॥ ২৩ ॥

বেদনা কল্পিত করে ক্ষণেক নিবৃত্ত কার
 অসহিষ্ণু চন্দ্রমৌলি শঙ্কু ত্রিলোচনে,
 গোঁরী তার দষ্টমুক্ত অধর পল্লবধয়
 শীতলিত ললাটের চন্দ্রের কিরণে । ১৮ ॥

শঙ্করের ললাটস্থ নয়ন চূষন কালে
 অলকের গন্ধ চূর্ণ পড়িলে উড়িয়া,
 বিদূরিত করিত তা পদ্মানন হতে উমা
 পদ্মের স্বরভি সম বায়ু নিঃশাসিয়া । ১৯ ॥

পুণরুজ্জীবিত করি ভ্রম্মাভূত মদনকে,
 এভাবে ইন্দ্রিয় স্থখ সেবন করিয়া
 একমাস কাল মাত্র শৈলরাজ-নিকেতনে
 রহিল। বৃষভধ্বজ পার্বতীয়ে নিয়া । ২০ ॥

লভি অমৃতমতি শিব ক্রতগতি বৃষে চড়ি
 উমা সহ যত্র তত্র করিলা ভ্রমণ
 গিরিও এদিকে কিঙ্ক দুহিতার অদর্শনে
 বেদনা কাতর হয়ে হল ক্ষুদ্রমন । ২১ ॥

বায়ুসম ক্রতগতি বাহনের পৃষ্ঠে চড়ি,
 পীনসুনী পার্বতীয়ে সন্মুখে বসায়
 স্ববর্ণ মণ্ডিত মেরু পর্বতে আসিয়া শঙ্কু,
 ঘাপিলা রজনী স্বর্ণ পল্লব শযায় । ২২ ॥

বিষ্ণুর বলয়াক্রান্ত অমৃত মন্থন দণ্ড,
 অমৃত লীকড় স্পর্শে শীতল তৃধর ;
 মন্দারের পাদদেশে কাটাইলা কিছুকণ
 উমা পদ্মমুখ-সেবী ভ্রমর শঙ্কর । ২৩ ॥

রাবণ ধনিত-ভীতয়া তয়া
কণ্ঠ সক্ত-দৃঢ় বাহু বন্ধনঃ
এক পিঙ্গল গিরৌ জগদ্ভুজ-
নিবিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ॥ ২৪ ॥

ভক্ত জাতু মলয়স্থলীরতের
ধৃত চন্দন লতঃ প্রিয়া কুমম্ ।
আচ্চাম সলবঙ্গ কেশরশ্
চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ ॥ ২৫ ॥

হেম-তামরস-তাড়িত প্রিয়া
তৎকরাস্ব-বিনি মীলিতেক্ষণা ।
খে বাগাহত তরঙ্গিণীমুখা
মীনপঙ্ক্তি-পুণরুক্তমেখলা ॥ ২৬ ॥

তাং পুলোমত-নয়াল কোচিঠৈ
পারিজাত-কুশুমৈঃ প্রসাধয়ন্ ।
নন্দনে চির-মধুগ্ধলোচনঃ
সম্পূহং সুরবধূভি-রীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যভোম-মহুভূয় শঙ্করঃ
প্রাথিবঞ্চ বনিতালংকঃ স্তম্ভম্ ।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে
গন্ধমাদন বনং বাগাহত ॥ ২৮ ॥

তত্র কাঞ্চন-শিলাতলা শ্রয়ো
নেত্রগম্য মবলোক্য ভাস্করম্ ।
দক্ষিণেতরভূজ-ব্যাপাশ্রয়াং
ব্যাঞ্জহার সহ ধর্মচাবিণীম্ ॥ ২৯ ॥

একদা কৈলাসে তারা চন্দ্ৰের আলোকে যবে
বসিয়া করিতেছিল। কথোপকথন,
রাবণ-হৃদয়ে ভীতা উমা তার বাহু দ্বারা
শঙ্করের কণ্ঠ দৃঢ় করিল বন্ধন । ২৪ ॥

মলয় পর্বত পরে দু'জনে যখন ছিলা
বিহার প্রমোদে মত্ত, দক্ষিণ পবন
লবঙ্গ কেশর আনি শঙ্কর-প্রিয়ায় প্রাপ্তি
হরণ করিলা চাটুকায়ের মতন । ২৫ ॥

অৰ্ণবদ্বারা উমা তাড়িত করিলে হবে,
সেও চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিত
দিশাহারা হয়ে উমা, ঝাঁপায়ে পড়িলে জলে
মেখলা অঞ্চল সম সফরী উড়িত । ২৬ ॥

নন্দন কাননে যবে শচী-প্রিয় পারিজাতে
সাজাইত পার্বতীর কেশ ত্রিলোচন,
স্বয়ং কামিনীয়া তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ে আয়,
নির্নিমেষ নেত্র মেলি করিত দর্শন । ২৭ ॥

পার্শ্বিক ও অপার্শ্বিক এভাবে সকল স্থান,
বনিতার সহ ভোগ করি মহেশ্বর
সুখাস্ত গমন কালে প্রবেশিলা একদিন
গিরি গন্ধমাদনের কাননাভ্যন্তরে । ২৮ ॥

সেখা এক স্বর্ণের শিলা পরে বসি শিব
সুখের স্নান যত্ন আলো নেহারিয়া,
পার্শ্বে উপবিষ্টা তার বাম বাহু লংঘনা
লঙ্ঘন্যাচারিণীকে কহে লম্বোদরিয়া । ২৯ ॥

পদ্মকান্তি-মরুণজিভাগয়োঃ

সংক্রমষ্য তব নেত্রয়োঃরিব ।

সংক্ষেপে জগদিব প্রজেশ্বরঃ

সংহরত্যাহ-বসা-বহর্পতিঃ ॥ ৩০ ॥

শীকরব্যতিকরং মরীচিভিঃ

দূরয়ত্যবনতে ! বিবস্বতি ।

ইন্দ্রচাপ-পরিবেশশ্যাতাং

নিবর্য। স্তব পিতৃব্রজস্তায়ী ॥ ৩১ ॥

দষ্ট তামরস-কেশরতাজোঃ

ক্রন্দতোবিপরিবৃত্ত কণ্ঠয়োঃ

নিয়য়োঃ সরসি চক্রবাকয়ো-

অল্লমস্তর মননতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥

স্থান মাহিক-মপাস্ত্র দন্তিনঃ

সঙ্ককী বিটপ-ভঙ্গ-বাসিতম্ ।

আবিভাত-চরণায় গৃহতে

বারি বারিক্ৰহ-বদ্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥

পশু পশ্চিমদিগন্ত-লম্বিনা

নির্মিতং মিতকথে ! বিবস্বতা ।

দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোহস্তসাং

তাপণীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

উত্তরস্তি বিনিকীৰ্ণ্য পম্বলং

গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতা তপাঃ ।

দংশিণো বনবরাহযুথপা

দষ্টভজু্যবিসাক্ষরা ইব ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্য তার পদসম অরুণাভ বর্ণচ্ছটা
 তব নয়নের এক তৃতীয়াংশ মাঝে
 গচ্ছিত রাখিয়া চলি যায় সজোপনে, যেন
 প্রজাপতি রত তার সৃষ্টি ধ্বংশ কাজে । ৩০ ।

দেখ প্রিয়ে, আনতাজি ! সৌরকর রাশি আর
 পূর্ব্ববৎ না পড়িছে নিব্বরের গায়,
 সরিয়াছে আলো দূরে, তাই তব জনকের
 ঝর্ণাশ্রোতে ইন্দ্রধনু শোভা নাহি পায় । ৩১ ।

পদ্মের কেশরটুকু সম্পূর্ণ খাবার আগে
 নামিয়া আসিছে রাত্রি, তাই মনোজুখে
 দিবসের স্বপ্নস্বায়ী বিরহ বাড়িবে চিন্তি
 চক্রবাক পতিপত্নী আছে ভিন্নমুখে ! ৩২ ।

প্রভাত পথ্যস্ত ঘাতে ভূষণ্য না কষ্ট পায়
 তাই দেখ হস্তিযুগ লইতেছে জল,
 অগন্ধি-নির্ধ্যাস পূর্ণ শঙ্ককীর ছায়া ছাড়ি
 ভোমরা হইল বন্দী মুদিলে কমল । ৩৩ ।

হে মিতভাষিণী, দেখ পশ্চিম দিগন্ত প্রান্তে
 ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব করিলে প্রয়াণ,
 সবসৌর স্নিগ্ধ বক্ষে পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব
 সুদীর্ঘ সোনার এক সেতুর সমান । ৩৪ ।

ধবল দংষ্ট্রযুক্ত বনবরাহের দল
 দিনের প্রবল তাপ করি প্রশমিত,
 দেখ চাহি, যেন শ্বেত যুগ্মালের দণ্ডলহ
 পঙ্কিল সরসী হতে হইল উদ্ভিত । ৩৫ ।

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতান্দনঃ

জাতকপরস-গৌরমণ্ডলঃ ।

হীয়মান-মহরত্নাতপঃ

পীবরোরু ! পিবতীৰ বহিণঃ । ৩৬ ॥

পূৰ্বভাগ তিমির-প্রবৃষ্টিভিঃ

ব্যক্ত পঙ্কমির জাত মেকতঃ ।

খং হতাতপ-জলং বিবস্বতা

ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎসরঃ ॥ ৩৭ ॥

আবিশক্তি-কটজাজনঃ

মুগৈঃ-মূলসেক-সদৃশৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ ।

আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্নি-ধেনবঃ

বিভ্রতি শ্রিয়-মুদীরিতাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্ককোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং

সাবশেষ বিবরং কুশেশয়ম্ ।

ষট্‌পদায় বসতিং গ্রহীয়াতে

প্রীতিপূৰ্ব্বমিব দাতুমন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

দুৰলগ্ন-পরিমেয়বশ্মিনা

বারুণী দিগবর্ণেন ভাষুনা ।

ভাতি কেশবভেদে মণ্ডিতা

বজ্রজীব-তিলকেন কল্পকা ॥ ৪০ ॥

সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ

অন্দনাশ-ক্লময়ক্লম-দ্বনৈঃ ।

ভাষুমগ্নি-পরিবীর্ণ-তেজসঃ

সংস্ফবন্তি কিরণোদ-পায়িনঃ ॥ ৪১ ॥

অগ্নি পীনস্তনি ! দেখ, বৃক্ষ শাখে বসি কেকা
সঙ্ক্কার মূহল ভাব করিতেছে পান,
অন্তগামী তপনের লোহিত কিরণ জালে
হয়েছে কলাপ তার স্বর্ণের সমান । ৩৬ ।

গগনের পূর্বভাগে আঁধার আসিল নামি,
অন্তাগ্র স্থানেও তার আলো অতি কম,
মনে হয় ব্যোমরূপ তড়াগের স্থানে স্থানে
আছে অল্প জল আর পূর্বাংশে কর্দম । ৩৭ ।

মৃগরা আসিছে ফিরে পর্ণশালাজনে আর
তরুণে জলধারা হতেছে সিক্তিত,
কিরিতেছে হোমধেনু, উঠিছে হোমায়ি জলি
আশ্রম অপূর্ব সাজে হইল মণ্ডিত । ৩৮ ।

যদিও আসিছে মুদে কমলের দলগুলি
ঈধৎ উন্মুক্ত তবু আছে কার তরে !
আসিলে ভ্রমরবন্ধু নিরাশ না করি তায়ে
হৃদয়ে বসাবে তায়ে পরম আদরে । ৩৯ ।

অন্তগামী ভাস্করের অস্তিম লোহিতচ্ছটা
দূরের পশ্চিমাকাশে হল অপসৃত্য,
মনে হয় কল্পা এক কেশর মালার সহ
বন্ধুজীব কুসুমের তিলকে শোভিতা । ৪০ ।

অগ্নিতে রাখিয়া তেজ ভাঙ্গ হল অন্তর্হিত,
আর তার বশ্মিপায়ী সহচরগণ
স্বমধুর সামগীতে গাহিলে সবিতৃ-স্ততি
স্বর্গ-স্বর্গ-অবগণ করে তা শ্রবণ । ৪১ ।

লোহ্ম-মানত-শিরোধৈরব-হয়ৈঃ

কর্ণচামর-বিষট্টিতেক্ষণৈঃ ।

অন্তমেতি যুগভুগ্ন-কেশরৈঃ

সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ ॥ ৪২ ॥

খং প্রস্থপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ

তেজসো মহত দীদৃশী গতিঃ ।

তৎ প্রকাশয়তি যাবতুখিতং

মীলনায় খলু তাবতক্ষুতম্ ॥ ৪৩ ॥

সঙ্কায়াপ্যভুগতং রবেব-বপুঃ

বন্দ্য-মন্ত শিখরে সমর্পিতম্ ।

প্রাক্ তথেষ্মদয়ে পুরস্কৃত।

নাহুযাত্তি কথং তমাপদি ॥ ৪৪ ॥

ব্রজগীত-কপিশাঃ পয়োমুচাং

কোটয়ঃ কুটিলকেশি ! ভাস্ক্যম্ ।

ব্রক্ষাসি ত্রমিতি সঙ্কামানয়া

বর্ণিকা ভিরিব সাধুমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

সিংহকেশব-সটাস্ত ভূভূতাং

পল্লব প্রসবিষু ক্ষমেষু চ ।

পশু ধাতুশিখরেষু ভাহন।

সংবিভক্ত মিব সাক্ষ্যমাতপম্ ॥ ৪৬ ॥

পার্ষি-মুক্ত-বহুধা-স্তপস্বিনঃ

পাবনাস্ব-বহিতাঞ্জলি-ক্রিয়াঃ ।

ব্রহ্ম গৃঢ়-মতিসঙ্ক-মাদৃতাঃ

শুভয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী ॥ ৪৭ ॥

সিঁদুর সলিল মধো দিনকে রাখিতে রবি
ছুটিছে নিম্নাভিমুখে নিয়া তার রথ,
অশ্বের কেশবরাজি জড়াইয়া রথদণ্ড
ঢাকিয়া তরঙ্গ-নেত্র ঘোড়িতেছে পথ । ৪২ ।

রবি অন্তে গেলে নভ হল যেন নিত্রাচ্ছন্ন
তেজস্বীজনের এই পরিণতি হয়,
তাহাদের অভ্যদয়ে বিশ্ব হয় আলোকিত
তিরোধান মাত্র সব অন্ধকারময় । ৪৩ ।

অস্তাচলে ভাস্করের স্থাপিত হইলে বপু
চলিলা পশ্চাতে তার সন্ধ্যা পতিব্রতা,
বাহাকে রাখিয়া অগ্রে তপন উদিত হয়
অস্ত্রিমে সে কেন নাহি হবে অহুগতা ? ৪৪ ।

দেখছে, কুঞ্চিতকেশি ! কপিশ রক্ত বা পীত
নানা বর্ণে স্রব্ধিত মেঘ প্রান্তগুলি,
মনে হয় সন্ধ্যা দেবী তব বিনোদন লাগি
রাঙায়েছে জলদেবে নিয়া তার তুলি । ৪৫ ।

ভূধরহ কেশরির কেশর বা পল্লবিত
তরুরাজি কিম্বা ধাতু শোভিত শিখর,
দেখ সম ভাবে আলো বন্টন করিয়া সবে
সন্ধ্যাকালে রাঙাইয়া দিলা প্রভাকর । ৪৬ ।

দেখ ঐ তাপসগণ পাদাগ্রে করিয়া ভর
অর্ঘ্য উপহার যোগে ভক্তি পূর্ণ মনে,
অঞ্জলি ভরিয়া নিয়া পুতঃ বারি বিধিমতে
অগ্নিছে গায়ত্রীমন্ত্র সন্ধ্যায় লগনে । ৪৭ ।

ভয়হুর্ন্ত-মহুমন্ত-মহঁসি
 প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি ।
 স্বাং বিনোদবিপুণঃ সধীজনঃ
 বস্তুবাদিনি ! বিনোদয়িত্তি ॥ ৪৮ ॥

নির্বিভূজা দশনচ্ছদং ততঃ
 বাচি ভর্তু রবধীরণা পরা ।
 শৈলরাজতনয়া সমীপগা
 মাললাপ বিজয়া-মহেতুকম্ ॥ ৪৯ ॥

ঈশ্বরোহপি দিবসাতায়োচিতং
 মন্ত্রপূর্ব-মহুতস্থিবান্ বিধিম্ ।
 পার্কতী-মবচনা-মহুয়য়া
 প্রত্নাপেত্য পুনরাহ সশ্মিতম্ ॥ ৫০ ॥

মঞ্চ কোপ-মনিমিত্ত কোপনে !
 সক্ষয়া প্রণমিতো হস্মি নানুখা ।
 কিং ন বেৎসি সহধর্মচারিণং
 চক্রবাক-সমবৃত্তি-মাশ্রয়নঃ ॥ ৫১ ॥

নির্ম্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা
 ষা তত্ঃ স্ততহ ! পূর্বমুজ্জ্বিতা
 সেয়মন্ত-মুদয়ঞ্চ সেবাতো
 তেন মানিনি ! মমাজ্জ গৌরবম্ ॥ ৫২ ॥

তামিমাং তিমিরবৃত্তি-পীড়িতাং
 ভূমিলগ্নমিব সম্প্রতি স্থিতাম্ ।
 এক তন্তুট-তমাল মালিনীং
 পশু ধাতুরল-নিয়গামিব ॥ ৫৩ ॥

কণিক সময় দাও, আমিও প্রস্তুত হয়ে
 সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য করি সমাপন,
 এই অবসরে তব বাক পটু বান্ধবীরা
 আলাপে করিবে তব চিত্ত বিনোদন । ৪৮ ॥

শুনিয়া পতির কথা ক্র যুগ কুঞ্চিত করি
 সমীপবর্তিনী সখী বিজয়ার মনে
 কহিতে লাগিলা নানা অহেতুক কথা যত
 শৈল রাজ পুত্রী উমা ক্ষুদ্র রুষ্ট মনে ॥ ৪৯ ॥

ঈশানও সেইকালে মন্ত্র উচ্চারণ সহ
 ষথাবিধি সায়াং কার্য্য করি সমাপন,
 বাক্যআলাপে পরাশুখী প্রিয়র নিকটে আসি
 কহিলা সন্মিতমুখে নিম্নোক্তবচন । ৫০ ॥

অকারণে ক্রুদ্ধা ওগো, পরিহার কর ক্রোধ,
 সন্ধ্যাদি ছাড়া তো আর কিছু করি নাই,
 জ্ঞান না কি আমি তব সহধর্ম্মচারী কভু
 চক্রবাক সম যদি দূরেও বা যাই ? ৫১ ॥

হে স্ততম্ব ! পুরাকালে সৃষ্টি পিতৃ পুরুষেরে
 অর্পিতা যে আপনার মূর্ত্তি প্রজাপতি
 সে মূর্ত্তিই উদয়ে ও অন্তকালে সন্ধ্যা নামে
 পরিচিত, তাই তাহা মম প্রিয় অতি । ৫২ ॥

আসিছে তিমির ব্যাপি মনে হয় সন্ধ্যা তাই
 লুটাইয়া ভূমিতলে শোভিছে, যেমন
 শোভে রাজ্য ধাতুরসে উৎসৃষ্ট স্রোতস্বতী
 পৃষ্ঠতটে লয়ে তার তমালের বন । ৫৩ ॥

সাক্ষ্যমন্তমিত-শেষমাতপং

বক্তলেখমপরা বিভক্তি দিক্ ।

সম্পরায়-বহুধা সশোণিতং

মণ্ডলাগ্রমিব তিষ্ঠাণ্ডজ্জ্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥

যামিনীদিবস-সন্ধিসম্ভবে

তেজসি ব্যবহিতে স্তম্ভেষ্ণা

এত-দদ্ধতমমং নিরুগ্ধং

দিক্ষু দীর্ঘনয়নে ! বিজ্জ্বতে ॥ ৫৫ ॥

নোদ্ধ মীক্ষণ-গতির্ন চাপ্যধো

নাভিতো ন পূরতো ন পৃষ্ঠতঃ ।

লোক এব তিমিরোষ-বেষ্টিতঃ

গর্ভবাস ইব বর্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥

শুদ্ধ-মাবিল-মবস্থিতং চলং

বজ্র-মার্জ্জব-গুণাশ্রিতং চ যৎ ।

সর্বমেব তমস। সমীকৃতং

ধিঙ্ মহত্ব-মসতাং হতাস্তরম্ ॥ ৫৭ ॥

নুনমুন্নয়তি ঘজনাং প্রিয়ঃ

শার্বরশ্চ তমসো নিষিদ্ধয়ে ।

পুণ্ডরীকমুখি ! পূর্বদিঙ্ মুখং

কৈতকৈরিব রজোভি-বাহতম্ ॥ ৫৮ ॥

মন্দরাস্তরিত-মুত্তিনা নিশা

লক্ষ্যতে শশভূতা সতায়ক।।

স্বং ময়া প্রিয়সখী সমাগতা

শ্রোয়তেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫৯ ॥

অশ্রু প্রাপ্তে দেখ চাহি সজ্জার অন্তিম রশ্মি
শোভিছে তির্ধ্যাকভাবে রক্তিম লেখনে,
মনে হয় কেহ যেন রক্তস্নাত তরবারী
ঘুরাইছে চক্রাকারে সময় প্রাপ্তনে । ৫৪ ॥

হে দীর্ঘ নয়নে! দেখ, দিবস ও রজনীর
সন্ধিক্ষণে সায়াহ্নের অন্তিম আলোক,
স্বমেরু পর্বত দ্বারা আচ্ছন্ন হইল তাই
গভীর তিমির আসি ঢাকিল ত্রিলোক । ৫৫ ॥

উজ্জ্বল কিম্বা অধঃ কিম্বা সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে
গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা নাহি যায়,
মনে হয় লোক যেন কাটাইছে বিভাবরী
অন্ধকারে পরিবৃত্ত গর্ভ যন্ত্রণায় । ৫৬ ॥

ভাল মন্দ ঋজু বক্র চলমান কিম্বা স্থির
তিমির প্রভাবে হল সকল সমান
অসত্তের বুদ্ধিতেও এইরূপ ফল হয়
ধিক্ এবে! বৈশিষ্ট্যকে ঘেবা করে মান । ৫৭ ॥

স্বাত্তিকগনের প্রিয় নিশানাথ উদ্ভিতেছে
অন্ধকার করি খর্ব্ব, দেখ পদ্মাননে,
পূর্ব দিকবধূর ঐ বদনকে কেহ যেন
করেছে ভাস্বর গন্ধ চূর্ণ প্রলেপণে । ৫৮ ॥

মন্দারের অন্তরালে উদ্ভিছে শশাক তাই
স-তারকা দ্বাজি দেখ কি শোভা ধরিছে,
সখীদের মধ্যে যেন তুমি আছ, আর আমি
গুনিতে তোমার কথা দাঁড়ায়েছি পিছে । ৫৯ ॥

কঙ্কনির্গমন-মা দিন কয়াৎ

পূর্বদৃষ্টতম্-চন্দ্রিকাস্থিতম্ ।

এত-দুগ্নিরতি চন্দ্রমণ্ডলং

দিগ্ৰহস্তমিব রাত্রিনোদিতম্প ॥ ৬০ ॥

পশু পক্ষফলিনী-ফলস্থিয়া

বিশ্বলাঙ্ঘিত-বিস্তৃত-সরোহস্তমা-

বিপ্রকৃষ্ট-বিধুরং হিমাংশুনা

চক্রবাক-মিথুনং বিড়ম্বাতে ॥ ৬১ ॥

শকা-মোষধিপতেব-নবোদয়া ;

কর্ণপুর-রচনাক্রতে তব ।

অগ্রগলভ-যবসুচি-কোমলা-

শ্বেত-মগ্রনথ-সম্পুটেঃ করা ॥ ৬২ ॥

অজুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং

সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরৌচিভিঃ ।

কুটলীকৃত-সরোজলোচনং

চুষ্তীব রজনীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥

পশু পার্শ্বতী ! নবেন্দুরশ্মিভিঃ

সবিভিন্ন-তিমিরং নভশূলম্ ।

লক্ষ্যতে স্থিরদ-ভোগদূষিতং

স প্রসাদমিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥

রক্তভাব-মপহায় চন্দ্রমমাং-

জাত এব পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ ।

বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা

নির্মল একুতিষু স্থিবোদয়া ॥ ৬৫ ॥

নারী যথা স্মিত হান্ধে লখী পার্শ্বে ব্যক্ত করে
 সন্ধ্যাবধি অবরুদ্ধ স্বীয় অভিলাষ,
 সে রূপ ঐ দিকবধু রজনী সখীর কাছে
 শুভ্রালোকে চন্দ্রমাকে করিছে প্রকাশ । ৬০ ।

দেখ, পক্ষ ফলসম্য হুলিছে গগনে চাঁদ
 প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সরসীর নীরে,
 মনে হয় তুলা বর্ণ চক্রবাক চক্রবাকী
 মিলিতে অশক্ত তাই আছে দুই ভীরে । ৬১ ।

হোথা অচিরোদ ভিন্ন যবের অঙ্কুর সম
 এত বেশী ঘনাত্ত চন্দ্রের কিরণ,
 যেন অনায়াসে কিছু নখাণ্ডের দ্বারা আনি
 নির্মাইতে পারি তব কর্ণের ভূষণ । ৬২ ।

রশ্মিরূপ অঙ্গুলিতে আকর্ষি তিমির কেশ,
 প্রিয়া রজনীরে চন্দ্র করিছে চূষন,
 আর সেই স্পর্শে আবেশ বিহ্বলা রাত্রি
 কমল দলের স্রায় মুদিছে নয়ন । ৬৩ ।

নব চন্দ্রোদয়ে দেখ কাটিলেও অন্ধকার
 আংশিক তিমিরাবৃত আছে নভস্তল,
 হস্তিসুখ জীড়া হেতু মানসসরের যথা
 অর্দ্ধাংশ পঙ্কিল আর অর্দ্ধাংশ নির্মল । ৬৪ ।

পরিহারি রক্তবর্ণ এতক্ষণে শশধর
 হইয়াছে শুভ্র পরিমণ্ডলে আবৃত,
 নির্মল প্রকৃতিযুক্ত মঞ্জীদের সাহচর্যে
 নৃপতির ঘোষ নাহি হয় স্বায়ীকৃত । ৬৫ ।

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা
 নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ ।
 নূনমাস্তদৃশী প্রকল্পিতা
 বেধসা হি গুণদোষয়োব-গতিঃ ॥ ৬৬ ॥

চক্ষুপাদজনিত—প্রবৃত্তিভি
 শব্দকাস্তজল-বিন্দুভিগিরিঃ
 মেখলা তরুযু নিদ্রিতানমূন্
 বোধয়ত্য সময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥

কল্পবৃক্ষ শিখরেষু সম্প্রতি
 প্রক্ষুরভি-রবিকল্পজন্দরি ।
 হারষষ্টিগণনা—মিবাংশুভিঃ
 কর্তৃমুত্তত-কুতুহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥

উন্নতাবনত-ভাববস্ত্রয়া
 চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরৈরিয়ম্ ।
 ভক্তিভির্-বহুবিধাভি-রপিতা
 ভাতি ভূতিবিব মত্তহস্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

এতদুচ্ছসিত-পীতমং
 বোচুমক্ষমমিব প্রভারসম্ ।
 মুক্তঘটপদ-বিরাব মঞ্জুসা
 ভিত্তিতে কুমুদমা নিবন্ধনাং ॥ ৭০ ॥

পশু কল্পতরুলম্বি শুক্লয়া
 জ্যোৎস্নয়া জনিত-রূপসংশয়ম
 মারুতে চলতি চণ্ডি ! কেচলং
 ব্যাভ্যতে বিপরিসৃত-মংগকম্ ॥ ৭১ ॥

সমুদ্রত স্থানে গিয়া পড়েছে চন্দ্রের আলো,
 অন্ধকার লুকায়েছে গুহা ও গহবরে,
 দোষগুণ অত্যাশ্রয়ী বিধাতাই এই রূপে
 নির্দেশিছে পরিণাম সকলের তরে । ৬৬ ॥

নিদ্রামগ্ন শিখণ্ডির ভাঙ্গিল স্থথের নিদ্রা
 হিমাদ্রৌর নিম্নদেশে তরুর শাখায়
 চন্দ্রকান্ত শিলা হতে চন্দ্রের কিরণ জাত
 বিস্মু বিস্মু বারিকণা নিঃসারিলে গায় । ৬৭ ॥

অনিন্দ্যাসুন্দরি ! দেখ, কল্পতরু শীর্ষপরে
 শশাঙ্কের রশ্মিরেখা পড়েছে আসিয়া,
 চন্দ্রঘেন কররূপ কর প্রসারণ করি
 নিতে চাহে মুক্তা হার গণিয়া গণিয়া । ৬৮ ॥

পর্বতের উন্নত ও অবনত ভাগ হেতু
 সর্বত্র সমান ভাবে না পড়ে কিরণ,
 যেন কোন মন্ত হস্ত পরিয়াছে অঙ্গে তার
 বিবিধ রঙের নানা তিলক চন্দন । ৬৯ ॥

আর দেখ এই দিকে কুমুদ কুলের দশা,
 আকর্ষ করিয়া পান স্নিগ্ধ চন্দ্রকর ;
 বিবশা হইল বলি খুলে গেল দল, তাই
 বন্দী দশা হতে মুক্তি পাইল ভ্রমর । ৭০ ॥

বৃক্ষমূলে পত্রাদির ভিতর হইতে আসি
 পুষ্পসম স্রোতস্না রাশি পড়েছে ছড়ায়,
 মনে হয় পুষ্পগুলি ইচ্ছিলেই নিতে পারি
 চাই কি তদ্বারা তব কেশ বীধা যায় । ৭১ ॥

শক্যমজ্জলিভি-ক্কট্টৈত্বথঃ
 শাখিনাং পতিত-পুষ্পকোমলৈঃ
 পত্র-জর্জর-শশি-প্রভালমৈ
 রেভিক্কংকচয়িত্তুং তবালকম্ ॥ ৭২ ॥

এষ চাক্ষুধি ! যোগ্যতারয়া
 যুজাতে তরলবিষয়া শলী
 সাধু যাতুপগত প্রকম্পয়া
 কণ্ঠয়েষ নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩ ॥

পাক ভিন্ন-শরকাণ্ড-গোরয়োঃ
 উল্লসং-প্রতিকৃতি-প্রদীপ্তয়োঃ ।
 রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োঃ
 চন্দ্রবিশ্ব-নিহিতাক্ষি চন্দ্রিকা ॥ ৭৪ ॥

লোহিতার্ক-মণিভঞ্জনাপিতং
 কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্ ।
 স্বামিয়ং স্থিতিমতী-মুপস্থিতা
 গন্ধমাদন বনাধিদেবতা ॥ ৭৫ ॥

আর্দ্রকেশর স্নগন্ধি তে স্ত্বং
 মতমেব নয়নং স্বভাবতঃ ।
 অত্র লক্কবসতির গুণাস্তবং
 কিং বিলাসিনি ! মদঃ কয়িস্থতি ॥ ৭৬ ॥

মাস্তভক্তি-রথবা সখীজনঃ
 সেব্যতামিদ-মনজরীপনম্ ।
 ইতুদার-মভিধায় শঙ্কর
 তামপারয়ত পানমম্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥

হে চণ্ডি, চাহিয়া দেখ, উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে
কল্পতরু শাখা হতে লম্বিত বসন,
এমনিই মিশেছে যে নাহি যায় চেনা তারে
যদি তাকে দোলা নাহি দেয় সমীরণ । ৭২ ॥

হে সূন্দরি, যোগতারা মিলিতে শশীর সনে
আলোক বেটনী সহ আসে ধীরে ধীরে,
নবোঢ়া বালিকা যথা বরের নিকটে আসে
লজ্জা আর কুণ্ঠা নিয়া কম্পিত শরীরে । ৭৩ ॥

তব দৃষ্টি চন্দ্র প্রতি, কিঙ্ক শরথও সম
তব গণ্ডদেশে তার প্রতিবিম্ব প'ড়ে
ভরেছে উজ্জ্বললোকে, আর যেন সেই আলো
হইতেছে বিচ্ছুরিত বিশ্ব চরাচরে । ৭৪ ॥

লোহিতাভ চন্দ্রকান্ত প্রস্তুতের নিম্নভাগে
সঞ্চিত হতেছে জল চক্রেয় কিরণে,
গঙ্গামাদনাধিপতি আপনি ভরিছে যেন
কল্পবৃক্ষ মধুপাত্র তোমার কারণে । ৭৫ ॥

কেশর সৌরভসম মুখের সুবাস তব
নয়ন যুগল তব দ্বৈত আরক্ত,
অতএব সুরাপানে তব চক্ষু বদনের
কি আর বাড়িবে শোভা বৃদ্ধিতে অশক্ত । ৭৬ ॥

কিন্তু এই সখীদের সম্মান তো রাখা চাই
অতএব হে পার্শ্বতী, কাম বৃদ্ধি কর,
করহ এ মত্তপান, একথা বলিয়া তারে
করাইল মধুপান আপনি শকর । ৭৭ ॥

পার্কীতী তদুপভোগ সম্ভবাং
 বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্ ।
 অপ্রতর্ক্য-বিধিযোগ-নির্মিতা
 মাস্তেব সহকারতাং যথো ॥ ৭৮ ॥

তৎক্ষেপেং বিশারিবত্তিত-ত্রয়োঃ
 নেত্রতোঃ শয়ন-মিচ্ছরাগয়োঃ ।
 সা বভূব মশবত্তিক দ্বয়োঃ
 শূলিনঃ স্তবদনা মদন্ত চ ॥ ৭৯ ॥

ঘূর্ণমান-নয়নং স্থলংকথং
 স্বেদবিন্দু মেদকারণশ্চিত্তম্ ।
 আননেন নতু তাবদীশ্বর
 চক্ষুশা চিরমুমা-মুখং পপৌ ॥ ৮০ ॥

তাং বিলম্বিত-তপনীয়মেখলা
 মুদহন-জঘনভার-দুর্কহাম্ ।
 ধ্যান সম্ভূত-বিভূতি-সম্ভূতং
 প্রাবিশন-মণিশিলাগৃহং রহঃ ॥ ৮১ ॥

তত্র হংস ধবলোত্তরচ্ছদং
 জাহ্নবী পুলিন-চাক্ষুর্দর্শনম্ ।
 অধ্যাশেত শয়নং প্রিয়ালথঃ
 শারদা ভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥

ক্লিষ্টকেশ-মবলুপ্তচন্দনং
 ব্যতাপিত-নখং সমৎসরম্ ।
 তন্ত তচ্ছিহ্নয় মেখলাগুণং
 পার্কীতীরত-মভূত কুণ্ডলে ॥ ৮৩ ॥

সেই সুরা পান করি দেখা দিল অতিশয়
 সুন্দর বিক্রিয়া তার দেহ আর মনে,
 তাহার সে সময়ের ভাবের তুলনা শুধু
 বসাল লতার বথা সহকার সনে । ৭৮ ॥

আবক্ত বদনা গৌরী পানীয় সেবন করি
 আর পতি অমুরাগে হয়ে লজ্জাহীনা,
 মত্তেরই নহে শুধু, হারাইয়া আত্মসত্তা
 শূলপাণি শত্রুরও হইলা অধীনা । ৭৯ ॥

সুরার প্রভাবে তার ঘূর্ণিত নয়নদ্বয়
 মুক্তানিভ স্বেদ-বিন্দু, স্থলিত বচন
 আর মুহু মুহু হাসি—রূপয় ভরিয়া দেখি
 করিলা শব্দর তার বিশেষ্ট চূষন । ৮০ ॥

শিথিল বসনা আর জঘনের ভায়ে ভারী
 উমারে লইয়া শিব করিলা প্রবেশ
 মণিময় প্রস্তরাদি শোভিত সুরমা গৃহে
 ইচ্ছামাত্র ভোগাবস্ত করি সন্নিবেশ । ৮১ ॥

চন্দ্র বধা শরতের জলহীন মেঘ মথো
 বাপে বিভাবরী নিয়া প্রেয়সী বোহিনী,
 সেরূপ প্রচ্ছদ পটে জাহ্নবী পুলিন সম
 শয্যা নিলা শিব আর গিরির নন্দিনী । ৮২ ॥

আকর্ষণে ক্রিষ্ট কেশ, চন্দ্রনে মথিত অঙ্গ
 নখাঘাতে ব্যতিব্যস্ত হল কলেবর,
 রতিরূপে পার্কর্তীর ছিঁড়িল মেখলা গ্রন্থি,
 ভাষাপি না পবিত্র হইলা শব্দর । ৮৩ ॥

কেবলং প্রিয়তমা-দয়ালুনা
জ্যোতিষা-মবনতাস্থ পঙ্কজিষু ।
তেন তৎপ্রতি-গৃহীতবক্ষসা
নেত্রমালন-কুতূহলং কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥

স বাবুধ্যাত বুধস্ত-বোচিতঃ
শাতকুণ্ডকমলা-করৈঃ সমম্ ।
মূৰ্ছনা-পরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ
কিররৈ-কৃষ্ণসি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥

তৌক্ষণং শিথিলিতোপ-গৃহনৌ
দম্পতী রচিত-মানসোবুয়য়ঃ ।
পদ্মভেদপিপ্তনাঃ সিবৈবিষে
গন্ধমাদন-বনাস্তমাকৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥

উরুমূলনথ-মার্গ-রাজিভি-
স্তংক্ষণং হত-বিলোচনৌ হবঃ ।
বানসঃ প্রশিথিলস্ত সংঘমং
কুৰ্ব্বতা প্রিয়তমা-মবাবয়ং ॥ ৮৭ ॥

স প্রজাগর-কষায়লোচনং
গাঢ়দন্ত-পরিতাড়িতাধরম্ ।
আকুলালক-মরংস্ত রজবান্
প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥ ৮৮ ॥

তেন ভিন্ন-বিষমোত্তরচ্ছদং
মধ্যপিণ্ডিত-বিস্মৃত মেখলম্ ।
নির্মলেহপি শয়নং নিশাত্যায়ে
নোজ্জ্বলিতং চরণয়াগ-লাজিতম্ ॥ ৮৯ ॥

কিন্তু প্রিয়তমা প্রতি দয়া পরবশ হয়ে
বন্ধে নিয়া তারে স্থগ্ন রহে কিছুক্ষণ,
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সেই দৃশ্য হেরি দুজনকে
সেবিলা, আলোক স্থধা করিয়া বর্ণণ । ৮৪ ॥

কৈশিক রাগের সহ উষার মঙ্গল গীতি
গাহিলা মধুর স্বরে কিম্বর সকল,
সে স্বরের মুছনায় জ্ঞানীর আরাধ্য শিব
ভাগি ওঠে, সরোবরে যেমন কমল । ৮৫ ॥

মানস বিহারী বায়ু পণ্ডের স্বগন্ধ নিয়া
আলোড়িত করি গন্ধমাদনের বন
স্পর্শিলে সে দম্পতিরে, ত্যাজি স্নেহ আলিঙ্গন
সেবিলা উভয়ে সেই স্নিগ্ধ সমীরণ । ৮৬ ॥

উরুমূলে নখাদির চিহ্ন আবরিতে গিয়া
ত্রস্তে টানি নিল উমা স্থলিত বসন,
হেরি তাহা মহেশ্বর সকৌতুকে পার্কর্তীরে
সে কাণ্ডা হইতে তারে করিলা বারণ । ৮৭ ॥

নিশি-জাগরন হেতু উমার অরুণ নেত্র,
দস্তাঘাতে নিশ্লেষিত বিঘোষ্ঠ অধর,
অবিগ্ৰস্ত কেশভার, স্থানচ্যুত তিলকাদি
হেরি শঙ্করের প্রীতি হল গাঢ়তর । ৮৮ ॥

প্রভাতিল রাত্রি, তবু চরণের আলতায়
রঞ্জিত বিছানা কিম্বা বিসৃজ মেথলা,
অথবা নির্দয় ভাবে দলিত প্রচ্ছদ খণ্ড
তাজিয়া না গাত্রোখান করিলেন ভোলা । ৮৯ ॥

স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং
 হর্ষবৃদ্ধিজননং সিধেবিষুঃ ।
 দর্শন-প্রণয়িনী-মদুশ্রুতা-
 মাজগাম বিজয়া-নিবেদিতঃ ॥ ২০ ॥

সম-দিবস-নিশীথং
 সঙ্গিনস্তত্র শতোঃ
 শতমগম-দৃতুনাং
 সাক্ষ্যমেকা নিশেব ।
 নতু সুরত-সুখেভাচ্ছিন্নতৃষ্ণা বভূব
 জলন ইব সমুদ্রাস্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ ॥ ২১ ॥

কুমার সম্ভবম্ সমাপ্তম্ ।

একপে আনন্দপ্রদ প্রেয়সীর মুখামৃত
 অহর্নিশ সেবি শিব মজিলা এমন,
 উমার দর্শন যদি মাগিত বিজয়া কভু
 মঞ্জুর না করিত সে সেই আবেদন । ২০ ।

সারাদিন আর রাত্রি
 উমারে লইয়া শঙ্কু
 রহিলেন যুক্ত ভাবে
 সার্ব্বশত ঋতু, তবু
 বাড়িল আসক্তৃষা,
 সমুদ্রের তলদেশে
 বারবাগ্নি বাড়ে যথা
 সাগর জলের স্পর্শে । ২১ ।

কুমার লভ্যব সমাপ্ত ।

মেঘদূত

মুখবন্ধ

সহস্র বছর পূর্বে কবি কালিদাস
কি এমন লিখেছিল। বাহা পাঠ করি
বিশ্বের বিদগ্ধ যত রসিক সমাজ
হইয়াছে মুগ্ধ আর বিস্ময়ে নির্বাক ।
কী তার রচনা শৈলী, কি ছন্দ, কি ভাব,
কিবা সে রসের স্রোত বহিছে নিয়ত
তার বিরচিত সব কাব্যের মাঝারে
অস্ত-তোয়া ফকির মতন,—হে পাঠক,
যদি জানিবারে তব থাকে কৌতূহল,
তবে তুমি কর পাঠ ধৈর্য্য সহকারে
কবির রচিত কাব্য মেঘদূত সহ
ছন্দ বীধা, সাবলীল, গজের সমান
সরল প্রাঞ্জল আর দীর্ঘ বাক্যযুক্ত
গত পত্ত সংশ্লিষ্টে মম উদ্ভাবিত
অভি অভিন্নব এক কাব্যিক ভাষায়
বিরচিত মম এই অনুবাদ খামি ।
সেকালের গিরিনদী জনপদ শ্রেণী
হয়ত পাবেনা খুঁজি ; পাবেনা দেখিতে
সে সব নাগর বৃন্দে ; কিম্বা মোহময়ী
পুষ্পসাজে অসজ্জিতা স্নানরী নারীর
কটাক্ষ বর্ষণ তব পড়িবেনা চোখে ।

“তবু তুমি একবার
খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে,
সুদূর দিগন্তে চাহি
কল্পনায় অবগাহি

ভেবে দেখ মনে ।”

কবি-সম্পাদক

পূর্বমেঘ:

কশ্চিৎ-কাস্তা-বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং-গমিত মহিমা বর্ষভোগেন ভর্তুঃ ।
যক্ষশক্রে জনক তনয়া-স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুণ বসতিং রামগির্ধাত্রমেষু ॥ ১ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীষা মানান্ কনক বলয়-ভ্রংশবিস্ত্র প্রকোষ্ঠঃ ।
আষাঢ়শ্চ প্রথমদিবসে মেঘমাস্নিষ্ট-সামুং
বপ্রক্ৰীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

তস্মা স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো
রন্তবু বাষ্প-শ্চিরমমুচরো রাজ-রাজ্যশ্চ দধৌ ।
মেঘালোকে ভবতি স্থথিনোহপ্যগ্নাথা-বৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ-পণয়িনি জনে কিং পুনর্বদ্রসংস্থে ॥ ৩ ॥

পূর্বব্লেয

একদা যক্ষ আপন খেয়ালে মত্ত থাকার ফলে
কুবেরের শাপে প্রিয়ার বিদহ হৃদয়ে বহন করি
হারিয়ে সকল গৌরব তার বৎসরকাল তরে
রামগিরি নামে পর্বত মাঝে হইলা নির্ধাসিত।

সেই সান্নিদেশ সদা স্মৃতিতে তরুণার্থী-ছায়া লভি
পুতঃ যেই বন জনক-হৃদয় একদা বসতি হেতু,
অর্থা সমূহ সে সত্য নারীর অবগাহনের ফলে
তীর্থ ভূমির সলিলে যেথায় আজি রূপান্তরিত। ॥ ১ ॥

সেই হতে সেথা যাপন করিয়া সুদীর্ঘ আট মাস
বিবহ জালায় জলিয়া হইল এমনি চেতনা হারা
হস্ত হইতে পড়িলে খসিয়া সোনার বলয়খানি
বিবশ যে কামী পারিত না মোটে ভানিতে তাহার লেশ।

শেষে একদিন আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে যবে
গিরি সান্নিদেশে ক্রীড়ায় মগ্ন মত্ত হাতীর সম
আসিলা ছুটিয়া মেঘ রাশি রাশি গগনের কোলে ভাসি'
অবাক নয়নে যক্ষ চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ। ॥ ২ ॥

রাজ-অমুচর বিরহী যক্ষ নবজলধর পানে
কুতূহল ভরে চাহিয়া রহিল হৃদয়ে চাপিয়া ব্যথা,
অস্তর তার উঠিল কাঁদিয়া প্রিয়ার বিবহ হেতু
কত কি ভাবিতে লাগিল সে মনে ঠিকানা ছিল না তার।

জলদের ঘটা নেহারয় যদি চিরস্মৃতিজন কভু
থাকিলেও প্রিয়া কণ্ঠলগ্না প্রাণ ব্যাকুলিয়া উঠে
আর যে জনের প্রেমসী কান্ধা রহিয়াছে বহুদূরে
তাহার করুণ দশার কথা কিবা আছে বলিবার! ॥ ৩ ॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা-জীবিতালম্বনার্থী
জীমুতেন স্বকুশলময়ীং হাবয়িষ্যন্ প্রবৃন্তিম্ ।
স প্রত্যগ্ধৈঃ কুটজ-কুহুমৈঃ কল্লিতার্থায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ বচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরগৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ ।
ইতোঃ স্ক্যাদ পরিগণয়ন গুহকন্তং যযাচে
কামার্ত্ত। হি প্রকৃতি কৃপণা শ্চেতনা চেতনেষু ॥ ৫ ॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্পরাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্রাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং যমোনঃ ।
তেনাথিভ্বং অয়ি বিধিবশাং দূরবন্ধুর্গ-তোহহং
যাঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লক্‌ কামা ॥ ৬ ॥

ঘনায়ৈ আসিল আঁবণ যখন যক্ষ ভাবিল মনে,
এই মেঘ হেরি প্রেমসী আমার মোর লাগি দিবানিশি
ভাবিয়া ভাবিয়া হইয়াছে ক্ষীণা, হয়তো বা একদিন
বিরহ বেদনা সহিতে না পারি হারাবে জীবনখানি ।

বারিদের দ্বারা জানাতে আপন কুশল-বার্তা তাই,
বর্ষায় ফোটা কুরচি ফুলের অঘা সাজায় ল'য়ে
আগত হুভাবে গদগদ হয়ে বিরহী যক্ষ শেষে
সম্বোধি মেঘে হাসি হাসি মুখে কহিতে লাগিল। ॥ ৪ ॥

ধূম জ্যোতি জ্বল সমীরে পূর্ণ কোথায় বা সেই মেঘ !
আর কোথায় বা প্রাণীকুল দ্বারা বাহিত যে সংবাদ !
তথাপি সে তবু ভাবি দেখিল না সম্ভব হবে কিনা
জ্বলেদের দ্বারা বার্তা পাঠান প্রিয়ার নিকটে তার ।

কিন্তু যে জন কামার্ত তার চেতনা লুপ্ত হয়,
মদনের শরে থাকে নাক তার প্রাকৃতিক কোন জ্ঞান,
প্রবল আবেগে ভুলিয়া যায় সে বিচার বুদ্ধি সব,
চেতন কিম্বা অচেতন ভেদ করিতে পারেনা আর । ॥ ৫ ॥

“ভুবন-বিদিত পুঙ্কর আর আবর্তকের কূলে
জন্ম তোমার হে মহাবংশ জ্ঞান আমি সবিশেষ,
দেব কুলরাজ ইন্দ্রের তুমি প্রধান শক্তি, আর
ধারণ করিতে পার নানাক্রপ তুমি যে ইচ্ছাময় ।

ললাটের দোষে আজ আমি হেথা, প্রিয়া মোর বহুদূরে,
মাগি আজ আমি ওগো মহাশয় ভিক্ষা তোমার কাছে,
যদি সে স্বাক্ষর না হয় সফল তথাপি তা প্রেমমানি
সকল হ'লেও নীচের নিকটে কাম্য তা মোটে নয় ।” ॥ ৬ ॥

সস্তাপ্তাণাং ভ্রমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হরধনপতি ক্রোধ বিগ্নেসি তত্ত্ব
গন্তব্যাতে বসতিবলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহোদানস্থিত হরশির শচ্দ্রিকা-ধোত হর্ম্যা ॥ ৭ ॥

আমারূঢ়ং পবন-পদবী মুদগৃহী তালকাস্তাঃ
প্রেক্ষিস্থস্তে পথিক বর্ণিতাঃ প্রত্যাগাদাশ্চসত্যঃ ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরং অয়ূপেক্ষেত জায়াং
ন শ্রাদতোহিপ্য-হমিব জনো যঃ পরাধীন বৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

মন্দং মন্দং মুদতিপবন-শাশুকুলো যথা ত্বাং
বামশ্যায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধান ক্ষণ পরিচয়ান্ন নমাবদ্ধমালাঃ
সেবিস্থস্তে নয়ন-স্তভগং তে ভবন্তুং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

ধনাধিপতির ক্রোধেধ কারণে বিরহ অনলে মোরা
জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি তাই লইছ শরণ তব,
অলকাপুরীতে মম প্রিয়া পাশে সংবাদখানি দিয়া,
কর স্বশীতল, ওহে তাপহর, মোদের তাপিত প্রাণ ।

সেই ধাম অতি পবিত্র আর সজ্জিত নানা সাজে,
শোভিছে সেখায় যক্ষপতির অট্টালিকার সারি,
বহির্ভাগের উত্তানে সেখা বিরাজিছে উমাপতি,
ধীর ললাটের চন্দ্রাকরণে সে পুরী দীপ্যমান । ৭ ।

বিরহ বিধুরা নায়াগা তোমায় হেরিয়া পবন পথে,
পতি আগমন আসন্ন জানি বাহিরে আসিবে ছুটি,
এলোমেলো কেশ মাথার উপরে চাপি ধরি ছুই হাতে,
কমল আনন তুলিয়া উজ্জ্বল চাহিবে তোমার পানে ।

তারা জানে, তুমি পাঠাও তাদের স্বামীদের নিজ ঘরে,
আশার আলোক তাই তাহাদের হৃদিবে চন্দ্রমুখে ।
কোথাও কি আর আমার সমান পরাধীন কেহ আছে
তোমার উদয় হেরিয়াও যেবা রহিবে অন্তস্থানে ? ৮ ।

পবন তোমার অহুকূলে আজি উত্তর দিক পানে
চলেছে ছুটিয়া আকাশের পথে ঐ দেখ, আর শোন
তব বাম দিকে গাহিছে চাতক স্বমধুর সঙ্গীত,
শুভ যাত্রার কর আয়োজন বিলম্ব নাহি করি ।

কিবা অপরূপ শোভাবিস্তারি বক-মিথুনের দল
আসিবে উড়িয়া তোমার আড়ালে মিলিত হবার লাগি,
সেবিবে তোমায়ে তাই তারা সবে তোমার সঙ্গে রহি
ভালিবে তোমার বক্ষ ঘিরিয়া বলাকার রূপ ধরি । ৯ ।

তাকাবস্ত্রং দিবসগণনা তৎপর্যামেক পত্নীম
 বাপশ্যাম বিহতগতির ত্রক্ষসি ভ্রাতৃজ্ঞায়াম্
 আশাবন্ধঃ কুত্ৰম সদৃশং প্রয়েশো হৃদনানং
 সখ্যং পাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রূপজি ॥ ১০ ॥

কর্তৃংযচ্চ প্রভবতি মহী-মুচ্ছিলীপা-মবক্ষ্যাং
 তচ্ছুরা তে অবণ-সুভগং গজ্জিতং মানসোৎকাঃ
 জা কৈলাসাদ বিস কিসলয়-চ্ছেদ পাথেয় বস্তুঃ
 সম্পৎস্রস্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

জাগৃচ্ছ প্রিয়সখমমং তুঙ্গ মালিন্দ্য শৈলং
 বনৈয়াঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈ রক্ষিতং মেঘলাসু ॥
 কালে কালে ভবতি ভবতো যশ্চ সংযোগমেত্য
 স্নেহ ব্যক্তি-শ্চির বিরহজং মুকতো বাস্পমুষ্ম ॥ ১২ ॥

যাও তুমি মেঘ, অবশ্য সেখা দেখিতে পাইবে; তুমি
অনন্তপ্রাণ পতির লাগিয়া তোমার ভ্রাতৃ-জায়া
এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে আর দিবস রজনী শুধু
বসিয়া বসিয়া কাটাইছে কাল গণনা করিয়া দিন ।

আমার মিলন লাগি মোর প্রিয়া আশা লতিকার দ্বারা
হৃদয়খানিরে বাঁধিয়া রাখিয়া বক্ষের মাঝে তার
আছে প্রাণ ধরি, বৃন্ত যেমন পুষ্পকে দৃঢ়ভাবে
গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া রাখে তারে, অমলিন । ॥ ১০ ॥

তোমার মধুর নিনাদ শুনিয়া ধরণী বক্ষ ভেদি
বাঁহিরে আসিয়া ফুটিয়া উঠিয়া ভূমিকন্দলী ফুল
জানাবে সবারে, এই ধরাতল রবে না বক্ষা আর,
শস্যশালিনী হইবে অচিরে বৃষ্টির পরশনে ।

মরালের দল চকুতে লয়ে মৃণালখণ্ডখানি,
বানসের নীরে করিতে ষাপন স্নানধূর দিনগুলি,
অমল ধবল পাখনা মেলিয়া তোমার কুমুদদেহে,
কৈলাসপুরী অবধি তাহার। বাইবে তোমার সনে । ॥ ১১ ॥

যাও তুমি স্বরা, বাইবার কালে তব প্রিয়সখা ঐ
গিরিরে বাঁধিয়া বাহুপাশে তব করিও আলিঙ্গন,
ধন্য ও গিরি দ্বার মেখলায় উপল বণ্ডগুলি
রামচন্দ্রের পদবেণুপুতঃ পদচিহ্নাক্রিত ।

গিরির অঙ্কে পড়িলে তোমার প্রথম বৃষ্টিধারা,
বাপ্পের রূপে বাহিরায় তার দীর্ঘদিনের তাপ,
অঙ্কে তাহার অমি' ওঠে ক্রমে বিন্দু বিন্দু জল
যেন তার। লবে স্নেহের বিন্দু আনন্দে বিগলিত । ॥ ১২ ॥

মার্গং তাবচ-ছপ্ কথয়ত-স্তৎপ্রয়াণা-রূপং
 সন্দেশং মে তদমুজলদ ! শ্রোয়সি শ্রোজ-পেয়ম্ ।
 থিন্নঃ থিন্নঃ শিথয়িসু পদং ত্রস্ত গন্তাসি যত্র
 ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপদঃ শ্রোতসাক্ষোপযুক্তা ॥ ১৩ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিভূমুখী-ভির্
 দৃষ্টোৎসাহ শ্চকিত-চকিতং মুম্বসিদ্ধাজনাভিঃ ।
 স্থানাদস্মাৎ সরসনিচূলা-দ্রাৎপতোদঙ্ মুখঃ
 খং দিঙনাগানাং পথি পরিহরন কূল-হস্তাব-লেপান্ ॥ ১৪ ॥

বত্তুচ্ছায়া-বাতিকর ইব প্রেক্ষামেতৎ পুরস্তাদ্
 বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ড-মাখণ্ডলস্ত ।
 যেন শ্রামং বপুৰতিতরাং কাস্তিমাৎপংস্ততে তে
 বহেণের স্বরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

ওহে জলধর শুনি লও তুমি আমার নিকট হতে
প্রথমে তোমার স্বাক্ষাপথের সবিশেষ বর্ণনা,
তারপরে আমি বলিব তোমায় কিবা সে বাস্তা,—যাহা
পৌছাতে হবে অলকায় গিয়া আমার প্রিয়ার পাশে ।

যাইতে যাইতে পথের পাহাড়ে বিরাম লভিও তুমি,
ইচ্ছা করিলে হয়ত কিছুটা জল ঢালি দিতে পার,
তারপরে পুনঃ তটিনী হইতে হাক্কা সুপেয় জল
পান করি নিয়া লভিয়া শক্তি ভাসিবে উদ্ধাকাশে । ১৩২

অথবা পথে হেরিয়া তোমার ধূম্রবরণ দেহ
চকিতে চাহিবে সিদ্ধা নারীরা মুগ্ধ নয়ন মেলি',
হয়ত তাহারা জ্ঞানে শঙ্কায় চিন্তা করিবে মনে
ঝড় ঝঞ্ঝায় গিরির শৃঙ্গ উড়াইল বুঝি আজ !

তোমার স্বাক্ষাপথের মধ্যে হয়ত আসিবে ছুটি'
দিগ্‌নাগগণ ব্লাতে তাদের হস্ত তোমার গায়,
তুমি ভাই সব এড়ায়ে চলিবে, জড়াবেনা আপনারে,
পরিহার করি' সকল বিবাদ সাধিবে আপন কাজ । ১৩৩

বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত নানা বস্ত্ররাজির মত
পাহাড় চূড়ার বন্ধাক-টিবি ভেদ করি' দেখে ঐ,
নানা বর্ণের রূপের মাধুরী ছড়ায়ে চতুর্দিকে
অতি অপকূপ শোভা বিস্তারি ভাতিছে ইন্দ্রধনু ।

উত্তরদিকে চলিবার কালে তব দক্ষিণ শিরে
সে রামধনুর বর্ণের ছটা উঠিবে ঝিলমিলিয়া,
মোহন চূড়ায় লঙ্ঘিত শ্রাম ত্রয়ের দুলাল সম
বর্ডিন আলোব কিরীট ভূষণে শোভিবে শ্রামল তম্বু । ১৩৪

অযায়ত্তং কৃষিকলমিতি ক্রবিসানানভিজৈঃ
 প্রীতি-স্নিগ্ধবৃ-জনপদ বধু-লোচনৈঃ পীয়মানঃ ।
 সন্তঃ সীরোং-কষণ-স্বরভি ক্ষেত্রমাকুহ মাংস
 কিঞ্চিং পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতিবু ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

অামাসার-প্রশমিত বনো-পল্লবং সাধু মৃদ্ধা
 বক্ষাত্যদ্ব-অমপরিগতং সাত্তমানাম্বকটঃ ।
 ন ক্ষুদ্রোহপি প্রথম-স্ককৃতা-পেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
 প্রাপ্তে মিত্রে ভবন্তি বিমুখঃ কিং পুনর্ধ-সুখোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফল-ছোতিভিঃ কাননানৈষ
 ত্ত্যাক্ষতে শিখর মচলঃ স্নিগ্ধ-বেগী সবর্ণে
 নুনং যাস্ততামর-মিথুন-প্রেক্ষণীয়া-মবস্থাং
 মধ্যে শ্রামঃ স্তন ইব ভুবং শেষবিস্তার-পাতুঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষির ফসল তোমারই ত দান, তাই তব আগমনে
 ভ্রু-বিলাস যারা শেখে নাই সেই জনপদ-বধু সবে,
 মেলিয়া তাদের স্নিগ্ধ সরল প্রীতি-রা হুঁসুস,
 তোমার দেহের রূপের মাধুরী করিবেক যেন পান ।

কর্ষিত মালভূমিতে যখন পড়িবে রুষ্টি ধারা,
 বাতাসে ভাসিয়া উঠিবে তা হ'তে মিষ্টি মধুর বাস,
 তুমি ভাই সেই সুরভি লইয়া পশ্চিমে যুগু হেলি'
 পুনরায় সোজা উত্তরদিকে চালাইবে অভিধান । ॥ ১৬ ॥

দাবানলে পু'ড়ে যাহার কানন তোমার রুষ্টি লভি'
 ধরে পুনরায় শ্রামল বরণ, সে আশ্রুকূট গিরি
 তব পথ চাহি আছে দাঁড়াইয়া, তাহার শৃঙ্গোপরি
 বিশ্রাম লভি' ভুলিযো তোমার দুর্গম পথ মানি ।

ক্ষুদ্র যাহারা তাহারাও নাহি কদাচ বিমুখ হয়
 আশ্রয় দিতে উপকারী কোন বন্ধুজনেরে কভু,
 আর এ উচ্চ ভূধর তোমারে আশ্রয় করি' দান,
 হবে কৃতার্থ ইহাতে কোনও সংশয় নাহি মানি । ॥ ১৭ ॥

সার্থক-নামা আশ্রুকূটের স্থ-উচ্চ আর ঢালু
 শৃঙ্গটি তার রয়েছে দাঁড়ায়ে নভঃতল ভেদ করি,
 কাননে সেথায় পাণ্ডুবর্ণ অসংখ্য পাকা আম
 ঘিরিয়া তাহারে পাণ্ডুবর্ণে করিয়াছে সজ্জিত ।

বেগীর সমান তিমির বরণ অজ লইয়া যবে
 বসিবে সেথায়, উজ্জ্বল হইতে অমর দম্পতির।
 দেখিয়া ভাবিবে বহুক্ষণের পাণ্ডুবর্ণ স্তন
 কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রটি দ্বারা আছে যেন স্নশোভিত । ॥ ১৮ ॥

ହିଂସା ତସ୍ମିନ୍ ବନଚରବଧୁ-ହୃଦୟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ
 ତୋଘୋଽମର୍ଗ-ଈକତତରଗତି-ସ୍ତଂପରଂ ବର୍ଜ୍ୟ ଶୀର୍ଷଃ ।
 ରେବାଂ ଈକ୍ଷଂସ୍ୟାପଳ-ବିରମେ ବିକ୍ଷଂପାଦେ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣାଂ
 ଭକ୍ତିଚ୍ଛେଦେ-ରିବ ବିରଚିତାଂ ଭୂତିମଞ୍ଜେ ଗଞ୍ଜନ୍ତ ॥ ୧୧ ॥

ତନ୍ତ୍ରାନ୍ତଃକୈବ-ବନଗଞ୍ଜମଦୈବ-ବାସିତଂ ବାନ୍ତରୁଷ୍ଟିରୁ
 ଈଶ୍ବରୁ-ପ୍ରତିହିତ ରୟଂ ତୋୟମାଦାୟ ଗଚ୍ଛେଃ ।
 ଅନ୍ତଃ ସାରଂ ଘନ ! ତୁଲସିତୁଂ ନାନିଳଃ ଶକ୍ୟାତି ହ୍ୟଂ
 ରିକ୍ତଃ ମର୍କ୍ତୋ ଭବତି ହି ଲଘୁଃ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବାୟ ॥ ୧୦ ॥

ନୀପଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ହରିତ କପିଶଂ କେଶଠୈରବଦ୍ଧ-କୃତେ
 ସାବିତ୍ସୂତ-ପ୍ରଥମ-ମୁକୁଳାଃ କନ୍ଦଲୀଚାତୁ-କଚ୍ଛମ୍ ।
 ଈଶ୍ବରାବେଶାଦିକ-ସୁରାଭିଂ ଗଞ୍ଜମାନ୍ତ୍ରାୟ ଚୋର୍ବ୍ୟାଃ
 ନାରଦାନ୍ତେ ଖଳବମୁଚଃ ଶ୍ରେୟସ୍ତାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ମାର୍ଗମ୍ ॥ ୧୧ ॥

সেই অরণ্যে কুঞ্জ কুটির বনবাসী নবনারী
 বাপে দিবানিশি মহা আনন্দে স্মৃতি রঞ্জে মাতি,
 নিদাঘ পীড়িত সেই বনে কিছু বর্ষণ করি জল,
 তড়িৎ গতিতে যাবে তুমি উড়ি অভিস্ট পথে মম ।

ঘাইতে ঘাইতে পাইবে দেখিতে বিদ্যার পাদদেশে
 উপল খণ্ডে বাথিতা শীর্ণা মস্তুর গতি রেবা,
 ভূধর হইতে নির্গত নানা রঙের বর্ণা ধারা
 সাজিয়েছে তারে নানাবিধ রঙে সজ্জিত গজসম । ॥ ১৯ ॥

জম্বুকুণ্ডে শিকড়ে বন্দী রাখি যত জঞ্জাল
 স্বচ্ছসলিলা তটিনী সে রেবা নৃত্যের তালে চলে,
 জামের স্পর্শে যদিও তিক্ত, গজমদ বারি হেতু
 সুরভিত তাহা, বর্ষণান্তে করিও সে জল পান ।

রষ্টির পরে শরীর তোমার হাঙ্গা হইয়া গেলে
 ভাসিয়া ঘাইবে তুলার মতন বাতাসে হিল্লোলে,
 যে অন্তঃসার শূণ্য তাহার একপ গতিই হয়
 পূর্ণ করিয়া অন্তর তাই হইও শক্তিমান । ॥ ২০ ॥

বরিষণে তব ফুটিয়া উঠিবে কাননে কদমফুল
 কোনটা দীর্ঘ উদগত আর কোনোটো অঙ্ক স্মৃতি,
 সবুজ পাংশু নানা বর্ণের কেশরে শোভিত হবে,
 ভূঁইচাঁপা ফুল ফুটিয়া উঠিবে বর্ষণ ভেজা মাঠে ।

হরিণ-হরিণী চিবাইবে ঐ ফুলগাছগুলি, আর
 হেরিয়া কদম ফুলের শোভা ও মাটির গন্ধ শুঁকি,
 বিড়োর হইয়া ছুটিবে তোমার বর্ষণ-স্নাত পথে
 যেন জানাইতে নবজলধর চলেছিলো এই বাটে । ॥ ২১ ॥

উৎপশ্যামি ক্রতমপি সখে মৎপ্রয়ার্থং যিষাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভ-স্বরভৌ পর্কতে পর্কতে তে ।
গুরুপাঠৈঃ সজল-নয়নৈঃ যোগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রতুদযাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তমান্ত্য ব্যবশ্রোৎ ॥ ২২ ॥

পাণ্ডুচ্ছায়ো-পবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্
নীড়ারৈর্জব-গৃহ বলি ভূজা-মাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ ।
অয্যাসম্নে পরিণত ফল-শ্যাম-জম্বুনাস্তাঃ
সম্পৎশ্রুন্তে কতিপদ দিন-স্থায়ি হংসা দলার্ণাঃ ॥ ২৩ ॥

তেষাং দিক্ষু : খিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সখ্যঃ ফলমবিকলং কামুকভ্রাতৃ লক্কা ।
তৌরোপান্ত-স্তনিত-স্বভগং পান্ত্রসি স্বাদু বস্মাৎ
সজ্জভঙ্গং মুখামিব পয়ো বেক্রবত্যাশ্চলোম্মি ॥ ২৪ ॥

যদিও আমার প্রিয়ার কারণে যাবে তুমি তাড়াতাড়ি,
তবু দেখিতেছি কিছু বিলম্ব অবশ্য হবে পথে,
সৌরভ ভরা কুবুচি পুষ্পে ছেয়ে গেছে পর্বত,
হে সখা, তুমি কি পারিবে যাইতে না থামিয়া কিছুক্ষণ ?

ময়ূর সকল হেঁরিবে তোমায় শুভ্র সজ্জল চোখে
লভি আনন্দ করিবে নৃত্য পেখম মেলিয়া, আর
জানাবে তোমাতে সম্বর্ধনা কেকা ধনি সহ যবে
তাহাদের ছাড়ি শীঘ্র যাইতে চাহিবে কি তব মন ? ॥ ২২ ॥

দশার্ণ দেশে যাইবে যখন দেখিতে পাইবে তুমি
তাহারে বিরিয়া আছে চারিদিকে কেতকী লতার বেড়া,
কাঁটা গুলি তার পুষ্পিত আর মাঝে আছে উদ্ভান,
বার চারি পাশে আছে জাম গাছ লয়ে পরিণত ফল ।

গ্রামের মধ্যে আছে যত গাছ, তাহাদের শাখে শাখে
বাঁধিয়াছে বাস কত না পক্ষী, বর্ষার সমাগমে
সেই মনোরম পরিবেশে তুমি থাকিবে কয়েকদিন,
থাকিবে তোমার সঙ্গে সেখায় রাজ হংসের দল । ॥ ২৩ ॥

দশার্ণর যে রাজধানী তাহা দিকে দিকে পরিচিত,
অতি মনোরম সেই জনপদ, বিদিশা নামে তা খ্যাত,
তুমি যবে ভাই পৌছিবে সেথা তোমার সকল সাধ
পূর্ণ হইবে কারণ সে পুরী শুধুই বিলাসাগার ।

বেজ্রবর্তীর সুপেয় সলিল যদি কর পান তুমি,
মনে হবে তব দশন আঘাতে ব্যথিত সে তটিনীর
তটাবাত হেতু বন্ধিম ধারা আর বল বান যেন
ক্রভঙ্গী সহ নিবারণ আর অশ্রুট স্বয়ং তার । ॥ ২৪ ॥

নীচৈ বাধ্যং গিরিমধিবসে-স্তত্র বিশ্রামহেতো
 স্বংসম্পর্কাং পুলকিতমিব প্রোঢ় পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ।
 যঃ পণ্য-স্ত্রী-রতি পরিমলোদ্ গারিভির-নাগরান্না
 মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলা-বেণ্ডাভির-যৌবনানি ॥ ২৫ ॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন-নদী-তীর জাতানি সিঞ্চন্
 স্তৃণানানাং নবজল-কণৈর্-যুথিকা জালকানি ।
 গওশ্বেদাপনয়নকজাক্রান্তকর্ণোং পলানাং
 ছায়াদানাং ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুথানাম্ ॥ ২৬ ॥

বক্রঃ পশু যদপি ভবতঃ প্রস্থিতশ্রোতরাশাং
 সৌধোংসজ-প্রণয়বিমুখো মাস্ত্র ভৃক্জয়িতাঃ
 বিদ্যাদাম-স্মুরিত চকিতৈ স্তত্র পৌষাঙ্গ নানং
 লোলাপাকৈর্-যদি ন রমসে লোচনৈর্-বকিতোহসি ॥ ২৭ ॥

নীচ নামে যে পর্বতে এক বিরাজ করিছে সেথা,
লভিতে পারিবে বিশ্রাম তুমি সেই গিরিকন্দরে,
ফুটিয়াছে সেথা থরে থরে কত কদম্বসস্তার,
সুখে যেন তার জাগে রোমাঞ্চ লভি তব দর্শন ।

সেখাকার গুহা অভ্যন্তরে রসিক নাগর যত,
পণ্যাবধূরে লইয়া শব্দে মিলিছে মনের সুখে
তাদের দেহের সুগন্ধ আর মথিত ফুলের বাস,
ঘোষিছে কিরূপ বন্ধনহীন বিদিশার ঘোবন । ॥ ২৫ ॥

যেও অণকাল লভিয়া বিরাম সেই অপূর্বদেশে,
যেথায় আকাশে চলিয়াছ তুমি, আর নীচে ধরাতলে
দুই কূলে নিয়া উদ্ভানভরা যুধিকা ফুলের রাশি
সৌরভময় শ্বেতকায় পথে ছুটিছে বেজবর্তী ।

কুসুম চরণে রতা রমণীরা মুছিয়া গুণ্ড-স্বৈদ
স্পর্শি সে হাতে কর্ণোৎপল করিতেছে তাহা স্নান,
সে সব ক্রান্তা তরুণীরা লভি তোমার শীতল ছায়া
পরিচিত কোন বন্ধুর সম চাহিবে তোমার প্রতি । ॥ ২৬ ॥

উত্তর মুখে চলিতে চলিতে একটু বাঁকিয়া তুমি
যেও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেখিতে উজ্জয়িনী,
উজ্জৈ চাহিয়া আছে তব তরে সেথায় সৌধ সারি
তাদের আদর করিওনা হেলা এই মোর প্রার্থনা ।

উজ্জয়িনীর আয়তলোচনা পৌর স্তম্ভরীর
কিবা অপাঙ্গে চাউনি এবং চঞ্চল নেত্রের
বিছ্যতের কি বলকানি তাহা নাহি যদি দেখ, তবে
জীবন তোমার বিফলে যাবে, যা নিজেকেই বঞ্চনা । ॥ ২৭ ॥

বীচিকোভ-স্তনিত বিহগ-শ্রেণি কাকী গুণায়্যঃ
 সংসর্পন্ত্যাঃ স্মলিত স্তভগং দশিতাবর্তনাভেঃ
 নিবিদ্ধায়াঃ পথি ভব রসভাস্তরঃ সন্নিপত্য
 জীণামাভ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৮ ॥

বেণাভূত প্রতরুসলিলাহঁসাবতীতস্ত সিদ্ধুঃ
 পাণ্ডুজায়া তটকহ-তরু-ভ্রংশিঃ ৩৩-জীর্ণদৈর্ঘ্যঃ ।
 মৌ ভাগ্যং তে স্তভগ ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
 কাশ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স স্ত্যৈবোপপাত্তঃ ॥ ২৯ ॥

প্রাপ্যাবন্তী-হৃদয়ন কথা-কোবিদ-গ্রামবৃদ্ধান্
 পূর্বোদ্ভিষ্টা-ময়ূর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।
 স্নানভূতে সূচরিতকলে স্রগিণাং গাং গতানাং
 শেষৈঃ পুঠৈব-হত মিবদিবঃ কান্তিমং খণ্ডমেকম্ ॥ ৩০ ॥

চঞ্চলা নদী নির্বিজ্ঞায়ে দেখিতে পাইবে পথে,
কোথাও পাথরে ব্যাহত গতি ও কোথাও মুক্ত ধারা,
ছুটিতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে পড়িছে যেন সে স্থলি
মধ্যে মধ্যে আবর্তগুলি যেন তার নাভি কূপ ।

উজ্জানে ভাসিয়া চলিবার কালে হংসের সারি যত
শ্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া যেন আপনার কলধ্বনি,
স্বাংস্বে কেমন মধুর নিনাদ শ্রবণবচন সম
বর্ষণ দিয়া তটিনী অঙ্গে দেখ তার সেই রূপ । ২৮ ॥

প্রথর নিদাঘে তোমার বিরহে কাতরা সিন্ধু নদী,
শুকায়ে হয়েছে জীর্ণা শীর্ণা যেন একগাছি বেগী,
তটভূমি হাতে শুক পত্র ঝরিয়া পড়িছে, তাই
পাণ্ডুবর্ণ ধরিয়াছে যেন রক্ত বিহীন দেহ ।

কি সৌভাগ্য তোমার, হে মেঘ, তোমারই অদর্শনে
তীব্র মধুর বিরহদশায় জীবন কাটায় নদী
যাহাতে তাহার ছুঃখের হয় অবসান তাই কর,
দরদী বন্ধু নাই যে তাহার তুমি ছাড়া আর কেহ । ২৯ ॥

তারপরে তুমি পৌছাবে গিয়া অবন্তী নামে দেশে
উদয়ন কথা কহে সদা যেথা গ্রামের বৃদ্ধগণ
সেখানেই আছে পূর্বকথিত উজ্জয়িনী পুরী
বিশাল গরিমা সম্পদে ভরা বিশালা যাহার নাম ।

মনে হয় যেন স্বর্গনিবাসী পুণ্য আশ্রা হবে
পুণ্যের ফল সমস্ত ভোগ করিবার পূর্বেই
এসেছে ফিরিয়া মর্ত্য ভুবনে লয়ে পুণ্যার্জিত
খণ্ড স্বর্গ, গড়িতে এখানে এই স্নান্য ধাম । ৩০ ॥

দীঘীকূর্ক্শন পটু মদকলং কৃজিতং সারসানাং
 গ্রত্যেষু স্ফুটিকমলা মোদ মৈত্রীকষায়ঃ
 যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরত গ্লানি মদ্যমুকুলঃ
 শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ॥ ৩১ ॥

জালোদগার্গে-রূপচিত বপুঃ কেশ-সংস্কার-ধূপৈর
 বক্সপ্রীত্যা ভবনাশিখিভির্-দত্তনৃত্যোপহারঃ
 হর্ষোষশ্চাঃ কুসুম-সুরভি-ষধধেদং নয়েথা
 লক্ষ্মীং পশ্চন্-ললিত-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২ ॥

ভক্তৃঃ কণ্ঠচ্ছাবিরিতি গঠৈঃ সাদরং বাক্যমাণঃ
 পুণ্যং যাগ্রাঙ্গ-ভুবনগুরোব্-ধাম চণ্ডীখরগ
 ধূতোত্তানং কুবলয়রজো-গন্ধিভির্গন্ধবত্যা—
 স্তোয় ক্রীড়া-নিয়ত যুবতি-স্নান-তিক্তৈব্-মকন্ডিঃ ॥ ৩৩ ॥

ফুটেছে সেথায় কত না কমল শিপ্রানদীর জলে
প্রভাত সমীর স্পর্শি যা দিগে গন্ধ ছড়িয়ে দেয়
সারস শ্রেণীর মদকল ধ্বনি যেখান হইতে আসি
অর্ধস্বপ্ন স্বন্দরীদের পশিছে কর্ণধরে ।

নিশাশ্রম হেতু অলসগাঙ্গী কামিনীগণের দেহে,
শিপ্রা নদীর প্রত্যাষ বায়ু বহিতেছে ধীরে ধীরে,
যেন তাহাদের প্রিয়তম আসি বুলাইয়া হাত গায়
করিছে কতই খোসামোদ কত স্তম্ভুর কথা কয়ে । ॥ ৩১ ॥

য়েথায় ধূপের আতপে শুষ্ক স্তম্ভেশীর অলকেব
স্ববাস জড়ান ধূপের ধূমে ভরিবে তোমার দেহ
গৃহে গৃহে পোষা তোমার বন্ধু ময়ূর তোমারে হেরি
করিবে নৃত্য পেখম মেলিয়া পুলকিত অস্তুরে ।

হৃদ্যা হৃদ্যা কুসুমের সাজে সজ্জিতা নাবীগণ
করিছে ভ্রমণ ফুলের গন্ধ ছড়ায়ে চতুর্দিকে
আলতা রাঙানো চরণচিহ্নে খচিত প্রাসাদ তল
এসব হেরিয়া লাগিবে স্থখের ঢেউ তব কলেবরে । ॥ ৩২ ॥

ত্রিলোকের গুরু চণ্ডিপতির পবিত্র মন্দির
দর্শন করি লভিও অপার আনন্দ অস্তুরে
প্রভু মহেশ্বর কর্ণের সম তোমার বর্ণ হেরি
অমৃতচরণ পরম আদরে চাহিবে তোমার পানে ।

গন্ধবতীর জলে ফুটিয়াছে শত শতদল, আর
স্বগন্ধ তেল মাখি ধুবতিয়া করিতেছে জলকলৌ
ফুল ও নারীর দেহের গন্ধ বহন করিয়া বায়ু
মিলিছে পুষ্প-সৌরভ সহ কুসুমের উজ্জানে । ॥ ৩৩ ॥

অপ্যশ্মিন্ জলধর মহাকালমানান্ত কালে
 স্মাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং খাবদতোতি ভাক্তুঃ ।
 কুর্ক্বন্ সঙ্খ্যা-বলিপট হতাং শূলিনঃ শ্রাবণীয়া
 মামদ্বাণাং ফলমবিকলং লপ্যসে গজ্জিতানাম্ ॥ ৩৪ ॥

পাদগ্ৰাসৈঃ কুণ্ডিতরশনা-স্তম্ভ লীলাবধূতৈঃ
 বস্ত্রচ্ছায়া খচিত বলিভি-চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
 বেণুস্বভো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বষাণ্ বিস্মু
 নানোগ্যস্তে ত্বয়ি মধুকর-শ্রেণির্দীর্ঘান্ কটাকান্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্চাত্তৈকৈব-ভূজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
 সাক্ষাং তেষাং প্রতিনব জবা-পুষ্পরক্তং দধানঃ ।
 নৃত্যারম্ভে হর পশুপতে-দার্ষ্ণ্য নাগাজি নেচ্ছাং
 শান্তোদেগন্তিমিতনয়নং দৃষ্ট ভক্তিব্ ভবাশ্রা ॥ ৩৬ ॥

সন্ধ্যারতির সময় ব্যতীত অল্প সময়ে যদি
দর্শন দাও কভু জলধর মহাকাল মন্দিরে
তবে ভাই তুমি করিও সেথায় অপেক্ষা কিছুকাল
যতক্ষণ নাহি যায় দিনমণি অন্তাচলের পথে ।

সন্ধ্যালগ্নে আরতির কালে বাজধ্বনির সম
তোমার মন্ত্র ধ্বনিতে করিও মহেশ্বরের সেবা
লভিবে তখন পুণ্যের ফল প্রসন্ন হলে দেব
কৃদ্ধ হইলে পাবেনা রক্ষা শূলীর ত্রিশূল হতে । ॥ ৩৪ ॥

রতন ভূষণে সজ্জিতা হয়ে বারবধু দেবদাসী
আরতির কালে চরণ দু'খানি নৃত্যের তালে কেলি,
রশনায় হার বেজে ওঠে তাই রুহু রুহু রুহু রবে
রত্ন চামর দোলাইয়া হয় ক্লান্ত কোমল হাত ।

প্রিয়তমদের নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভূজ
হু' এক বিন্দু বরিষণে যদি জুড়াইয়া দাও, তবে
প্রসারণ করি আশি কমলের ভ্রমরের সম তারা
বন্ধিম চোখে হেরিবে তোমায়ে করি কটাক্ষপাত । ॥ ৩৫ ॥

নৃত্যের কালে দেব মহাকাল উর্ধ্বে তুলিয়া হাত
কামনা করেন রক্তসিক্ত গজাভিন খানি তার
প্রমথেরা সবে সে গজচর্চ দেয় যবে তার করে
প্রলয় নৃত্যে মাতিয়া ওঠেন সে সময় পশুপতি ।

সন্ধ্যায় জবা ফুল সম তব বস্ত্র বরণ দেহ
অশিলে তারে, ভাবিয়া তোমায়ে বক্তিম নাগাভিন
ধামায়ে নৃত্য নটরাজ আর উমাও শাস্ত হয়ে
দ্বিধ নহনে হেরিবে তোমাগ ভক্তি শিবের প্রতি । ॥ ৩৬ ॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং ঘোষিতাং তত্র নক্তং
 রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদৈশ্চ-স্তমোভিঃ
 সৌদামন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োকীং
 তোয়োৎসর্গ-স্তনিত মুখরো গা স্ম ভুবিক্রবাস্তাঃ ॥ ৩৭ ॥

তাং কস্তাঙ্কিদ্-ভবনবলভৌ সুপ্পারাবতায়্যাং
 নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাং থিন্নবিদ্যাংকলত্রঃ ।
 দৃষ্টে সূর্যো পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
 মন্দায়ন্তে ন খলু স্তহদা-মভ্যাপেত্যর্থ-কৃত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্ কালে নয়ন সলিলং ঘোষিতাং খণ্ডিতানাং
 শান্তিঃ নেয়ং প্রণয়িভিরতো বহু ভানোস্তু ভাস্ত ।
 প্রালেয়াশ্চ কমলবদনাং সৌত্রপি হর্ষুং নালিনাং
 প্রতাপবৃন্তস্থি কররুধি স্তান্ননন্নাভাস্থয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

পরি নীলশাড়ী রতি বিলাসিনী অভিনায়িকা সবে
মিলিত হইতে প্রিয়তম সাথে গুপ্ত কোনও স্থানে,
অতি সাবধানে চলে একাকিনী নিজনে রাতপথে,
ঘোর রজনীতে সূচিকাভেদঃ গভীর অন্ধকারে ।

বলিও তোমার প্রেমসী কান্না সোণামিনীয়ে তুমি
তব শ্রাম দেহে কষ্ট পাথরে স্বর্গবিপার সম
চমকি সে যেন দশায় পথ তাহাদেয়ে, আর শোন,
তুমি যেন ভাটী করিওনা পথে গর্জ্জন সহকারে । ৥ ৩৭ ৥

তব প্রিয়তম! হইলে ক্লান্ত চমকিয়া বারবার
রাত্রি যাপন করিও হে মেঘ তাহারে সঙ্গে নিয়া
সু-উচ্চ কোন ভবন শীর্ষে একান্ত নিজনে
পারাবাত শ্রেণী আছে শুধু যেথা নিদ্রায় অচেতন ।

রাত্রির শেষে যখন দেখিবো উদিতছে দিবাকর
তখন সে স্থান পরিত্যাগ করি যাটবে আপন পথে
জানো তো হে ভাই, বন্ধুর কোন কাধের ভার নিয়া
সাধুজন নাহি করি কালক্ষয় করে তা সম্পাদন । ৥ ৩৮ ৥

নাগরেরা সবে কাটায়ে রাত্রি অশ্রু কোনও স্থানে
প্রভাতে ফিরিয়া স্বীয় পত্নীকে জানাবে সোহাগ স্রীতি
যদি দেবী কর ভাবিবে তাহার! এখনো রাত্রি আছে
বক্ষিতাদেয় জনের ব্যথা ঘুচিবেন! আর তবে ।

রবির বিরহে প্রিয়া নলিনীর শিশির বিদুরূপ
অশ্রুর ঢল নেমেছে নয়নে একাকিনী নিশি জাগি,
চলেছে তাই সে কর দ্বারা তার মুচাইতে আঁখি জল
যদি তুমি ঢাকি নাও সেই কর সে বড় কষ্ট হবে । ৥ ৩৯ ৥

গজীরায়াঃ পয়সি সরিত-শ্চেতসীৰ প্রসঙ্গে
 ছায়াস্মাপি প্রকৃতি স্তভগো লক্ষ্যতে তে প্রবেশম্ ।
 তস্মাদস্তাঃ কুমুদ-বিশদাস্তহঁসি ত্বং ন
 ধৈর্য্যান্ মোখীকর্ত্ত্বং চটুল-শফরোদ্বর্তন প্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥

তস্তাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীৰশাখং
 হস্তা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
 প্রস্থানং তে কথমপি সখে লক্ষ্যমানস্ত ভাবি
 জাতাস্বাদো বিরতজঘনাঃ কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অগ্নিশ্রম্ভো-চ্ছূসিত বসুধা-গন্ধসম্পর্করমাঃ
 শ্রোতোরঙ্গ ধ্বনিত-স্তভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
 নীচৈর বাস্তব্য পঙ্ক্তিগমিষোর-দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
 শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননো-দ্বন্দ্বরাণাম্ ॥ ৪২ ॥

আরো কিছুক্ষর যদি যাও তবে দেখিতে পাইবে তুমি
 স্বচ্ছ-সলিলা গম্ভীর নদী বহিছে আপন মনে
 তাহার স্বচ্ছ রূপ অরূপ স্বচ্ছ সলিল মাঝে
 প্রবেশিতে তুমি পারিবে হে মেঘ ছায়াময় কলেবরে ।

ভটিনীর বকে পড়িবে যখন তোমার কক্ষ ছায়া
 ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত সফরী উড়িবে, মনে হবে যেন নদী
 শ্বেত কটাক্ষে হেরিছে তোমাবে শ্বেত কুমুদের সম ;
 তুমিও কিছুটা জল ছিটাইয়া দিও কোতুক ভরে । ৪০ ।

উভয় পারের বন ভূমি হতে বেতসের লতাগুলি
 ঝুলিয়া পড়িয়া সুনীল সলিলে ছলিছে স্রোতের টানে
 মনে হয় যেন নদীরূপা নারী রাখিতে বাস্তব তার
 ছই হাতে ধরি নিতম্ব হতে খসে পড়া নীল শাড়ী ।

তব সম কোন বসিকজনের পক্ষে অসম্ভব
 উপেক্ষা করা মুক্তজঘন রূপসী নদীরে, তাই
 পারিবেনা তুমি তাজিতে সহজে সেই দিক বসনারে
 যতই না ভুমি লম্বিত দেহে যেতে চাও তাড়াতাড়ি । ৪১

ছাড়ি সেই স্থান আরোহণ করি দেবগিরি পর্কতে
 বর্ষিবে যবে, বস্ত্রধা হইবে খুশীতে উচ্ছ্বসিত
 হস্তি সকল নিবারিবে তুষা সশঙ্কে টানি নিয়া
 শুঁড়ের বন্ধে সৌদা ভ্রাণসহ স্নানতল সমীরণ ।

কাননের মাঝে অপক বত বস্ত্র ডুমুর আছে
 তোমার শীতল বরিষনে তার। পাকিয়া উঠিবে, আর
 ছড়াইয়া দিবে জ্বরনে গগনে সৌরভ সুধা বাহা
 বহিয়া আনিয়া করিবে সমীর তব মনোরঞ্জন । ৪২ ।

তজ্জ স্বল্পং নিয়ত-বলতিং পুণ্যমেঘী-কৃতান্না
 পুণ্যাসারৈঃ স্বপ্নয়তু ভবান্ বোম-গঙ্গা-জলাজৈঃ ।
 রক্ষা-হেতাব্ নবশশি ভূতা বাসবীনাং চমুনা
 মত্যাঙ্গিতাং হৃতবহমুখে সন্তুতং তদ্ধি ভেজঃ ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতিব্ লেখা বলয়ি গলিতং ঘস্ত্র বহং ভবানী
 পুত্র-প্রেম্ণা কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করোতি
 ধোতাপাকং হর-শশি-রুচা পাবকেন্তং মঘুরং
 পশ্চাদস্তি গ্রহণ-গুরুভিব্ গজ্জিতৈব্ নর্ভয়েথাঃ ॥ ৪৪ ॥

আরাধৈনং শরবণ ভবং দেব-মুল্লজ্জিতাধ্বা
 সিদ্ধ-বৈশ্ব-জলকণভয়াদ্ বীণিভিব্ মুক্তমার্গঃ
 বালস্বেথাঃ সুরভিতনয়া-লভুজাং মানয়িগ্নন্
 স্রোতো মূর্ত্যা ভূবি পরিণতাং রন্তিদেবস্ত কীৰ্ত্তিম্ ॥ ৪৫ ॥

হুতাশন মাঝে শশি শেখরের বীৰ্য্যপাতের কলে
সুবেশ্বরের সেনা বাহিনীর রক্ষাকারীর রূপে
জন্মেছেন যে আদিত্যসম কুমার কান্তিকেশ
সেই মহাবীর নিয়ত সেথায় করিছে অধিষ্ঠান ।

ওগো মেঘ তুমি ধারণ করিও পুষ্পের কলেবর
পুষ্পের মেঘ হও তুমি আর তব সে সুসুম্ন রাজি
সিদ্ধ করিয়া বোম গজায়, শত সহস্র ধারে
বর্ষণ করি ষড়ানন দেহে করাটী তারে স্নান । ৪৩ ।

গিরি কন্দরে তোমার মস্ত্র ধ্বনিত হইবে যবে
শেখম মেলিয়া করিবে নৃত্য স্কন্দ-বাহন শিখি ।
সেই ময়ূরের প্রতি সদা হর স্নেহের নয়নে চাহে
শুভ্র হয়েচে চোখ তাই তার ললাট চন্দ্র করে ।

সূতের বাহন, তাই তার প্রতি স্নেহের কারণে উমা
চন্দ্র বলয় আঁকিত তার পালক খসিয়া গেলে
আপন হস্তে পরম আদরে কুড়াইয়া নিয়া তাহা
তাজিয়া কমল দলের ভূষণ কর্তৃক যুগলে পড়ে । ৪৪ ।

এইভাবে সেই শরবনভাত দেবতারে আরাধিয়া
খানিকটা দূর যাইতে দেখিবে সিদ্ধ দম্পতিরা
বীণা বাজাইয়া চলিতে চলিতে তোমার আসিতে দেখে
পথ ছাড়ি দিয়া দাঁড়াইবে দূরে জলের ছিটান ভয়ে ।

রক্তি দেবের কীৰ্ত্তিপ্রবাহ সম যে প্রবাহ ধারা
যজ্ঞে নিহত সুরভি-তনয়া গাভীর রক্ত শ্রোত
বহন করিয়া চলিছে বহিয়া যে নদী চর্য্যবতী
লগ্নেছে তার স্পর্শে ও জল একটুকু নীচ হয়ে ! ৪৫ ।

ସ୍ଵଧୀନାତୁଂ ଜଳମବନତେ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣୋ ବର୍ଷଚୌରେ
 ତନ୍ତ୍ରାଃ ସିଦ୍ଧୋଃ ପୁଥୁମପି ତତ୍ତ୍ଵଂ ଦୂରଭାବାଂ ପ୍ରବାହମ୍ ।
 ପ୍ରେକ୍ଷିଷ୍ୟନ୍ତେ ଗଗନ-ଗତ୍ୟୋ ନୂନମାରଜ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି
 ରେକଂ ମୁକ୍ତାଂଶୁମିବ ଭୁବଃ ସ୍ଫୁଲ୍ୟଧୋଽନୀଳମ୍ ॥ ୪୬

ତାମୁକ୍ତୀଷା ବ୍ରଜ ପରିଚିତ-ଜ୍ଞଳତା ବିଭ୍ରମାମ୍ ।
 ମନ୍ତ୍ରୋଂ କ୍ଷେପା-ଦୁପରିବିଳମ୍ବ-କୃଷ୍ଣସାର-ପ୍ରଭାଂଶମ୍ ।
 କୁନ୍ଦ କ୍ଷେପାଶୁଗ-ମଧୁକର-କ୍ରିୟାମାସ୍ତ୍ରବିଷଂ
 ପାତ୍ରୀକୁର୍ବନ୍ ଦଶପୁରବଧୁ-ନେତ୍ର-କୌତୂହଲାନାମ୍ ॥ ୪୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତଂ ଜନପଦମଥଚ୍ଛାନ୍ଦୟା ଗାହମାନଃ
 କ୍ଷେତ୍ରଂ କ୍ଷତ୍ରୀ ପ୍ରଧନ-ପିଣ୍ଡନଂ କୌରବଂ ତନ୍ ଭଜେଧାଃ ।
 ରାଜଗ୍ରାନାଂ ଶିତ-ଧର-ଶତୈର୍ବ-ସତ୍ର ଗାଣ୍ଡୀବଧସ୍
 ଧାରୀ ଣାତୈ-ସ୍ଵମିବ କଲ୍ୟାଣାଭ୍ୟ-ବର୍ଷନ୍ମୁଖାନି ॥ ୪୮ ॥

রূপসী তটিনী বহিয়া চলেছে কলকল কলরবে
পাষাণ প্রাচীরে সংঘাত হেতু ফুটিছে শুভ্র কেনা
উদ্ধ হইতে যদি দেখ চাহি মনে হবে তব তারে
শুভ্র চিকণ মক্তাশালার সম সে সুসজ্জিত ।

নীচু হয়ে তুমি স্পর্শিবে যবে সেই তটিনীর জল
কৃষ্ণবর্ণ মিলিত হইবে স্বচ্ছ সলিল সাথে
আকাশ হইতে হেরি সে দৃশ্য ভাবিবে সিদ্ধগণ
নীলকান্তের সঙ্গে মুক্তা হয়েছে সংযোষিত ।। ৪৬ ।।

সেখান হইতে যাইবে উড়িয়, দশপুর নামে গ্রামে
খেতাকার সব সুন্দরী বধু চাহিয়া উদ্ধ পানে
প্রসারণ করি কমল সদৃশ কমল নয়নদ্বয়
হেরিবে পরম বিস্ময়সহ তব শ্রাম কলেবর ।

তব দেহ পানে চাহিবে যখন সে সব সুন্দরীরা
আঁখি গোলকের শুভ্র অংশ প্রথমে উন্মীলিবে
ভ্রমর কৃষ্ণ নয়নের মগি বলকিবে তার পিছে
মনে হবে যেন শ্বেতকুমুদের পশ্চাতে মধুকর ।। ৪৭ ।।

তারপরে তুমি পৌছাবে আসি ব্রহ্মাবর্তপুরে
তোমার ছায়ায় শীতল হইবে সেখাকার জনপদ
তথা হতে যাবে মহাসমরের চিহ্ন সমাধিত
কত্রিয়দের যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের দেশে ।

ফুটন্ত সব পদ্যের পরে তোমার বৃষ্টি ধারা
যেমন বর্ষি ছিন্নভিন্ন করে দেয় তারিগকে
তেমনি হেথায় রাক্ষসদের বদন তীক্ষ্ণর
বিদ্ধ করেছে গাণ্ডীবধারী অর্জুন রণবেশে ।। ৪৮ ।।

হিমা হালা-মভিমতরসাং রেবতী-লোচনাং
 বন্ধু প্রীতা। সমর-বিমুখো লাক্ষ্মী ষা: সিধেবে ।
 কৃষা তাসা-মভিগমপাং সৌমা সারস্বতীনা
 মন্ত: শুক্ল-স্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণ: ॥ ৪২ ॥

তস্মাদ্ গচ্ছে-রত্নকনখলং শৈলরাজা-বতীর্ণাং
 জহো: কণ্ঠাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙ্ক্তিম্ ।
 গৌরাবজ্জ-ক্রকুটি-রচনাং ষা বিহস্তেব ফেনৈ:
 শস্তো: কেশ-গ্রহণমকরো-দিন্দু-লগ্নোমি-হস্তা ॥ ৫০ ॥

তস্তা: পাতুং স্বৰ্গজ ইব যোম্মি পশ্চাক্কলম্বী
 ত্বঞ্চদচ্ছ-ক্ষটিক-বিশতং তর্কয়েন্তির্ঘা-গন্ত: ।
 সংসর্পন্ত্যা মপদি ভবত: শ্রোতসি চ্ছায়য়ামৌ
 শ্রাদ-স্থানোপগত-ষমুনা-সঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫১ ॥

যুদ্ধ-বিরোধী স্বজন সখার হিতকামী হলধর
ক্ষুণ্ণ চিন্তে চলে গেলা যবে সরস্বতীর তীরে
কিরাইতে তারে পঙ্খী রেবতী ধরিল। সম্মুখে তার
আপন নেত্র প্রতিবিম্বিত স্তম্ভার পাত্ৰখানি।

তুচ্ছ করিয়া সেই উপহার যে নদীর তীরে রাম
সমাধিমগ্ন হয়েছিল। তাহা অতীত পূণ্যতোয়া
অন্তর তব হবে নির্মল। যে জল করিলে পান
বাহিরেই শুধু থাকিবে তোমার ক্লকদেহের গ্লানি। ॥ ৪৯

সেখা হতে যেও কনখলে যেখা হিমালয় চূড়া হতে
জহুকৃতা জাহ্নবা নামি আসিয়াছে ধাপে ধাপে
মনে হবে যেন সগর রাজার তনয়ের। সবে সেই
সোপান বাহিয়া স্বর্গরাজ্যে করেছিল। অরোহণ।

সকেন শুভ্র গজার ধারা হইয়া উচ্ছ্বসিত
বহিয়া চলেছে কলকলরবে, মনে হবে যেন তার
তরঙ্গরূপ হাত দুটি দ্বারা শত্ৰুর কেশ টানি
হাসিছে পুলকে তুচ্ছ করিয়া উমার ভ্রুকুণ্ণ। ॥ ৫০ ॥

হস্তির সম শরীর তোমার লাবিত করি যদি
তরঙ্গীর ক্ষটিকের গায় অক্ষলিল ভূমি
তুলি নাও তবে মনে হবে যেন গগন বিহারী কোন
স্তরলোক গজ শুভ্র দ্বারা টানি নিতেছে গজাজল।

তোমার দেহের কিছুটা অংশ বুলাইয়া দিয়া যবে
করিতে বাইবে সেই জল পান, তোমার কৃষ্ণ ছায়া
পড়িয়া শুভ্র জাহ্নবী জলে এমনি পাইবে শোভা
যেন তা গজ আর যমুনার মিলনের নবস্থল। ॥ ৫১ ॥

আসীনানাং সুরভিত-শিলং নাভি-গঠৈবৃ মৃগাণাং
 তস্তা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ,
 বক্ষ্যন্তধ্বজ্রম বিনয়েন তস্ত শূদ্রে বিষলঃ
 শোভাং শুভ্র ত্রিনয়ন-ব্রহ্মোৎ-খাত-পঙ্কোপ মেয়াম্ ॥ ৫২ ॥

তক্ষেদ্ বায়ৌ সরতি সরল-স্কন্ধ-সঙ্ঘট্ট-জয়া
 বাধেতোদ্ধা-ক্ষপিত-চমরী-বাল-ভারো দবাগ্নিঃ ।
 অর্হশ্চেনং শময়িতুমলং বারিধারা-সহস্রৈ
 রাপন্নান্তি-প্রশমন ফলাঃ সম্পদো হ্যন্তমানাম্ ॥ ৫৩ ॥

যে সংরস্তোৎ-পতন-বভসাঃ স্বাভভঙ্কায় তস্মিন্
 মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লজ্যয়েয়ু-ভবন্তম্ ।
 তান কুব্বীথা-স্তুমুলকরকা-রুষ্টি পাতাব-কাণান্
 কে বা ন জ্ঞাঃ পরিভব-পদং নিফলারস্তবজ্জাঃ ॥ ৫৪ ॥

দেখিতে দেখিতে এসে যাবে তুমি হিমালয় শিখা পথে
গঙ্গা প্রভাতে তুষার-শীতল শিলাতলে যেই স্থানে
কল্লুরী মৃগ বিশ্রাম লভে কড় শোয় বসে আর
নাভির মধুর গন্ধ ছড়ায় চারিদিক দেয় ভরে ।

বিশাল শুভ্র গিরির শৃঙ্গে যখন বসিবে তুমি
মনে হবে যেন বৃহদায়তন পিনাকীর শ্রুত বৃষ
শৃঙ্গের দ্বারা উৎখাত করি কর্দমাক্ত ভূমি
এক তাল কাটি লাগায় রেখেছে তাহার শৃঙ্গোপরে । ৫২ ৥

হিমালয় বুকে সরল জাতীয় আছে দেবদারু
কাণ্ডে কাণ্ডে ঘর্ষণে তাতে জলে গঠে দাবানল
সেই হতাশনে পোড়ে বন আর ক্ষুলিঙ্গ ছুটে এসে
চামরা মৃগের চামর ইদৃশ পুচ্ছ দগ্ধ করে ।

ওহে মেঘ তুমি সত্ত্বর গিয়া বর্ষণ করি বারি
স্বশীতল কর ধরাতল আর বাঁচাও চামরা মৃগে
মহান যে জন সে জন সত্যত আপনার সম্মান
নিঃশেষ করে পরের বিপদ মোচন করার তরে । ৫৩ ৥

হয়ত তোমার পথের সামনে হইবে উপস্থিত
অগ্নি চরণ হরিণেরা যবে তোমার উল্লসিতে
তোমার তো তাতে কোন ক্ষতি নাই কল্প সে বেকুবেরা.
নিজেরাই হবে অঙ্গ ভাঙিয়া নিজের নিজের হাড় ।

তুমি ভাই এক কাণ্ড করিও তাদের শাস্তি দিতে
শিলার সহিত তুমুল বৃষ্টি বরি পথের মাঝে
উচিত শিক্ষা দিও তুমি, আর, একথা কেবা না জানে
বৃথা লক্ষনে সহিতেই হয় লাইনা এ প্রকার । ৫৪ ৥

তত্র ব্যক্তং হৃষদী চরণ-গ্রাসমর্কেন্দুমৌলেঃ
 শশ্বৎ সিদ্ধৈ-রূপচিত্তবালিং ভক্তিনদ্রঃ পরীয়াঃ ।
 যস্মিন্ দৃষ্টে করণ-বিগমা-দৃষ্টিমুদ্র তপাপাঃ
 সম্বল্লন্তে স্থিরগণ-পদ-প্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধধানাঃ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্কায়ন্তে মধুরমণিলৈঃ কাচকাঃ পুষ্যমাণাঃ
 সংসক্তাভি-জ্জিপুর বিজয়ো গীয়াতে কিল্লরীভিঃ ।
 নিহ্নদন্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ শ্রাৎ
 মজীতাথো নচ পশুপতে-স্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়াস্ত্রে রূপতট-মতিক্রমা তাংস্তান্ বিশেষান্
 হংসদ্বারং ভৃগুপতি-যশোবস্ম যৎ ক্রৌঞ্চরজ্রম্ ।
 তেনোদীচীং দিশমমুসরে-স্তিযাগায়াম-শাভী
 শ্রামঃ পাদো বলি নিয়ম-নাভ্রাঘাতস্তেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৭ ॥

পর্বত পরে আছে বড় বড় প্রস্তর খরে খরে,
চন্দ্র মৌলি-চরণ চিহ্ন অঙ্কিত ঝার মাঝে,
সিদ্ধ সাধক নিয়ত সেথায় ভক্তি পূর্ণ মনে
পূজা অর্চনা করে তাদিগকে বহুবিধ উপাচারে ।

সে সব পাষণ্ড ফলক প্রণমি করিও প্রদক্ষিণ,
জানিও হরের চরণ চিহ্ন দর্শন করে যারা,
মুক্ত হইয়া সব পাপ হতে প্রমথের পদ লভি
শিব অমৃত হয়ে থাকে তারা যায় যবে পর পারে । ৫৫ ।

সেথায় কীটের দংশন জ্বাত বাঁশের রক্তে বায়,
প্রবেশিয়া যেন বাঁশরী বাজায় মিষ্ট মধুর স্বরে,
পিনাকপাণির ত্রিপুর বিজয় প্রভৃতি কীর্তি গাথা,
কণ্ঠ কাপায়ে গাহিছে স্বধ্বরে কিম্বদন্তীগণ লবে ।

এসময় যদি গিরিকন্মরে ধনিয়া তুলিতে পার,
মুরজ ধনিরসম গম্ভীর তোমার মন্ত্র স্বর,
বাঁশীর সহিত মৃদঙ্গ আর কিম্বদন্তীদের গান,
সবের মিলনে বিশ্বনাথের পূজা সার্থক হবে । ৫৬ ।

দূরতীক্রম্য পাহাড় প্রাচীর লঙ্ঘন করিবারে
আছে সেথা এক স্বড়ঙ্গ যাহা ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী,
বাণের আঘাতে ভৃগুরাম তাহা যশের প্রতীক রূপে
স্বজিয়া ছিলেন স্বর্গ গমনে লভেছিল বাধা যবে ।

কৃষ্ণ অঙ্গ লবিত করি সে গিরি সন্নিকটে
উঠিবে উর্দ্ধে ক্রমে ক্রমে যবে সেই রক্তের পথে,
মনে হবে সব ভ্রাম তব্ব যেন বিকুল একটি পা
বলিয়ে ছলিতে ক্রমে বিস্তারি উঠিয়া গিয়াছে নভে । ৫৭ ।

পদ্ম চোৰ্দ্ধং বশম্ভু জুজো-জ্জালিত-প্রস্থ সঙ্কে:
 কৈলাসস্ত্র জিদশ-বনিতা দৰ্পণস্ত্রাতিথি: স্ত্রা: ।
 শৃঙ্খোচ্ছ্রাট্টৈ: কুমুদ-বিশদৈব-যো বিতত্যা স্থিত: খং
 রাশীভূত: প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বক-স্ত্রাট্টহাস: ॥ ৫৮ ॥

উৎপত্তামি ষ্মি তটগতে স্মি-ভিন্নাধনাভে
 সন্ত: কৃত্ত-ধিবদ-দশন-চ্ছেদ-গৌরস্ত তস্ত ।
 শোভামত্রে: স্তিমিত-নয়ন-প্রেক্ষনীয়ং ভবিজী-
 যংসন্তস্তে সতি হলভূতো মেচকে বাসসাব ॥ ৫৯ ॥

হিমা তস্মিন্ ভূজগ-বলয়ং শঙ্কনা দত্তহস্তা
 জীড়া শৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচায়েণ গৌরী,
 ভদ্রীভক্ত্যা বিরচিতবপু: স্তম্ভিতাস্তব্ধ জলৌঘ:
 সোপানস্বং কুরু মণিতটা-বোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬০ ॥

সেখান হইতে উর্দ্ধাভিমুখে বাহিরে আসিয়া তুমি
পাইবে দেখিতে বাবৎহস্তে বিচ্যুত ঘন্থি সহ
স্বটিক-স্বচ্ছ শুভ্র বরণ কৈলাস পর্বত
স্বর্ণনাগী গণ মর্পন রূপে করে যাবে বাবহার ।

কুমুদের সম ভূষারে আবৃত তাহার শূলগুলি
পাইতেছে শোভা শ্বেত সুষমায় হইয়া উদ্ভাসিত
মনে হয় যেন নটরাজ্যের প্রতিদিনকার সব
অট্টহাস্ত ভ্রামিয়া জমিয়া ধরিয়াছে এ আকার ।। ৫৮ ।।

কুম্ববর্ণ কাঞ্চলগুলির অন্তরাংশ যথা
অবিক কুম্ব, সেক্রপ কুম্ব তোমার শরীর খানি
দ্বিগুণিত গজদন্তের যেমন মধ্যভাগ
দেখিতে শুভ্র, সেক্রপ শুভ্র গিরির ভূষার রাশি ।

সেই পর্বতের কটিদেশে যবে করিবে অবস্থান
মনে হবে যেন সুবিশাল বপু হৃদয় তার কাঁধে
ধারণ করেছে যেন একখানি জামল উত্তরীয়
নয়ন ভরিয়া সেই সূদৃশ হেরিবে জগৎবাসী ।। ৫৯ ।।

সেখায় ঘাইয়া পাইবে দেখিতে ফণীর বলয় ত্যাজি
ক্রীড়া শৈলের উপত্যকায় গৌরীর হাত ধরি
করিছে শঙ্কু ভ্রমণ কিম্বা হয়ত হস্ত তার
বাড়ায়ে দিয়াছে প্রিয়তমা প্রতি উর্দ্ধে ওঠার তবে ।

যদি এ দৃশ্য পড়ে তব চোখে তখনি অগ্রসরি
বিছাটয়া দিও শরীর তোমার তাহাদের পদতলে,
যাহাতে তাহারা রাখিয়া চরণ তোমার কোমল দেহে
আরোহিতে পারে যুক্তাধচিত শৈলতটের পরে ।। ৬০ ।।

তজ্জীবন্তং বলয়কুলিশোদ্ ঘট্টনোদগীর্ণতোয়ং
 নেয়াস্তি ত্ৰাং স্বয়ম্ভবতয়ো বহুধারাগৃহস্বম্ ।
 তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ! স্বয়-লক্স ন স্তাৎ
 ক্রীড়া লোলাঃ অবগ-পক্বেক-গচ্ছিতৈব-ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৩১ ॥

হেমাঙ্কোজ প্রসবিসলিলং মানসস্ত্রা-দদানঃ
 কুর্ক্বন্ কামং ক্ষণমুখ-পচ প্রীতিমৈবাবতস্ত ।
 ধূমন্ কল্পক্রম-কিশলয়ান্ অংকনান্য বাতৈব
 নান্যচেট্টৈব-জলম্ ! ললিতৈব-নিবিশেষ্তং নগেজম্ ॥ ৩২ ॥

তস্ত্রোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব সন্ত-গজ-হৃকলাং
 ন ত্বং দৃষ্টো ন পুনরলকাং জ্ঞাস্তসে কামচারিন্ ।
 যা বঃ কালে বহতি সলিলোদগার-মূচ্চৈব বিমানা
 মুক্তাঙ্কাল-গ্রথিতমলকং কামিনীবাহুবন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি পূর্বমেঘঃ

স্ব স্ববতীরা পরমানন্দে খেলিবার কালে যেথা,
হেরিলে তোমায় আসিবে ছুটি ও ম্পশি তোমার দেহ,
হীরক খচিত বলয় আঘাতে বিদীর্ণ করি দিয়া
ঝরাইবে জল তা হতে গৃহের দারায়ন্ত্রের মত ।

কোনমতে যদি না পাও মুক্তি তাহাদেব হাত হতে,
ছাড়িও তা হলে গোটা দুই চাপ গুরু গর্জন বাহা
অবশ্যে পশিলে পলাইবে ভয়ে সেমব সন্দরীরা
গর্জনেতেই রক্তময়ীরা হয়ে যাবে নিরস্ত । ॥ ৬১ ॥

সেখানেই তুমি পাইবে দেখিলে মানস সরসী বাহে
ফুটিয়া রয়েছে স্বর্ণ কমল স্বচ্ছ শীতল জলে,
পর্যগ মেশান স্রব্ধিত সেট জল পান করিবারে,
আসে সদা যেথা স্রবশ্বরের বাহন ঐরাবত ।

সে জল কিছুটা পান করি নিও, পরে তার প্রীতি লাগি,
মুখোপরি তার ধরিও তোমার দেহের পাতলা স্তন,
শিহরি কল্পতরু পল্লব বায়ুসম কিবা আবে।
নানাবিধ ভাবে উপভোগ করো সে রম্য পর্বত । ॥ ৬২ ॥

স্বচ্ছাবিহারী তুমি তাই তব না দেখার হেতু নাই
গিরির অঙ্কে শোভিছে অলকা অতি অপক্লপ সাজে,
পার্শ্বে তাহার বহিছে গঙ্গা, মনে হবে তব ঘন
প্রণয়ির কোলে অন্তিত বসনা রূপসী আশ্রহারা ।

ছাদের উপরে রয়েছে বিছানো পুঞ্জিত কালো মেঘ
মাকে মাকে বাহে ফুটিয়া উঠেছে শেতকায় বৃনবৃন্দ,
ঘন তাহা সেই রূপসী নারীর অলকগুচ্ছ, বাহা
রয়েছে জড়ানো মুক্তা খচিত কেশ বঁধা জাল দারা । ॥ ৬৩ ॥

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যাৎবস্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিভাঃ
সদীভায়-প্রহত-মুদ্রাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্ ।
অস্ত্রোদ্যমং মণিময়ভূব-স্বজমভ্যং-লিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্থাং তুলসিভূমলং যত্র তৈস্তৈব বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥

হস্তে লীলা-কমল মলকে বাল-কুন্দানুবিন্দং
নীতা লোহ-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে স্ত্রীঃ ।
চুড়াপাশে নবকুরুবকং চাক্র বর্গে শিরীষং
সীমস্তে চ অহুগমজং যত্র নীপং বধুনাম্ ॥ ২ ॥

যজ্ঞোন্নত-ভ্রমরমুখরাঃ পাদ-পাঃ নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণী-রচিত-রশনাঃ নিত্য-পদ্মাঃ নলিহাঃ ।
কেকোৎকর্থা ভবনশিখিনো নিত্য-ভাষ্য-কলাপাঃ
নিতা জ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত তমো-বৃদ্ধি-রম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমেঘ

তবদেহে আছে বিদ্যুৎ প্রভা তেমনি প্রাসাদ মাঝে
বিদ্যুৎসম চমকি ঝলকি বিচরে স্বন্দরীরা,
তোমার ইন্দ্রধনুসম সেথা শোভে নানাবিধ ছবি
তব গুরু গুরু সঙ্গীতসম মৃদঙ্গ তথা বাজে ।

তোমার শরীরে যেমন সলিল সেরূপ সে সব গৃহে
স্বচ্ছ স্ফটিক মণির প্রভাবে জল বলি ভ্রম হয় ;
তোমারি সমান গগন-চুম্বি সে সব অট্টালিকা
তোমার সঙ্গে তাই তারা সবে তুলা সকল কাজে । ১ ।

বধুরা হেথায় পরে ছুই হাতে লীলা কমলের জোড়,
অলকগুচ্ছ সজ্জিত করে কুন্দ কুসুম সাজে
মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া লোঁচ ফুলের রেণু,
অধিক শুভ করে তাহাদের শুভ চন্দ্রানন ।

কবরীর ছুই পার্শ্বে গুঁজিয়া দেয় কুরুবক ফুল,
শিরীয় কুসুমে কর্ণযুগল করে তারা স্নশোভিত,
সৌমন্ত পরে কদম্বফুল বুলায়ে কেশের সাথে
রূপের মাধুরী ছড়াইয়া তারা করে মনোরঞ্জন । ২ ।

সেখাকার সব পাদপ গুল্ম সর্বদা কুসুমিত
মুখরিত তাহা ভ্রমর কুলের অবিরাম গুঞ্জে
যুগালে সেথায় সদা সর্বদা ফুটে থাকে শতদল
হংসের শ্রেণী ঘিরে থাকে যাহা চন্দ্রহারের মত ।

ভবনে ভবনে শিখিকুল সেথা সদাই মেলিয়া রাখে
চিহ্নিত আর রঙীন কলাপ কেকাধনি সহকারে
প্রদোষে কদাপি দেখা নাহি যায় সেথায় অন্ধকার
প্রতি সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ধারা ঝরে পড়ে অবিরত । ৩ ।

আনন্দোৎসবং নয়ন-সলিলং যজ্ঞ নারী-নিমিত্তৈব
 নাত্তস্তাপঃ কুসুমশরজা-দ্বিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ ।
 নাপ্যন্ত্রাস্যাৎ-প্রণয়কলহাদ্-বিপ্রয়োগো-পপত্তি
 বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্তদন্তি ॥ ৪ ॥

যন্তাং যক্ষাঃ সিতমধিময়া-ত্বেতা হর্ষাস্থলানি
 জ্যোতিঃছায়া-কুসুম-রচিতাশ্রয়স্তমজ্রী-সহায়াঃ ।
 আসেবন্তে মধু বতিকলং কল্পরক্ষ প্রসূতং
 স্বদগভীর-ধ্বনিযু শনৈকৈঃ পুষ্পরেখাহতেষু ॥ ৫ ॥

মন্দাকিনীয়াঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুভির্
 মন্দারাবাণা-মহুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষণাঃ ।
 অশেষ্টৈবোঃ কনক সিকতা-মৃষ্টি-নিষ্কেপ-গুটৈঃ
 সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর-প্রাণিতা যজ্ঞ কন্তাঃ ॥ ৬ ॥

ছুঃখ তাপের লেশ নাই তাই আনন্দাশ্র ছাড়া
কখনো কারুর নয়ন হইতে ঝরেনা অশ্র ধারা,
পুষ্পবাণের আঘাত ব্যতীত অন্ত কোনও বাধা
সহিবাব সেখা কাহারও কভু নাহি হয় প্রয়োজন ।

সবাই সেথায় অমর, সেহেতু প্রণয় কলহ ছাড়া
কখনো কারুর প্রিয়জন হতে নাহি হয় ছাড়াছাড়ি ;
যৌবন ছাড়া অন্ত কোনও বয়স কাহারো নাই
চির যৌবন ভোগ করে তাই সেথায় সর্বজন । ॥ ৪ ॥

আকাশের সব তারকাসম ছড়ানো ইতঃস্তত
পুষ্পশোভিত মুক্তাখচিত শুভ্র হৃদ্যতলে
রূপ যৌবন রসে ডগমগ কামিনীগণকে নিয়া
আনন্দে মধু করিতেছে পান বিলাসী বক্ষসবে ।

সে মধু কিন্তু যেমন তেমন পুষ্পের মধু নয়,
কল্পবৃক্ষ হইতেই শুধু সে স্রবা পাওয়া যায়,
করিলে যা পান ভোগের তৃষ্ণা নাহি হয় নিরন্তর,
বাঞ্ছা সদা তাই মদন সেখা তব সম গুরু হবে । ॥ ৫ ॥

মন্ডাকিনীর স্বর্ণখচিত সৈকতভূমি পরে,
দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিতা বক্ষকভাগ্যে,
কভু হাতে নিয়া কখনো লুকায়ে বালুকারাশির মাঝে
খেলিছে পুলকে ছুটাছুটি করে মণি লুকাচুরি খেলা ।

নদীর শীতল সলিল স্পর্শে স্নিগ্ধসিক্তবাস্য
জুড়িয়ে দিতেছে কিশোরীগণের ক্রীড়ায় ক্লান্তদেহ,
মন্ডার তরু প্রসারণ করি স্নানীতল ছায়া তার
যৌৱ-আতপ নিবারণ করি সেবিতোছে সাবাবেলা । ॥ ৬ ॥

নীৰী-বঙ্কোচ্ছৃমিত-শিথিলং যত্র বিধাধরাণাং
 ক্ষৌমং বাগাদ-নিভৃত-কবেষাঙ্গিপংমু প্রিয়েষু ।
 অচ্চিস্তকা-নভিমুখমপি প্রাপ্য বস্ত্র-প্রদীপান্
 দ্বীমুঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৭ ॥

নেত্রা নীতাঃ সতত-গতিনা যদ্বি মানাগ্রভূমৌ
 বালেখ্যানাং নবজলকটৈর্দ্ব দোষমুৎপাছ সজঃ ।
 শঙ্কা-স্পৃষ্টা-ইব জলমুচ-স্তাদৃশা যত্র জালৈর্দ্ব
 ধুমেদ-গাবান্ন-কৃতি নিপুণা গুৰ্জরা নিম্পতন্তি ॥ ৮ ॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম-ভূজা লিঙ্গানোচ্ছাসিতানা
 মঙ্গলানিঃ সুরত-জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
 স্তব্ধ-সংরোধপগম-বিশদৈ-শ্চন্দ্রপাদৈর্দ্ব নিশীথে
 ব্যালুপ্পলি স্মৃট-জল-লব-যান্দিনশ্চন্দ্রকাস্তাঃ ॥ ৯ ॥

নিবিড় প্রণয় উচ্ছ্বাস আর সুগভীর অল্পবয়সে
অলকাপুরীর রসিক নাগর প্রেমিক পুরুষ হবে,
প্রেমসী কান্তা বিশ্বাধরার বসন কাড়িয়া নিয়া
কটির বাধন খুলিতে হস্ত করিতেছে প্রসারিত ।

প্রদীপ শিখার উজ্জ্বললোকে লজ্জায় স্ত্রিয়মানা
নিভাইতে তাহা মুষ্টিবদ্ধ চূর্ণ লইয়া হাতে,
দিশাহারা নারী বিফল প্রয়াসে ছুঁড়িছে দীপের প্রতি
বহু-প্রদীপ তাহাতে কিন্তু হয়না নির্বাপিত । ১১

সেখায় উচ্চ অট্টালিকার খোলা বাতায়ন হতে
তোমার সমান ধূম্রবরণ খণ্ড খণ্ড মেঘ ;
দেয়ালে টাঙানো চিত্র সমূহে আপন খেয়াল বশে
জল ছিটাইয়া যায় পুনঃ দূরে অগ্ন জালা দিয়া ।

হেরিলে সে সব মনে হবে তব যেন সে ছুটে মেঘ
আলেখ্যগুলি নষ্ট করায় নিজেদের দোষ লাগি
ধরা পড়িবার আশঙ্কা হেতু তড়িৎ গতির সাথে
গবাক্ষপথে যে যেদিকে পারে ঘাইতেছে পলাইয়া । ১২

স্বপ্নম্য সব হর্ষ্যরাজির শয়ন কক্ষ মাঝে
চন্দ্রকান্ত মণি-সুশোভিত ঝালর সংঘোজিত,
চন্দ্রাতপের নিম্নে যেখানে রয়েছে শয্যা পাতা,
নরনারী লেখা ঘাপে আনন্দে সমস্ত বিভাবরী ।

সেই শয্যায় প্রিয় বঁধুয়ার বাহুবন্ধনে বাধা
অর্ধসুপ্তা নিশি জাগরণে প্রান্তা নারীর দেহে
চন্দ্রকিরণে সৃষ্ট শিশির পড়িয়া ঝালর হতে
নারী রাজির শ্রমের ক্লান্তি নিতেছে হরণ করি । ১৩

অক্ষথ্যাস্তব্ভবন নিধয়ঃ প্রতাহং রক্ত-কঠৈ
 রুদগায়ন্তিবৃ-ধনপতি ষশঃ কিম্বৈব যত্র সার্কম্ ।
 বৈভ্রাজাখ্যং বিবৃধবনিতা-বারমুখা-সহায়
 বদ্ধালাপা বহিরূপবনং কামিনো নিবিশন্তি ॥ ১০ ॥

গভ্রাংকম্পা-দলকপতিতৈব যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ
 পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিষ্চ ।
 যুক্তা জাতৈঃ স্তনপরিসর-চ্ছিন্ন-স্বত্রৈশ্চ হারৈঃ
 নৈশো মার্গঃ সবিতুরদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ১১ ॥

যত্র দেবং ধনপতিসখং যত্র সার্কাদ্ বসন্তং
 প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্নয়থঃ ষট্-পদক্যম্ ।
 সদ্ভ্রভঙ্গ-প্রহিত-নয়নৈঃ কামি-লক্ষ্যোন্মোঘৈ
 স্তস্তারম্ভ-শ্চতুর বণিতা-বিভ্রতৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

অক্ষয় ধন রত্ন নিধির মালিক যেহেতু সবে
কোন কার্যের নাহি প্রয়োজন, তাই সব কামী জন
অল্লাহদের সঙ্গে লইয়া প্রমোদ ভ্রমণে যাতে
বৈভাজ নামে স্বক্ষপতির বহির্দারোস্তানে ।

মধুর কণ্ঠে কিম্বদন্তি সেই উপবন মাঝে
স্বক্ষ রাজের গৌরব গাথা কীর্ত্তন করে সদা,
তাহাদের সাথে মিলিত হইয়া সুলক্ষ্মীদের ল'য়ে
নানা আলাপনে মত্ত হইয়া ভ্রমে তারা সেইখানে । ১০

সুখোদয়ের সঙ্গে সেথায় প্রকাশিত হয় পথে
সৈয়দীদের নৈশলীলার কীৰ্ত্তিকলাপ যত,
আধার রাজে চলিবার কালে অঙ্গদোলন হেতু
অলিত হওয়া নানা আভরণ চোখে পড়ে সবাকার ।

মেখা যায় সেখা অলক হইতে থ'সে পড়া মন্দার
মেহ হতে বরা শুষ্ক চূর্ণ চন্দন প্রলেপন ;
কান হতে থমা স্বর্ণকমল, স্তনের মুক্তাজাল
বক্ষ হইতে অলিত হওয়া ছিন্ন রত্নহার । ১১ ।

ধনাধিকারীর পরমবন্ধু মহাদেব মহাকাল,
বিরাজ করিছে সতত সেথায়, তাই তার ভয়ে কাম,
পারেনা যুথিতে ভ্রমর পাঁতির জ্যা-এর পুষ্পবাণ
অলকাবাসীর হৃদয়ে তুলিতে উন্মাদনার ঝড় ।

কিন্তু তাহার পুষ্পচাপের সকল কার্য্য ভার
আয়ত-লোচনা সুলক্ষ্মীরাই করিছে সম্পাদন,
বক্সিম জ্বর ইশারায় আর মোহময় নয়নের
কটাক্ষ হানি করিছে মথিত পুষ্করের অন্তর । ১২ ।

বাসস্তিভ্রং মধু নয়নয়োৰ্ বিভ্রমাদেশদক্ষং
 পুষ্পোভ্ভেদং সহ কিসলয়ৈব-ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
 লাক্ষ্যবাগং চরুণকমলক্ৰাস-ধোগ্যঞ্চ যন্তা
 মেকঃ স্মৃতে সকলমবলা মণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

তজ্জাগারং ধনপতিগৃহা-ভূক্তবে-নাম্মদীয়ং
 দুৰ্ব্বালক্ষ্যং সুরপতি ধনু-স্চারুণা তোরণেন ।
 যন্তোপাস্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বদ্ধিতো মে
 হস্তপ্রাপ্য-স্তবকনমিতো বালমন্দার বৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥

বাপী চাম্বিন্ মরকতশিলা-বদ্ধ-সোপান মার্গা
 হৈমৈশ্ছয়া বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূষ্য-নাইলৈঃ ।
 যন্তান্তোয়ে কৃত-বসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টা
 নাধ্যাশ্রুতি ব্যপগতশুচ-স্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥

কল্পতরুর নিকটে সেখায় চাহিলে পাওয়া যায়
 রমণীগিরের ভোগ বিলাসের উপকরণাদি যত
 নানান চিত্রে শোভিত রসন, কাচুলী অঙ্গবাস
 আপন আপন রুচি অলুঘায়ী রত্ন ও আভরণ ।

মিলিবে সেখায় যথোপযুক্ত লাক্ষার নিয়াম
 অলঙ্কারগে চরণযুগল রঞ্জিত করিবারে,
 কিশলয় সহ পুষ্পস্তবক অথবা সুপেয় মদ
 ঘাহার প্রভাবে বিচিত্র ভাবে ভরে ওঠে হৃদয়ন । # ১৩৪

কুবেরের বাড়ী ছাড়ি উত্তরে যদি তুমি যাও সোজা
 দেখিতে পাইবে রয়েছে সেখায় সুরমা মম বাটী
 ইন্দ্রধনুর সম শোভমান তোরণ সমন্বিত
 সেই ভবনকে দূর হইতেও সবাই চিনিতে পারে ।

বাটীর ভিতরে প্রাচীরের গায়ে আঙিনার একপাশে
 আছে দাঁড়াইয়া মন্দির শিশু ঘন পল্লবে ভরা
 বিনম্র সেই পত্রগুলিকে হাত দিয়া ধরা যায়
 প্রেমসী আমার পুত্রের স্নেহে লালন করিছে তাহে । # ১৩৫

বাটীর ভিতরে আছে অতি এক সুবিশাল সরোবর
 সোপান সমূহ নিম্নিত ঘর মরকত শিলাঘরা,
 ঘন নীল মণি বৈদূহ্যের যুগল লতিকা সহ
 স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সলিলে সেখায় সোনার পদ্ম ভাসে ।

অতি মনোরম সেই সরোবর তাই তাহা ত্যাজি কহু
 যায়না কোথাও হংসের শ্রেণী, যদিও বহাকালে
 সব যদ্যালের কাম্যস্থান মানস সরসী, আর,
 যদিও সে স্থান রয়েছে নিকটে আমার বাড়ীর পাশে । # ১৩৬

তস্তাস্তীয়ে রচিত-শিখর পেশলৈ-বিন্দুনীলৈঃ
 ক্রীড়া-শৈলঃ কনককদলী-বেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ ।
 মদগেহিষ্ঠাঃ প্রিয়ইতিসখে ! চেতসা কান্তরেশ
 প্রেক্ষোপাস্ত-ক্ষুরিত-তড়িতং স্থাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥

রক্তাশোক-শ্লল কিসলয়ঃ কেসরশাট্র কান্তঃ
 প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকযুতেব-মাধবী মণ্ডপস্ত ।
 একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বাম পাদা ভিলাষী
 কাঙ্ক্ষ্যত্যাগো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদনাত্মাঃ ॥ ১৭ ॥

তন্নখো চ ক্ষটিকফলকা কাকনী বাসঘষ্টিব
 মূলে বদ্ধা মণ্ডিরনতি-প্রোঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ ।
 তালৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগৈব-নর্তিতঃ কান্তয়া মে
 ষামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সূর্য্যঃ ॥ ১৮ ॥

সে দীঘির ভাঁয়ে পাইবে দেখিতে আছে স্বরমা এক
কীড়া পর্বত শিখর বাহার শোভিত ইন্দ্রনীলে,
সোনার কমলীতরু বেষ্টিত সে রমা পর্বতে
মোরা দুইজনে পরমানন্দে করিতাম বিচরণ ।

নেহারি তোমার কুমুদবর্ণ দেহের সরিকটে
স্বর্ণলতার সম স্তম্বর বিজলীও ঝলকানি,
মনে পড়ে সেই কীড়া শৈলের মধুর দৃশ্যপট,
প্রিয় বস্তুর হেরিলে সদৃশ বেদনায় ভরে মন । ১৬ ।

সেখা আছে এক মাধবী লতার কুঞ্জের মণ্ডপ
কুরুবক ফুলে বেষ্টিত যার চতুর্দিকের সীমা,
রক্তবর্ণ ফুল পল্লবে শোভিত অশোক আর
কাস্ত বকুল এই দুটি গাছ বিরাজিছে তার পাশে ।

বায়ু হিলোলে হেলে ছলে পড়া ইহাদের পল্লব
হেরিলে মনে হয়, অশোক চাহিছে বাম পদাঘাত, আর
কাস্ত কেসর চাহে যেন তার মুখোচ্ছিষ্ট স্বরা
তব সখী পাশে, যেরকম আমি চাহিতাম উচ্ছ্বাসে । ১৭

সে ছুটি তরুর মাঝের ভূমিতে রয়েছে প্রোথিত এক
সোনার যষ্টি, মূলটি বাহার তরুণ বাঁশের মত
সবুজ মণির নিম্নিত আর বাহার উপরি ভাগে
রয়েছে বসানে! আড়াআড়ি ভাবে স্ফটিকের এক দাঁড় ।

দিবসের শেষে সন্ধ্যালগ্নে সে দাঁড়ের পরে হবে
তোমার বন্ধু স্নানীল কণ্ঠ ময়ূর বসিত আলি
করতালি দিয়া মোর প্রিয়া তাবে নাচাইত হাসি, তাই
করু রুগ্ন হবে বাজিত তাহার জড়োয়া অলকার । ১৮ ।

এভিঃ সাধো ! হৃদয়-নিহিতৈব লক্ষ্যেষাঃ
 দ্যায়োপাস্তে লিখিতবপুর্ষো শব্দ-পদ্যৌ চ দৃষ্টৌ ।
 কামচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদবিয়োগেন নুনং
 সূর্য্যোপাস্যে ন খলু কমলং পুষ্পতি স্বামভিধ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

পদ্মা সত্ত্বঃ কলভতল্লতাং শীত্ৰসম্পাত হেতোঃ
 ক্রৌড়া শৈলে প্রথম কথিতে বম্য-সানৌ নিষগ্নঃ
 অর্ইশ্রুন্তব-ভবন-পতিতাং কর্তু মল্লানভাসং
 গম্ভোতালী-বিলসিত-নিভাং বিদ্বাদুগ্বেষ-দৃষ্টিম্ ॥ ২০ ॥

তবী শ্রামা শিখরি-দশনা পক্ববিষাধরোগী
 মধো ক্রামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ ।
 প্রৌণী ভার্য্য দলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভাং
 বা তত্র স্তাদ্ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টি রাগেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥

অমৃত শব্দ পদ্ম একুশ বিস্ত নির্দেশিতে
 অঙ্কিত আছে শব্দ পদ্ম তোরণের ছই পাশে,
 আমার বিহনে তাহার কিছুটা হয়ত হয়েছে জান
 সূঁধা আস্তে গেলে ধ্বংসকম পদ্মের নশা হয় ।

তুমি ভাই অতি সজ্জন আর সাধু প্রকৃতির, তাই
 কুলিবেনা মম এই অহুরোধ একথা স্মৃতিস্তিত,
 লক্ষণ যা যা বলিলাম আমি সে সব মিলায়ে নিয়া
 আমার বাড়ীটি খুঁজিয়া পাওয়া মোটেই কঠিন নয় । ১১৬

ক্রীড়া শৈলের যে কথা তোমায় বলেছি একটু আগে
 সেই রমণীয় গিরি সান্নিদেশে নামি গিয়া ধীরে ধীরে
 বাসিতে পারিবে সহজেই তুমি তাহার নিম্নদেশে
 ছোট হাতীর সম গুটাইয়া নিজের শরীরটাকে ।

তীর আলোর ঝলকে বাহাতে ভয় নাহি পায়, তাই
 বজ্রোত ধধা গাছের উপরে মিটি মিটি আলো দেয়,
 বিভ্রাৎ হতে সেরূপ অল্প আলোক ছড়িয়ে দিয়া
 বাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইবে তাকে । ১১৭

তরী ও ভ্রামা কীণ কটি আর স্তম্ভ দুবার সম
 অমল ধবল অতি মনোরম তাহার দস্ত পাতি
 পকবিশ্ব ফলের সমান অধর যুগল, আর
 হরিণীর সম চকিত নয়ন, নাতি তার অঙ্গভীর ।

অতি গুরুভার প্রাণীর কারণে চলিতে না পারে ক্রান্ত
 শরীর তাহার ঈষৎ আনত স্তন যুগলের ভাবে,
 যনে হবে যেন যুবতীগণের মধ্যে সে বিধাতার
 প্রথম নৃষ্টি, এমন কান্দি আছে সেই রূপসীর । ১১৮

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
 দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাম্ ।
 গাঢ়োৎকর্ষণং গুরুয়ু দিবসেষু গচ্ছৎসু বালাঃ
 জাতাং মন্ত্রে শিশির-মখিতাং পদ্মিনীং বাস্তরূপাম্ ॥ ২২ ॥

নূনং তস্তাঃ প্রবল কুদিতোচ্চুন-নেত্রং প্রিয়াম্বাঃ
 নিশ্বাসানী-মশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরৌষ্ঠম্ ।
 হস্তগুপ্তং মুখ-মসকলব্যক্তি লম্বালকম্বা
 দিম্বোবদৈন্ত্যং স্বদন্তসরন-ক্লিষ্ট-কান্তেব্ বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-বাকুলা বঃ
 মৎসাদশ্রুং বিরহতম্ব বা ভাবগম্যং লিখন্তী
 পৃচ্ছন্তী বা মধুর-বচনাং সারিকাম্ পঙ্করম্বাং
 কচ্ছিত্ত্বঃ স্মরসি বলিকে ! অং হি তত্ত্ব প্রিয়েতি ॥ ২৪ ॥

উপর উক্ত যে নারীকে তুমি দেখিতে পাইবে তবে
 যে মোর দ্বিতীয় জীবন-সদৃশ। বিরহিনী প্রিয়তমা
 সখ্য বিহনে মিতভাবিনীর কাদিয়া উঠিছে প্রাণ
 চক্রবাকের বিরহে ব্যথিতা চক্রবাকীর মত ।

আমার লাগিয়া উৎকর্ষার কারণে যে বালিকার
 দীঘ বিরহ-অনিত বেদনা অরিয়াছে বহুশুণ,
 কুমার পীড়নে কমল যেমন শুক এবং স্নান
 বিরহে শেকর লাভণ্য তার হয়ত হয়েছে গত । ২২ ।

করিছে নিয়ত অশ্রু ধারা নয়ন যুগল তাই
 ফুলিয়াছে আর হারাইয়া জ্যোতি করিতেছে ছলছল,
 বক্ষ ভেদিয়া বাহিরিছে তার করুণ দীর্ঘশ্বাস
 মগ্নি হয়েছে রক্তবরণ কোমল ওষ্ঠাধর ।

বাম করতলে দ্যস্ত এবং লবিত কেশে ঢাকা
 চন্দ্রবদনে কুটিয়া উঠেছে বিষমতার ছাপ,
 তোমার আড়ালে হইলে আরত হারায়ে জ্যোৎস্নালোক
 নিম্প্রভ হয়ে শোভে অস্বরে যেইরূপ শশধর । ২৩ ।

হয়ত দেখিবে, প্রবাসী পতির মঙ্গল কামনায়
 আছে সে বাস্তব সদা সর্বদা পূজার্তনার মাঝে,
 ক্রিষা বিরহে আমার শরীর কতটা হয়েছে কীর্ণ
 অন্তরে তাহা কল্পনা করি আঁকিছে চিত্র মম ।

অথবা হয়ত দেখিতে পাইবে পিঙ্গরে বীধা-মোর
 নারী বিহগীরে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিছে প্রিয়া
 কি গো হে বলিকা ! তুমিও তো ছিলে প্রিয় তার অতিশয়
 প্রভুর বিরহে তব স্বপ্ন কি দিছে আমার সম ? ২৪ ॥

উৎসজে বা মলিন-বসনে সৌম্য ! নিষ্কিপ্য বীণাং
মদগোজ্রাকং বিরচিতপদং গেমুদগাতুকামা,
তস্ত্রীমার্জাং নয়ন-সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ
কুয়োভুয়ঃ স্বয়মপি কৃত্যং মূৰ্ছানাং বিস্মরন্তী । ২৫ ॥

শেষান্ মানান্ বিরহ-দিবস-স্থাপিতস্তা-বর্ধেবা
বিত্তস্তন্তী ভুবি গণনয়া দেহলী দত্ত-পুটলৈঃ ।
মৎ-সঙ্গং বা হৃদয়-নিহিতারম্ভ-মাস্বাদয়ন্তী
প্রায়শেতে রমণ-বিরহেষজ নানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬ ॥

স ব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্ মদ বিয়োগঃ
শঙ্কে বাক্তৌ গুরুতরশুচং নিবিনোদাং মথীং ভে
মৎ-সন্দৈশঃ স্থয়িতুমলং পশু সাক্ষীং নিশীথে
তামুন্মিত্রা-মবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথবা হয়ত দেখিতে পাইবে, হে মোর শান্ত ঘেহ,
মলিন বসন পরি মোর প্রিয়া বীণাখানি কোলে নিয়া
রচনা করিয়া মম নাম আর কথায় পূর্ণ গান
করিছে বড় কণ্ঠের স্বর মিলাইতে তার তারে ।

কিন্তু সে গান গাহিতে গাহিতে অশ্রুর বজায়
ভিজি গেল তার বীণার তন্ত্রী, ভুলিল যে তার গান,
ঝটিতি সে জল মুছিয়া নিলেও পড়িলনা তার মনে
গানের যে পদ, তাই তার স্বর কেটে গেল বারেবারে । ২৫

বিরহ দশার প্রথম হইতে একটি করিয়া ফুল
দরজার পাশে গৃহের কোনে যে রাখিতেছে প্রতিদিন,
হয়ত দেখিবে সেই ফুলগুলি বিছায়ে ভূমির পরে
পরিয়া দেখিছে কতদিন গেল, কতদিন আছে বাকী ।

অথবা দেখিবে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসি প্রিয়া
মনে মনে মম আসক্ত স্তম্ভ করিছে আনন্দন ।
বিরহ জ্বালায় জলিবার কালে এভাবেই রমণীর
লভিয়া কিছুটা তৃপ্তি ও স্তম্ভ বহুলা রাখে ঢাকি । ২৬ ।

দিনের বেলায় নানাবিধ কাজে নিয়োজিত থাকে তাই
বিরহের ব্যথা অনেক সময় ভুলিয়া থাকিতে পারে,
কিন্তু রাত্রে বহুলা তার কী দারুণ হতে পারে
তাই ভাবি মনে ভয়ে মোর প্রাণ উঠিতেছে শিহরিয়া ।

প্রথম প্রহরে নিজার ভাব আসিতেও পারে তার ;
তাই সে সাক্ষী গভীর নিশীথে লুটায় ভূমির পরে
কাঁদিবে যখন, মোর সংবাদে কিছুটা শান্তি দিতে
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভূমি করিও জানালা দিয়া । ২৭ ॥

আধিক্যমাং বিবহশয়নে সন্নিযত্নৈক-পাশাং
 প্রাচীমূলে তন্তুমিব কলামাভ্র-শেবাং হিমাংশোঃ ।
 নীতা রাত্রিঃ কণ ইব যয়া সার্কমিচ্ছারতৈধা
 তামো বোষ্টেবু-বিবহমহ-তীমভ্রভিধাপন্নন্তীম্ ॥ ২৮ ॥

পাদানিন্দো-রমূত-শিশিযান্ জলমার্গ প্র বিষ্টান্
 পূর্বপ্রীত্যা। গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
 চক্ষুঃ খেদাং সলিলগুরুভিঃ পদ্মভিচ্ছা-দয়ন্তীং
 গাভ্রেহুহীব স্থল-কমলীনীং ন প্রবৃদ্ধাং ন স্থপ্তাম্ ॥ ২৯ ॥

নিশ্বাসেনা-ধরকিশলয় কেশিনা বিক্ৰিপন্তীং
 শুদ্ধস্নানাং পরমমলকং নূনমাগণ্ড-লঘম্ ।
 মৎসস্তোগঃ কথমূপনমেৎ স্বপ্নজোহপীতি নিত্রা
 মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়ন-সলিলোৎপীড়-কঙ্কাবকাশাম্ ॥ ৩০ ॥

দেখিবে তখন বাথিতা পীড়িতা কুশকায়া মোর প্রিয়া
পড়িয়া রয়েছে বিরহ শয়নে একাকিনী পাশ ফিরি,
আছে কোন মতে প্রাণ ধরি শুধু, যেমন পূর্বাকাশে
চতুর্দলীর ক্ষীণ তম্ব শলী বিবাজে বাক্সিশেষে ।

যে সময় মোরা ছিলাম মিলিত সে সব সুখের রাত
কাটিত পলকে বহু প্রমোদে মোদের ইচ্ছামত,
কিন্তু আজিকে শরীরী যেন কিছুতে হয়না শেষ
নিদ্রাবিহীন রজনী সে ঘাপে অশ্রু সলিলে ভেসে । ২৮।

যাতায়ন দিয়া ঘরের ভিতরে পশিলে জ্যোৎস্নাধারা
হৃদয়ে তাহার আগি ওঠে বত অতীত সুখের স্মৃতি ।
ভাবে সে, কতনা তৃপ্তি দিয়াছে চক্রেয় সেই আলো
যে আলো জুড়াত সকল ক্লান্তি পড়িলে তাহার গায় ।

আজো তাই প্রিয়া শাস্তির লাগি চাহে যবে তার পানে
অমনি চক্ষু জ্বলে ওঠে আর ভবে যায় তাহা জলে ।
না পাবে মেলিতে কিছা মৃদিতে জল ভরা সে নয়ন,
মেঘলা দিবসে না ফোটা না বোজা স্থল কমলের স্তায় । ২৯।

বিরহ দুঃখে তৈলাদি ছাড়া স্নান করিবার ফলে
চুলগুলি তার হয়েছে কৃষ্ণ শক্ত তাবের মত,
মলিন হয়েছে অধর মুগল যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
ভারই প্রবাহে লম্বিত কেশ উড়িছে গগনদেশে ।

স্বপ্নেও বাতে লভিতে পায় সে আমার সঙ্গ সুখ
নিদ্রার লাগি বিরহিণী নারী করিছে বস্তু তাই,
কিন্তু তাহার অশ্রু ধারা কৃষ্ণ করি সে পথ
নামিয়া আলিছে দু'গল বাহিয়া বস্তার লম বেণে । ৩০।

আজ্ঞে বদ্ধা বিরহ-দিবসে বা শিখা দাম হিমা
 শাপস্তাস্ত্রে বিগলিত স্তচা তাং ময়োদ্ বেটনীয়াম্ ।
 স্পর্শ-ক্লিষ্টা-মধমিত নখে-নাসকুং সারয়ন্তীং
 গণ্ডাভোগাং কঠিন-বিষমা-মেকবেণীং করণে ॥ ৩১ ॥

স। সন্ন্যাস্তাভরণ-মবলা পেশলং ধারয়ন্তী
 শয্যাংসঙ্গে নিহিতমসকুদ্ দুঃখদুঃখেন গাজম্
 স্বামপাশ্রং নবজলময়ং মোচয়িত্য্যবশম্
 প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণা-বৃন্তি-বর্জীস্তবাক্ষা ॥ ৩২ ॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সত্ত্ব-তন্মহেশ্বরা
 দিখন্তুতাং প্রথমবিবাহে তামহং তর্কয়ামি ।
 বাচালং মাং ন খলু স্বভগম্-মগ্ন ভাবঃ করোতি
 প্রত্যক্ষস্তে নিখিল মচিরাং ভ্রাতরুদ্ভব ময়া বৎ ॥ ৩৩ ॥

শাপাবসানের পরে আমি কবে নিজের হস্তে তার
কেশ খুলে দিয়ে বেণী বেঁধে দিব সে আশা লইয়া মনে,
প্রথম দিনের বাঁধা খোঁপা তার খোলে নাই কোনদিন,
যদিও ইহার মাঝে বছরদিন হইয়াছে অবসান ।

দীর্ঘদিনের বন্ধন হেতু রক্ত শক্ত খোঁপা
ঝুলিয়া পড়েছে আর বাহিরিছে উস্কে। থুস্কে চুল,
নিবারিতে গিয়া রক্ত কেশের কণ্ঠ যাতনা তার
আজুলের নখে জড়িয়ে পড়ায় লাগিছে অলকে টান । ৩১ ।

যুচিয়াছে তার আভরণ আর শুকায়ে হয়েছে কীর্ণা
কোনমতে তাই কালিমা জীর্ণ অঙ্গলতিকা খানি
ফেলিয়া রেখেছে অচেতন ভাবে শয্যার একপাশে
বহন করিতে নিজের দেহও যেন সে শক্ত নয় ।

যদি ভূমি তারে দেখ একবার তোমার হৃদয়খানি
ভরিবে ব্যথায়, পারিবেনা তাই রোধিতে অশ্রুধারা,
মহৎ হৃদয় সদাই কোমল পবের দুঃখে, আর
ভূমিতো কীদাবে কারণ তোমার অস্তঃ কলময় । ৩২ ।

আমার জ্ঞান মায়ী ও মমতা কতখানি তার আছে
জানি আমি ভাল, সহজেই তাই অহুমান করা যায়,
প্রথম বিরহে কেমনে সে নারী করিছে কালাতিপাত
কতটা কাতর হয়েছে কিংবা যন্ত্রণা তার কত ।

অপরের জ্ঞান বাচাল বলিয়া ভেবোন। কিন্তু মোরে
কিছুই বলিনি বাড়াইয়া তার গৌরব জানাবারে ।
তাছাড়া হে ভাই, বাবেই যখন নিজেই দেখিতে পাবে
বর্ষা না কি মিথ্যায় ভরা বলিয়াছি আমি যত । ৩৩ ।

ব্রহ্মপাদ-প্রসন্নমলকৈ-রঞ্জন স্নেহ-শূণ্যং
 প্রত্যাদেশাদপি চ যদুনো বিশ্বত জ্বিলাসম্ ।
 অঘাসন্নৈ নয়নমুপরি-স্পন্দি শকৈ যুগাক্ষ্য।
 যীনকোভাচ্চল-কুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

বামশচাঘ্যাঃ করুহ-পদৈব-মুচ্যমানো মদৌরৈ
 মুক্তাঙ্কালং চিব-পরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
 নস্তোগান্তে মম সমুচিতো হস্ত-সংবাহনানাং
 যাস্ত্যাক্ষঃ সরসকদলী-সুস্তগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ ! যদি সা লব্ধনিদ্রা-সুখা
 শ্রাদহা শৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্র ।
 মা ভূদশ্রাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্ন-লকৈ কথঞ্চিৎ
 সন্তঃ কণ্ঠচ্যুত-ভ্রু-লতা-গ্রস্থি গাঢ়োপগৃঢ়ম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাঞ্জিয়াছে প্রিয়া জ্ঞ-বিলাস সাজ, ছাড়িয়াছে মধুপান
 হারিয়েছে তাই নয়নের সেই বিলোল চাউনি তার,
 তদুপর তার রুদ্ধ হয়েছে বক্সিম বিলোচন
 চক্ষুর কোনে উড়িয়া পড়ায় চূর্ণিত কুন্তল ।

হৃদিলী নয়ন মেলি সে যখন চাহিবে তোমার পানে
 স্পন্দিত হবে পল্লববয়, কাঁপিবে চোখের তারা,
 মনে হবে যেন নীল সলিলের মধ্যে নড়িছে মীন
 যাহার দোলনে কাঁপিয়া উঠেছে পদ্মফুলের দল ।। ৩৪ ।।

বহুলহীন কদলী তরুর সমান স্থায়ীম তার
 শুভ্র এবং মৃদু ছিল স্বপ্নের উরুদয়,
 সন্তোষান্তে মম নখাঘাত-চিহ্ন লম্বাঘত
 শিথিল যে উরু আপন হস্তে টিপিয়া দিতাম আমি ।

মিলনকালে সে যে উরুযুগলে পরিত মুক্তাজাল
 তা কিন্তু আজ ভূষণবিহীন শীর্ণ দৈববশে,
 তোমায় দেখিলে কাঁপিতে থাকিবে বাম উরুখানি তার
 জানাইতে তারে মিলনের লাগি আসিছে শীঘ্র স্বামী ।। ৩৫ ।।

সে সময় যদি, ওগো জলধর, দেখিবারে পাও তুমি
 আছে সে পড়িয়া সাময়িক ভাবে নিদ্রার কোলে ঢলি,
 তবে ভাই তুমি না জাগিয়ে তারে, তাহার পার্শ্বে বলি
 প্রহরখানেক করিও হে মেঘ প্রতীক্ষা তার তবে ।

হয়ত তখন স্বপ্নের মাঝে বিরহিনী প্রিয়া মোর
 বাঁধিয়া আবেগে কণ্ঠ আমার ভূজলতা দ্বারা তার,
 লভিছে কণিক কল্পিত স্বপ্ন আমার আলিঙ্গনে
 আগাইয়া তারে সেই স্বপ্ন তার দিওনাক শেষ করে ।। ৩৬ ।।

ତାମ୍ଭାପ୍ୟ ସ୍ଵଜ୍ଞଳ-କପିକା-ନୀତଲେ-ନାନିଲେନ
 ପ୍ରତ୍ୟାସନ୍ତାଂ ସମସ୍ତାଂ ନବୈବ-ଜ୍ଞାନକୈବ-ମାଳତୀନାମ୍ ।
 ବିଦ୍ୟାଦ୍ ଗର୍ଭଃ ସ୍ଥିତିମିତ-ନୟନାଂ ସ୍ଵସନାଥେ ଗବାକ୍ଷେ
 ବକ୍ତୃଂ ଧୀରଃ ସ୍ତୁତିବଚନୈବ-ମାନିଶୀଂ ପ୍ରକ୍ରମେଥାଃ ॥ ୩୧ ॥

ଭର୍ତୃରୁଦ୍ଧିଂ ପ୍ରିୟମବିଧବେ ! ବିଚ୍ଛିନ୍ନାମାମସ୍ତୁବାହଂ
 ତତ୍ସନ୍ଦେଶୈବ-ହୃଦୟନିହିତ-ରାଗତଂ ସ୍ଵ-ସମୀପମ୍ ।
 ଯୋବନ୍ଦାନି ସ୍ଵରସ୍ୟାତି ପଥି ଆମ୍ୟାତାଂ ପ୍ରୋଷିତାନାଂ
 ମନ୍ତ୍ରମ୍ନିଶ୍ଚୈବ-ଧ୍ଵନିଭିରବଳା ବେଶିଯୋକ୍ଷୋଽସ୍ତକାନି ॥ ୩୨ ॥

ଇତ୍ୟାଧ୍ୟାତେ ପବନ ତପସ୍ୟଂ ମୈଥିଲୀବୋନ୍ମୁହୀ ମା
 ହାମ୍ୟ-କର୍ଥୋଽଛୁସିତ-ହୃଦୟା ବୀକ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାବ୍ୟ ଚୈବ ।
 ପ୍ରୋଷ୍ୟତାନ୍ତାଂ ପରମବହିତଃ ମୋୟା । ମୀମନ୍ତୁନୀନାଂ
 କାନ୍ତୋଦୟଃ ସ୍ଵହୃଦ୍‌ପନତଃ ନୟନାଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନୁନଃ ॥ ୩୩ ॥

তোমার শীতল সলিলে পূর্ণ স্নিগ্ধ প্রভাত বায়
যেমন ফোঁটায় মালতী লতার পুষ্পেঃ কুঁড়িগুলি,
তেমনি তোমার জলীয় বাতাস বহিলে তাহার পায়
খুলিবে তাহার চক্ষুর পাতা আপনিই ধীরে ধীরে ।

হেরিয়া তোমায় গবাক্ষ পথে সে যাতে না পায় ভয়
তাই তুমি অতি ধীরে ধীরে কথা কহিবে তাহার সাথে,
লুকায়ে রাপিও তব দেহ মাঝে বিচাং লতিকারে
যদি সে চমকে, হৃদয় মানিনী চাতিবেনা আর কিরে । ৩৭ ॥

কি কথা বলিবে ? বলিবে তাহারে, শুন ওগো অবিধবে,
তোমার পতির প্রিয় লগ্না আমি, জলদ আমার নাম,
মম হৃদয়ের অন্তরে বাঁধ এনেছি তোমায় তবে
অতি সুখকর সংবাদ এক তাহার নিকট হতে ।

আমার উদয়ে প্রবাসী পতিরা ডরিতে ষাইতে গৃহে
ভ্রান্ত হইয়া বিজ্ঞান নিতে যদি খানে পথ মাঝে,
আমারি মজ্ঞ শুনে পুণঃ তারা ঘর ঘর প্রেয়সীর
বিরহ দশার বেণী খুলিবারে ছোট্টে স্বগৃহের পথে । ৩৮ ॥

তোমার ও কথা শ্রবণ করিয়া চাহিবে যে তব পানে
উৎকণ্ঠিত আবেগের সহ উচ্ছ্বাসময় চোখে,
পবন-স্বতের বচন শুনিয়। আগ্রহ সহকারে
তাকাইয়াছিল তার মুখ পানে মৈথিলী যে বকম ।

তুমি যে তাহার পতির মিজ জানি তা সীমন্তিনী
সমাদর করি ভজ তোমায়ে, শুনিবে তোমার কথা ।
বন্ধুর মুখে প্রবাসী স্বামীর সংবাদ জানা, আর
প্রিয়তম সাথে মিলন-এ দুয়ে ব্যবধান অতি কম । ৩৯ ॥

ତାମାୟୁୟନ୍ । ମମ ଚ ବଚନା ଦାୟନଶୋପକର୍ତ୍ତୁଃ
 କ୍ରନ୍ଦା ଏବଂ ତବ ସହଚରୋ ରାମଗିୟା ଅୟନ୍ତଃ ।
 ଅବ୍ୟାପନଃ କୁଶଳମବଳେ, ପୃଚ୍ଛତି ଯାଂ ବିଧୁକ୍ତଃ
 ପୂର୍ବୋଦାୟଂ ହୃଦ-ବିପଦାଂ ପ୍ରାଣି ନାମେ ତଦେବ ॥ ୫୦ ॥

ଅନେନାତଂ ପ୍ରତତ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱନା ଗାଢ଼-ତତ୍ତ୍ୱେନ ତତ୍ତ୍ୱଂ
 ନାତ୍ତ୍ୱେନାତ୍ତ୍ୱ-କ୍ରତର୍ତ୍ତବିବରତୋଂ-କର୍ତ୍ତ-ମୁକ୍ତିତେନ ।
 ଉଷୋଞ୍ଜାଳଂ ସମଧିକ ତରୋ-ଞ୍ଜାଳିନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ
 ନକ୍ଷତ୍ରୈଶ୍ଚେତ୍ତ-ବିଶାତ ବିଧିନା ବୈରିଣା କ୍ଳେଶମାର୍ଗଃ ॥ ୫୧ ॥

ଶକ୍ତାଧ୍ୟୋୟଂ ଯଦପି କିଳ ତେ ଷଃ ମଥୀନାଂ ପୁରନ୍ତାଂ
 କର୍ଣ୍ଣେ ଲୋଳଃ କର୍ତ୍ତାୟିତୁମଭୂ-ଦାନନ-ସ୍ପର୍ଶ ଲୋଭାଂ ।
 ସୋହିତି କ୍ରାନ୍ତଃ ଅବଗ ବିଷୟଂ ଲୋଚନାଭ୍ୟାମ ଦୃଢ଼
 ସ୍ବାୟମ୍ବକର୍ତ୍ତା-ବିରଚିତ ପଦଂ ମନ୍ତ୍ରଥେନେଦ-ମାହ ॥ ୫୨ ॥

হে আয়ুমান, যাইতেছ তুমি যদিও কথায় মোর
পরোপকারের স্বযোগ থাকায় তুমিও ভাগ্যবান,
বলিও তাহারে, হে অবলে, তব সহচর তোমা হতে
বিযুক্ত হয়ে আছে কোনমতে রামগিরি আশ্রমে ।

বহুদিন হল তোমাতে ছাড়িয়া আছে সে বিদেশে বলে
তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করি পাঠায়েছে মোর মুখে,
জানো তো বন্ধু, বিপদ আপদে ভরা এ জীবন, তাই
প্রথমে শুবিবে, 'কিরকম আছে ?' প্রিয়জন সমাগমে । ৪০ ।

দৈববশে সে দূরে আছে বলে পায়না তোমার দেখা
তব সম তাই বিরহের তাপে অঙ্গ জ্বলিছে তার,
তোমার সমান উৎকণ্ঠায় কাটাইছে রাতদিন
বন্ধ বাহিয়া অবিরল ধারে ঝরিছে অশ্রুনারী ।

তোমারই মত নিমেষে নিমেষে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে
দহিছে মখে তোমারি সম সে হয়ত বা কিছু বেশী,
আপনার দশা ভাবি সে তোমার যত্না আঁচ করি
তোমার জন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া হইয়াছে অস্থির । ৪১ ।

বলিও তাহারে, অতি সাধারণ সামান্য কথা যাহা
বলা যেত অতি সহজেই তব সখীগণ সমীপেও,
সেই কথাও সে তব মুখখানি স্পর্শ করার লোভে,
বলিতে চাহিত হুঁকিয়া পড়িয়া তোমার কানের কাছে ।

ভাগ্য বিপাকে সে আছে পড়িয়া এমন দূরের স্থানে
পৌছেননা যেথা চোখের দৃষ্টি কিম্বা মুখের কথা,
সে তোমাতে তাই শোনাইতে চাহে মম মুখ মায়ক
তার হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় পূর্ণ বাণী বা আছে । ৪২ ।

শ্রামাস্বজং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
 বক্তৃচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্ ।
 উৎপশ্যামি প্রতমুযু নদী-বীচিসু ভ্রবিলাসান্
 হস্তৈকশ্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ ॥

স্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
 মাস্মানং তে চরণ-পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্ ।
 অশ্রৈস্তাবন্-মুহুরূপচিঠৈঃ দৃষ্টি বালুপাতে মে
 ক্রুরস্তশ্মিন্-নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতাতুঃ ॥ ৪৪ ॥

মামাকাশ-প্রণিহিত-ভৃঙ্কং নির্দগ্নাশ্লেষহেতোর্
 লকায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেযু ।
 পশুস্তীনাং ন থলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং
 মুক্তাস্থলা শুক্ল-কিসলয়ে-বজ্রলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৫ ॥

এতই কি তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, হে চণ্ডি, মোর প্রতি
 ষার লাগি খুঁজে পাইনা কোথাও তোমার সদৃশ কিছু,
 তোমার দেহের ছন্দ দেখিতে চাহি বনলতা পানে
 হরিণীর চোখে তোমার চকিত চাহনি দেখিতে চাই।

তোমার মুখের স্বপ্নমা হেরিতে তাকাই তাঁদের প্রতি
 দেখিবারে চাই শিখির কলাপে তোমার কেশের শোভা,
 নদী তরঙ্গে খুঁজে মরি আমি তোমার জ্ব কুঞ্জন,
 কিন্তু কোথাও তব অঙ্গের উপমা তো নাহি পাই ! ॥ ৪৩ ॥

মনে মনে তব প্রণয়-কুপিত অরুণ কপোলখানি
 হেরিবারে আর লুটায় পড়িতে তোমার চরণতলে
 শিলাপরে আঁকি' তব আলেখ্য লাল গিরিমাটি দ্বারা
 পাদমূলে চাই আপন চিত্র করিবারে অরুন।

কিন্তু সে ছবি আঁকিবার কালে নামিয়া অশ্রুধারা
 চোখের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া ব্যাঘাত ঘটায় তাতে,
 মনে মনে তব সঙ্গ স্বপ্নের ক্ষুদ্র বাসনাটিও
 দারুণ বিশ্বির বিধানের কলে হয় নাক নিরসন। ॥ ৪৪ ॥

স্বপ্নেও যাতে তব সাথে মোর দেখা হয় একবার
 সে আশায় মম নিদ্রার লাগি চেষ্টার শেষ নাই,
 কখনও যদি ঘুম আসে আর স্বপ্নে তোমারে দেখি
 লজিতে তোমায় বাছ ছুটি মোর উর্দ্ধে তুলিয়া ধরি।

হেরিয়া এমন করুণ দৃশ্য বনদেবতার। তবে
 নীরবে অশ্রু করে বরিষণ সমবেদনার ভাবে,
 তাহাদের সেই অশ্রুবিন্দু শিশির বিন্দুরূপে
 তরুণলবে মুক্তার স্থায় পড়ে ঘেন ঝরি ঝরি। ॥ ৪৫ ॥

ভিত্তা সত্যঃ কিসলয়-পুটান্ দেবদাক্ষ জমাণাং
 যে তৎক্ষীর ক্ষতি-স্বরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ ।
 আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুমারাজিবাভাঃ
 পূৰ্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবে-দক্ষ মেভিস্তবেতি ॥ ৪৬ ॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ৰণ ইব কথং দীর্ঘ-যামা ত্রিযামা
 সর্ববাবস্থাস্ব-হরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্রাং
 ইখং চেতশ্চটুল নয়নে দুর্লভ-প্রার্থনং মে
 গাঢ়োন্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিযোগ-বাথাভিঃ ॥ ৪৭ ॥

নবান্নানং বহু বিগণয়ন-নাস্তনৈবা বলধে
 তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্
 কস্তাত্যস্তং স্তম্ভমূপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
 নীচৈবগচ্ছত্বাপরি চ দশা চক্ৰনেমি ক্রমেণ । ৪৮ ॥

বহিছে শীতল জলীয় বাতাস উত্তর দিক থেকে
 দেবদারু হতে কুঁড়ি পল্লব ভাঙিছে যে হিল্লোলে,
 কীরেব সমান তার কষ হতে স্রুভি বহন করি
 আসিতেছে বায়ু দক্ষিণ দিকে রামগিরি পর্বতে ।

হয়ত এ বায়ু, ওগো গুণবতি, তোমার অঙ্গ খানি
 স্পর্শ করিয়া সৌরভ বহি আসিছে এদিক পানে,
 এই কথা ভেবে ছুটি যে বায়ুরে করিতে আলিঙ্গন
 লভিবারে সুখ তোমার স্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শ হতে । ৪৬ ।

দিন কি রাত্রি কিছুই আমার কাটিতে চায়না যেন
 তাই ভাবি, কি সে তিন প্রহরের দীর্ঘ রজনী মম
 ছোট হয়ে যায় নিমেষের মত অথবা কিভাবে মোর
 প্রশমিত হয় হৃদয়ের জ্বালা দিনের তাপের সহ ।

কিন্তু হে মোর চটুল নয়নে, কটাক্ষ বর্ষণী
 কে পূরাবে বল, আমার এসব স্কন্ধ প্রার্থনা,
 তোমার বিয়োগ বেদনায় আমি ব্যথিত নিরাস্রয়
 বিরহের তাপে অন্তরে তাই জ্বলিতেছি অহরহ । ৪৭ ।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি আপনিই আপনারে
 দিতেছি প্রবোধ একথা ভেবে যে এ বিরহ হবে শেষ,
 ভূমিও সেক্ষপ, ওগো কল্যাণী, নিজেই শাস্ত রাখ
 আমার লাগিয়া ভাবিয়া নিয়ত হয়োনা কাতর আশ ।

কে আছে অগতে দুঃখেই ষাট চিরদিন কেটে যায়
 অথবা কে আছে বাহার ভাগ্যে সদাই বিরাজে সুখ
 চক্রে ধার উপরে নিয়ে যেমন ওঠে ও নামে
 সেক্ষপ জীবনে দুঃখ ও সুখ আসে যায় বারবার । ৪৮ ।

শাপান্তো মে ভূজগ-শয়না-দুখিতে শার্ঙ্গপাণৌ
 শেযান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা
 পশ্চাদাবাং বিরহ-গণিতং তং তমাঘ্ৰাভিলাষং
 নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্-চন্দ্রিকাস্ত কপাস্ত ॥ ৪২ ॥

ভূয়শ্চাহ অমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
 নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা
 সাস্তব্ধাহমং কথিতমসক্লং পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
 দৃষ্টেঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫০ ॥

এতস্মান্মাং কুশলিন মভি-জ্ঞান দানাদ্ বিদিত্বা
 মা কোলীনা-দসিত নয়নে মধাবিখ্যাসিনী ভূঃ
 স্নেহানাহঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনন্তে ভ্রভোগা
 দিষ্টে বস্ত্রন্যুপচিত-রসাঃ প্রেম-রাশী ভবন্তি ॥ ৫১ ॥

আর বেশী নয়, চারি মাস কাল অতীত হবার পরে
ভৃঙ্গ শয্যা ছাড়ি নারায়ণ উঠিয়া আসিবে যবে,
আমারো মুক্তি হবে সেইদিন শাপাবসানের পরে,
দেখিতে দেখিতে এই ক'টা মাস সহজেই যাবে চলে ।

দীর্ঘ বিরহ অবসান হলে তোমাতে যেদিন পাব
পূর্ণ করিব অন্তরে মোর যত আছে অভিলাষ,
ভাবিতেও সুখ, কত সুখ মোরা ভুঁবিব সেই দিন
জ্যোৎস্না-ধৌত শরদ নিশির স্বচ্ছ গগন তলে । ৪২ ।

বলিও তাহারে, তব প্রিয়তম বলিয়াছে এই কথা
স্মরণ আছে কি, একদিন রাতে আমার পার্শ্বে শুয়ে
সহসা কানিয়া উঠেছিলে তুমি, যদিও তখন তুমি
আমার কণ্ঠলগ্না হইয়া ছিলে গাঢ় নিদ্রায় ।

শুধালাম যবে, কি হয়েছে তব কেন কানিতেছ তুমি ?
বলিলে আমায় মুচকী হাসিয়া, লম্পট নটবর !
এতক্ষণ আমি স্বপ্নের মাঝে দেখিতেছিলাম যেন
অগ্নি নারীর সঙ্গে মেতেছ রঙ্গ ও তামাশায় । ৪৩ ।

হে অসিতাক্ষি ! এতক্ষণ আমি বলিছ যে সব কথা
তাতেই বুঝিবে, এখনও আমি আছি তব অম্লগত,
'তব প্রতি মোর অমুরাগ আর নাই আগেকার মত'
মন্দলোকের এই রটনায় হারায়োনা বিশ্বাস !

বিরহে কারুর স্নেহ ভালবাসা কত কি কমিতে পারে ?
বরং সে স্নেহ পরিণত হয় প্রেমের বজ্রা শ্রোতে,
ভোগের কারণে যে প্রেমরসের হইতেও পারে ক্ষয়
বিরহে কিন্তু উপচিয়া পড়ে সে রসের উচ্ছ্বাস । ৪৪ ।

আশ্বাস্তৈবং প্রথম বিরহো-দগ্ধ শোকাং সখীং তে
 শৈলাদান্ত ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাত কুটাস্মিন্ভুতঃ,
 সাভিজ্ঞান প্রহিত-কুশলৈ-সুদ্বচোভির্ মমাপি
 প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২ ॥

কচ্চিং সৌম্য ব্যবসিত মিদং বন্ধু-কৃত্যং স্বয়া মে
 প্রত্যাদেশান্ ন থলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি,
 নিঃশব্দোহপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
 প্রতুজ্জং হি প্রণয়িষু সতা-মীপ্সিতার্থ জ্রৈব ॥ ৫৩ ॥

এতং কুত্বা প্রিয়মমুচিত-প্রার্থনা বক্তিনো মে
 সৌহারদ দাদ বা বিধুর ইতি বা মথ্যহু ক্রোশ-বৃজ্জা,
 ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভূত শ্রীর্
 মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যাতা বিপ্রযোগঃ ॥ ৫৪ ॥

মেঘদূতং সমাপ্তম্

জিনয়নধারী মহেশের বৃষ হানিয়া শৃঙ্গাঘাত
শৈলরাজের শিলা সমূহকে উৎখাত করে সদা,
সেথা হতে তাই নামি আসি ত্বরা বিরহ-কাতরা তব
সখীর জীবন রক্ষা করিও আশ্বাস বাণী দিয়া ।

মোর সংবাদ জানায়ে তাহারে ফিরিবার পথে তুমি
আমার সকাশে তাহার কুশল বার্তা বহিয়া আনি,
প্রভাত কালের শিখিল বৃন্ত কুন্দ কুসুম সম
পতনোন্মুখ প্রাণটির মোর দাও গো সঞ্জীবিয়া । ৫২ ॥

হে ভদ্র মেঘ, এতক্ষণ তুমি শুনিলে যে কথা মম
বলিলেনা ত হে, পারিবে কিনা তা করিতে সম্পাদন ।
কিন্তু তোমার কথা না পেলেও সন্দেহ নাই মোর
রাখিবে যে তুমি বন্ধুর এই অনুরোধ, এবিষয়ে ।

চাতক যখন তোমার নিকটে জলের কামনা করে
নীরবেই তুমি পুরাও তাহার মনের সে অভিলাষ ।
মহৎ সৃজন পূর্ণ করিয়া বন্ধুর মনোরথ
কাজের দ্বারাই উত্তর দেয়, বাক্যের দ্বারা নয় ॥ ৫৩ ॥

হয়ত তোমায় করিতেছি আমি অগ্নায় অনুরোধ
কিন্তু যেহেতু মোর প্রতি তব ভালবাসা আছে, তাই
অথবা আমি যে বিপন্ন কিংবা নিরাশ্রয় তাহা ভাবি
যে ভাবেই পার করিও জলদ এই উপকার মম ।

এই কাজটুকু ক'রে তুমি মেঘ ধরিয়া নতুন বেশ
ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করিও তব অভিষ্ট দেশে,
প্রার্থনা করি তোমার প্রেয়সী বিদ্যাৎ হ'তে যেন
ক্ষণেকের তরে বিরহও বাধা না পাও আমার সম ॥ ৫৪ ॥

মেঘদূত সমাপ্ত